দিব্যোন্মাদ বা রাই-উন্মাদিনী

দিব্যোন্মাদ বা রাই উন্মাদিনী

শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণকমল গোস্বামি-প্রভুপাদ

বিরচিত

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

শ্রীশ্রীগৌরহরিঃ

দিব্যোন্মাদ

বা

রাই-উন্মাদিনী

উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি

শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণকমল গোস্বামি-প্রভুপাদ

বিরচিত

[উক্ত সুপ্রসিদ্ধ কবিবর রচিত 'স্বপ্নবিলাস'
'দিব্যোন্মাদ বা রাই-উন্মাদিনী'
'বিচিত্র-বিলাস' 'গন্ধর্ব্ব-মিলন'
ও 'ভরত-মিলন' নামক
গীতিকাব্য-পঞ্চকের
অন্যতম ও
শ্রেষ্ঠতম]

শ্রীমৎ নিত্যগোপাল গোস্বামী
ও
শ্রীমৎ কামিনীকুমার গোস্বামী
সম্পাদিত

'কৃষ্ণকমল-গীতিকাব্য' নামক গ্রন্থের উভয় সংস্করণের
অনুবর্ত্তনে সঙ্কলিত

নূতন সংস্করণ

১৩৭৮

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

প্রকাশক—

শ্রীরাধামাধব সেবা সংস্থা
শ্রীকৃষ্ণ নিকেতন
রেলওয়ে সারকুলার রোড
গোরক্ষপুর (ইউ, পি)

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীরাধামাধব সেবা সংস্থা
শ্রীকৃষ্ণ নিকেতন
রেলওয়ে সারকুলার রোড
গোরক্ষপুর (ইউ. পি)

প্রকাশন দিবস—

শ্রীগুরু পূর্ণিমা—২৬শে আষাঢ়, ১৩৭৫ সাল।
গৌরাব্দ—৪৮২। শকাব্দ—১৮৯০। বিক্রমী সামত—২০২৫।
১০ই জুলাই, ১৯৬৮।

নায্য হার— ১'৬০

মুদ্রিত

শ্রীশ্যামসুন্দর প্রেস
৫৭, বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৫

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

শ্রীহরিঃ

উৎসর্গ-পত্র

গ্রন্থকারের গ্রাম্যদেবতা

শ্রীশ্রীরাধা-রাধাবল্লভ দেব

ও

কুল-দেবতা

শ্রীশ্রীরাধা-বৃন্দাবনচন্দ্র দেব

এবং

তদীয় নিত্য সেবিত দেবতা

শ্রীশ্রীরাধা-গিরিধারী দেব

যিনি গ্রন্থকারের মহাপ্রয়াণকালে তদীয় বক্ষোপরি
সংস্থাপিত থাকিয়া তাঁহার সহিত অচিন্ত্যভাবে
অপ্রকট হইয়াছেন—

গ্রন্থকারের মহান্ আত্মার পরিতৃপ্তি

ও

গ্রন্থের মঙ্গল-প্রচার উদ্দেশ্যে

এই গ্রন্থ

উক্ত তিন ঠাকুরের মঙ্গলময়

শ্রীনামে

উৎসর্গীকৃত হইল।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণকমল গোস্বামি-প্রভুর স্বরচিত ও
স্বহস্তলিখিত শ্লোকের প্রতিলিপি

তথাস্মজ: শ্রীশিশু কৃষ্ণ দাস:
শ্রীকৃষ্ণ ভাবামৃতপূর্ণদেহ:।
বৃন্দাবনে য: প্রিয় নর্ম্মবর্য্য:
শ্রীনোজ্জ্বলাখ্য: সখিষু ব্রজেন্দ্রো: ॥
পার মহিম্নো নহি যস্য গন্তু
শক্নোতি কোপ্যত্রগুণার্ণবস্য ॥
কিঞ্চিত্তথাপি প্রবদামি তস্য
মাহাত্ম্যমেশ শৃণুত প্রযত্নাৎ॥

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

ভূমিকা

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন ডি-লিট্
মহোদয় লিখিত *

প্রভুপাদ কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাশয়ের নাম না জানেন, পূর্ব্ববঙ্গে এমন লোক বিরল ; কিন্তু কলিকাতা অঞ্চলে যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহাদের সংখ্যা বোধ হয় নখাগ্রে গণনা করা যায়।

কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ তাঁহাকে চিনে। এদেশে এমন শিশু নাই যাহারা মাতৃস্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গে "স্বপ্নবিলাস" কি "রাই উন্মাদিনীর" দুই একটি দিব্যগীতি শ্রবণ করে নাই, সেই সব সঙ্গীত প্রেমপীযুষপূর্ণ ; গাহিতে গাহিতে গায়কের চক্ষু জলে ভরিয়া আসে, শুনিতে শুনিতে শ্রোতার চক্ষে অশ্রু বহে। কলিকাতা অঞ্চলে যখন গোবিন্দ অধিকারী অর্থহীন অনুপ্রাসের লীলা দেখাইয়া শ্রোতৃগণকে মুগ্ধ রাখিয়াছিলেন, সেই সময় গোস্বামী প্রভুপাদ প্রেমের বন্যায় পূর্ব্ববঙ্গ ভাসাইয়াছিলেন। গোবিন্দ

---

* বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সাধক, সুপ্রসিদ্ধ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" এবং সুপ্রতিষ্ঠ মাসিক পত্র "সাহিত্যে" কৃষ্ণকমল গোস্বামী ও তাঁহার 'কাব্য-গ্রন্থাবলীর' সম্বন্ধে যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন এবং "কৃষ্ণকমল-গীতিকাব্যে"র পূর্ব্ব সংস্করণে যে ভূমিকা লিখিয়াছেন তাহারই সারাংশ বর্ত্তমান সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হইল।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

অধিকারীর শব্দচাতুর্য্য গোস্বামী কবির ভক্তিমাধুর্য্যের নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরে কৃষ্ণকমলের ন্যায় মধুবর্ষী পদকর্ত্তা আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। বৈষ্ণব-গীতিসাহিত্যের পুনরুত্থান কালের তিনিই শীর্ষস্থানীয় ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি।

কৃষ্ণকমলের জন্মভূমি পশ্চিমবঙ্গে, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গই তাঁহার কার্য্যভূমি ছিল। পূর্ব্ববঙ্গেই তাঁহার অপূর্ব্ব স্বপ্নময় "স্বপ্নবিলাস" প্রেমের অমৃত উৎস "রাই উন্মাদিনী" প্রেমলীলাবৈচিত্র্যপূর্ণ "বিচিত্রবিলাস" প্রভৃতি প্রেমধারার সঞ্চার হইয়াছিল। এই সকল প্রেমগীতিকাব্য রচিত হওয়ার পর কত বৎসর অতীত হইয়াছে, এখনও * পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে সেই সব সঙ্গীত গাহিয়া প্রেমিকগণ নীরবে অশ্রুপাত করেন, সেই নির্ম্মল স্বার্থশূন্য স্বর্গীয় ভাবপূর্ণ বাণীগুলি মর্ত্ত্যধামের দুঃখপীড়িত লোকের মনে উৎকৃষ্ট নিষ্কাম প্রবৃত্তির উদ্রেক করিয়া দেয়।

"রাই উন্মাদিনী" ও "স্বপ্নবিলাস" যখন পূর্ব্ববঙ্গবাসী প্রথম শুনিয়াছিল তখন তদ্দেশ এক নব আনন্দের কলকোলাহলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; সেই গীতি এখনও পূর্ব্ববঙ্গের বালবৃদ্ধ-বনিতার কাণে লাগিয়া রহিয়াছে; হায়! সেই মৃদঙ্গের ধ্বনিত, সেই আলুলায়িতকেশা উন্মাদিনী রাধিকার মেঘ দর্শনে কাতরোক্তি—সেই মধুর মনোহরসাহীর সকরুণ মূর্চ্ছনা—সেই গলদশ্রু ভাবুক গায়কগণ ও শ্রোতাগণ আজি কোথায়? সেই

---

* তদীয় লিখিত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" ও 'সাহিত্য' নামক মাসিক পত্রিকায় "কৃষ্ণকমল গীতিকাব্য" সম্বন্ধে লিখিত বিস্তৃত আলোচনার সংক্ষিপ্ত সার অংশ।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

প্রেমভক্তি বিহ্বল আসর ছাড়া কৃষ্ণকমলের কাব্য আর কে তেমন জাগ্রত করিবে? আজ কত বৎসর হইল গোস্বামী প্রভু লীলা-সম্বরণ করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি তাঁহার নামে ভক্তগণের চক্ষু সলিলার্দ্র হয়। জীবনে তিনি অনেক পাষাণ কোমল করিয়াছিলেন—আজও পূর্ব্ববঙ্গে কৃষ্ণকমলময়।

"স্বপ্নবিলাস" তাঁহার কবিত্বের প্রথম কীর্ত্তি। যে ভাব অতিমনোজ্ঞ ভাবে চিত্ত অধিকার করিতেছে, "স্বপ্নবিলাসে" তাহার সূচনা;—অঙ্কিত চিত্রগুলি 'র‍্যাফেল' কি 'মাইকেল এঞ্জিলোর' অঙ্কন-যোগ্য হইয়াছে। "স্বপ্নবিলাস" আমাদের আদরের বস্তু। 'ল্যালিগ্রো' ও ইলপেন্‌সিরেসো' যেরূপ 'প্যারাডাইস-লষ্টের' সূচনা,-'ভিনাস এডোনিস' যেরূপ 'রোমিও জুলিয়েটের' সূচনা,—"স্বপ্নবিলাস" কাব্য তেম্‌নি "রাই উন্মাদিনীর" সূচনা,—ইহার ভাব অতি মনোজ্ঞ। রাধা তমাল দেখিয়া কৃষ্ণভ্রম করিলেন; স্ফুরিত কদম্বের ন্যায় তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল, গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে সখীদিগকে ডাকিয়া গাহিলেন—

"ওই দেখ চরণে চরণ থুয়ে, ভুবনমোহন বেশে দাঁড়াইয়ে,
আমার কেন অঙ্গ হ'ল ভারী, আমি আর যে চলিতে নারি,"

বিদ্যাপতির যে গানটি রাম বসু ভাঙ্গিয়া গড়িয়াছেন, সেই তমালের ডালে বাঁধিয়া রাখিবার কথা,—সখীগণ যেন মৃতদেহ না পুড়াইয়া ফেলে, কি যমুনাজলে বিসর্জ্জন না করে। কৃষ্ণকমল 'স্বপ্নবিলাসে' সেই গানটি বীণায় পুনরায় নিজসুর বাঁধিয়া আলাপচারি করিয়াছেন; কিন্তু কৃষ্ণকমল শুধু অনুকরণকারী নহেন, প্রাচীন ভাবটি তিনি হাতে লইয়া নূতন করিয়া গড়িয়াছেন; তাহা এইরূপ:—

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

"দেহ দাহন ক'র না দহনদাহে, ভাসাইও না কেহ যমুনাপ্রবাহে,
সব সহচরী, বাহু দুটি ধরি, বাঁধিও তমাল ডালে।
যদি, এই বৃন্দাবন স্মরণ করি, আসে গো আমার পরাণ হরি,
বঁধুর, শ্রীঅঙ্গ-সমীর পরশে শরীর, জুড়াইবে সেই কালে।
বঁধু আসিয়ে সই, যদি সুধায় রাই কই,
তোরা দেখাস্ ঐ—তোমার রাধা বাঁধা তমালে ঐ,—
হ'ল প্রেমময়ীর প্রেমের সহ মরণ।"

ইহা গেল পুরাতন ভাব, কিন্তু—

"মৃততনু দেখিলে নয়নে, (আমার প্রাণবল্লভ গো)
পাছে সতীপতি শিবের মত, হ'য়ে বঁধু উনমত,
বহিয়ে বা ফিরে বনে বনে ;
(মনে তাই যে ভাবি গো)
যে অঙ্গে চন্দনার্পণে, কত ভয় বাসি মনে,
সে অঙ্গে ভার সহিবে কেমনে ?"

এই টুকু নূতন ! এই টুকু অতি অপূর্ব্ব ! বিরহে রাধার প্রাণ যাইতেছে, তথাপি সে ক্ষণতরে শ্যামপ্রেমে সন্দিগ্ধ নহে। রাধার মরণেও সুখ। রাধা অবিশ্বাস বাণবিদ্ধা হইয়া মরিতেছে না. সে কৃষ্ণপ্রেমে একবারও নিরাশ হয় নাই। বরং নিজে মরিলে বঁধু পাগল হইবেন—মৃতের ভারে কোমলাঙ্গে ব্যথা হইবে—রাধার মরণকালে সেই ভাবনা।

"রাই উন্মাদিনী" একখানি অতুলনীয় প্রেমকাব্য। সমালোচনার তুলাদণ্ডে এ কাব্যের ওজন হয় না। ইহাতে ভাব ভাষার নিগড় ছিঁড়িয়াছে, এখানে কবির প্রতিভা মুক্ত। শুনিয়াছি, কৃষ্ণকমল নিজ আরাধ্যা দেবতা হইতে "রাই উন্মাদিনী"

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

পালা দান পাইয়াছিলেন। এই কাব্যের সরসতায় মুগ্ধ হইয়া তাহাই বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়।

বিজ্ঞানের তত্ত্ব বুঝিতে হইলে যেরূপ বিজ্ঞান-মন্দিরের (Laboratory) সাহায্য চাই, নতুবা তাহা ভাল বুঝা যায় না, সেই রূপ কৃষ্ণকমলের কাব্যাবলীর কতকগুলি আনুসঙ্গিক অপরিহার্য্য পরিবেষ্টন আছে, তাহার সংশ্রবচ্যুত হইয়া ইহার রস উপলব্ধি করা কঠিন।

যাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ ভাল করিয়া বুঝিয়া পড়েন নাই, তাঁহারা "রাই উন্মাদিনীর" স্বাদ পাইবেন না—কবির বহু সৌন্দর্য্য তাঁহাদের চক্ষু এড়াইয়া যাইবে। ইহাতে অঙ্কিত চিত্রখানি বৃন্দাবনের উন্মাদের নামে নবদ্বীপের উন্মাদের। বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যে কথা দার্শনিকের ভাষায় কহিয়াছেন, তাহা কৃষ্ণকমলের হস্তে নবজীবন লাভ করিয়াছে। গৌর-অবতারে এই প্রেমলীলা অতি পরিস্ফুট। নিজেকে দুই ভাবিয়া এই প্রেমের উদ্ভব। তখন,—

"দুটি চক্ষে ধারা বহে অনিবার,
স্বরূপ দেখা রে একবার—নতুবা এবার মরি।"

কৃষ্ণকমলের চক্ষে এই বিরহী গৌরচন্দ্রের মধুর মূর্ত্তি সর্ব্বদা উজ্জ্বল ও প্রতিভাত ছিল;—তাহাই তিনি "রাই উন্মাদিনী" রূপ উৎকৃষ্ট চিত্রে পরিণত করিয়াছেন। এই প্রেমস্নিগ্ধ গৌররূপের তুলনায় কৃষ্ণকমল অন্য সমস্ত রূপ অপকৃষ্ট মনে করিয়াছেন,—

"ছি ছি! চাঁদ কি গোরাচাঁদের কাছে।"

প্রেমিক নিজেই পূর্ণ—তাঁহার ত কোন অভাব নাই, তিনি উদ্ভাবকময়, তবে বিরহ কেন? গোস্বামী কবি বলিয়াছেন,—

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

"তার হেতু প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা-রসাস্বাদ।"

কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শেষখণ্ডে যাঁহাকে আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, যে ছবির ইঙ্গিতমাত্রে রেখাঙ্কন করিয়া গিয়াছেন, "রাই উন্মাদিনী"-তে সেই চিত্র সার্থক ও পরিস্ফুট। চটক পর্ব্বত দেখিয়া চৈতন্যের গোবর্দ্ধন ভ্রান্তি, কুসুমবন দেখিয়া বৃন্দাবন ভ্রান্তি, কৃষ্ণভ্রমে "জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর," সেই চৈতন্যজীবন এক দিব্য ভ্রান্তির ছায়া। কৃষ্ণকমলের রাধিকাও তাই। মেঘদর্শনে তাঁহার করুণাত্মক বিলাপ পাঠ করুন, পরিত্যক্ত বৃন্দাবন-পল্লী ও নিধুবন দেখিয়া প্রেমোন্মাদিনী জড় জগতের স্তরে স্তরে কৃষ্ণসত্ত্বা অনুভব করিতেছেন,—তাঁহার বিলাপাত্মক গীতিধারায় পাষাণ দ্রব হইতেছে। এই উদার সহানুভূতিপরায়ণ জড় জগতে দণ্ডায়মানা, প্রেমে আত্মবিহ্বলা, উন্মাদিনী রাধিকাকে দর্শন করুন। আমি ইংরাজী, সংস্কৃত কোন গ্রন্থে এরূপ প্রেমের বিমুগ্ধ ছবি আর দেখি নাই। এই সাহসিক উক্তির জন্য সাহিত্য জগতে আমার দণ্ড হইলে নিজের মত অকাতরে ঘোষণা করিব।

কৃষ্ণকমল প্রেমচিত্রের মোহিনীমুগ্ধ;—রাধিকাকে তিনি কৃষ্ণপ্রেমে সুন্দরী করিয়া গড়িয়াছেন। তাঁহার প্রেমমাখা কণ্ঠ-ধ্বনি ও প্রেমাশ্রু উদ্বেলিত চক্ষুর সৌন্দর্য্য বুঝাইতে কম্বু কি কমলের তুলনার আবশ্যক হয় নাই।

যেমন রাধিকা, তেমনি চন্দ্রা। ঈর্ষাপরায়ণা প্রতিদ্বন্দ্বী চন্দ্রা শ্রীমতী রাধিকাকে ভাল করিয়া দেখে নাই; কিন্তু কৃষ্ণ-বিরহে যখন সমবেত সখীবৃন্দের মধ্যে রাধিকা মূর্চ্ছিতা, তখন চন্দ্রা আসিয়া একবার সেই দুঃখপূর্ণ ছবি দেখিল; দেখিয়া বলিল,—

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri

"আহা ! এতই রূপের রূপসী রাই !
আমি নয়ন ভ'রে দেখি নাই,—(সরলভাবে)"

পাঠক ! দেখিবেন যে রাধিকা যখন কৃষ্ণের প্রীতিপাত্রী কিংবা কৃষ্ণপ্রেমবিহ্বলা, চন্দ্রা তখনই রাধিকাকে সুন্দরী দেখিয়াছেন। বঁধুর সঙ্গে যখন রাধিকা হাসিয়া কথা বলিতেন ; সেই সময় তাঁহার হাসির মাধুর্য্যে চন্দ্রা মুগ্ধ হইত—বঁধু তাহাকে অতি যত্নে বক্ষে রাখিতেন এই জন্যই ধূলি-লুণ্ঠিত রাধিকার প্রতি চন্দ্রাবলীর এত কৃপা ! বঁধু আল্‌তা পরাইতেন—এই জন্যই সেই পাদপদ্মযুগল চন্দ্রাবলীর চক্ষে সুন্দর এবং যখন কৃষ্ণদর্শনের জন্য ব্যগ্র হইয়া রাধিকা ছুটিয়া যাইতেন, তখন অনুরাগিনীর পদে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হওয়ার ভয়ে চন্দ্রাবলী বক্ষ পাতিয়া দিতে চাহিয়াছেন। রাধিকার কৃষ্ণপ্রেমসৌন্দর্য্যই স্মরণ করিয়া চন্দ্রা পাগলিনী ! এ সৌন্দর্য্য নিত্য, অবিনাশী। চন্দ্রা বাহিরের রূপ পূজা করিতেছে না ; গুণীই গুণ চিনে, তাই চন্দ্রাও রাধিকার মত রূপসী হইতে চেষ্টিতা, তাই সেই রূপ তাহার চক্ষে এত লাগিয়াছিল।

বিরহিনী রাধা মেঘদর্শনে কৃষ্ণভ্রমে যুক্তকরে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিয়া বলিতেছেন।

"ওহে ! তিলেক দাঁড়াও, দাঁড়াও হে—
বঁধু ! অমন ক'রে যাওয়া উচিত নয় !
দাঁড়াও হে, দুখিনীর বঁধু ! তিলেক দাঁড়াও।"

এই বিলাপাত্মক গীতির স্তরে স্তরে আসন্ন মূর্চ্ছার মূর্চ্ছনা। পাগলিনীর এই ভ্রমময় কৃষ্ণপ্রীতিতে মগ্ন বিহ্বলতার চিত্রখানি সমগ্র পাঠক ! নিজে দেখিবেন। রাধা এই ভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

মেঘের অদর্শনে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সখীগণ এই মূর্ত্তিমতী বিরহ-রূপিনী রাধিকার প্রেমাশ্রুমিশ্রিত প্রেমোক্তি শুনিয়া মায়া বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়াছিল। চৈতন্যপ্রভুর উন্মত্তাবস্থার বিলাপ শুনিয়া এইভাবে গদাধর, মুরারি প্রভৃতি পার্শ্বচরগণ দাঁড়াইয়া থাকিতেন; এই ছবি এত সুন্দর, এত মধুর বলিয়া বোধ হইত যে, তাঁহারা জগতের কথা বলিয়া তাঁহাকে নির্ম্মল বিস্মৃতির সুখ হইতে জাগাইতে সাহসী হইতেন না।

এইরূপ নির্ম্মল আত্মত্যাগপূর্ণ প্রেমের কথা—নিষ্কাম দেব-আরাধনার কথা—শ্রীকৃষ্ণলাভের তপস্যার কথা—কৃষ্ণকমল গাহিয়া গিয়াছেন। অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলে কৃষ্ণ-কমলের "পদাবলী" পাঠকের চক্ষে এক নূতন শ্রীতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে; উহা পড়িতে পড়িতে রাধিকা ছায়ার ন্যায় চক্ষু হইতে অপসারিত হইয়া পড়িবে, এবং তৎস্থলে উপবাসকৃশ, দীন অথচ ভুবনসুন্দর এক ব্রাহ্মণ বালকের মূর্ত্তি হৃদয়ে মুদ্রিত হইবে।

যখন পূর্ব্ববঙ্গের লোক ছাপা বহি কিনিয়া পড়িত না, সেই সময় কৃষ্ণকমলের "স্বপ্নবিলাস" ও "রাই উন্মাদিনী" মুদ্রিত হইয়াছিল। কবি সেই মুদ্রিত পুস্তকদ্বয় লক্ষ্য করিয়া তাঁহার "বিচিত্র-বিলাসের" ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "বোধ হয় ইহাতে ("স্বপ্নবিলাস" ও "রাই উন্মাদিনী" দ্বারা) সাধারণেরই প্রীতি সাধিত হইয়াছিল, নতুবা প্রায় বিংশতি সহস্র পুস্তক স্বল্পদিনের মধ্যে নিঃশেষিত হইবার সম্ভাবনা কি?"

আজ কালই বা কোন্ ভাগ্যবান্ কবির কাব্য মুদ্রিত হইবার অব্যবহিত পরেই ১০০০০ সংখ্যক বিক্রীত হইয়া থাকে?

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri Delhi

কৃষ্ণকমলের যশঃসৌভাগ্যে বঙ্গের খ্যাতনামা কবি-মাত্রেই ঈর্ষান্বিত হইতে পারেন।

কৃষ্ণকমল একজন অসামান্য সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ গায়ক ছিলেন।

———

'কাশী যোগাশ্রম' হইতে
ভারতবিশ্রুত ধর্ম্ম-প্রচারক, পরিব্রাজক,
বাগ্মীপ্রবর
শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ স্বামী-মহোদয়
(শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন)
কর্ত্তৃক লিখিত পত্র

"আপনার প্রদত্ত অমূল্যদান—আপনার পিতামহদেবের 'কাব্যগ্রন্থাবলী' যথাসময়ে পাইয়া সসম্ভ্রমে শিরে ধারণ করিয়াছি।

আমি কৃষ্ণকমলের প্রতিভার পূজক। পশ্চিমবঙ্গের সন্তান কবি কৃষ্ণকমল গোস্বামীর অভ্যুদয় পূর্ব্ববঙ্গে। ভগীরথের শঙ্খধ্বনির অনুগামিনী সুরতরঙ্গিনী জাহ্নবী যেমন পতিসঙ্গমে যাত্রা করিয়া উষরভূমিকে উর্ব্বর ও তটবাসীকে পবিত্র করিতে করিতে পুণ্যকিরণ-সমাগমে উচ্ছ্বসিততরঙ্গাবেগে বারিধিবক্ষে

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri, Delhi

আত্মসমর্পণ করেন, সেইরূপ কৃষ্ণকমলের অপূর্ব্ব ভাবশৈলোদ্ভূত 'স্বপ্নবিলাস' "রাই উন্মাদিনী" প্রভৃতি প্রেমকাব্যের রসামৃতপ্রবাহ পূর্ব্ববঙ্গকে সরস, সিক্ত ও প্লাবিত করিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গবাসী আপামর সাধারণ সে প্রেমামৃত পানে কৃতার্থ ও ধন্য হইয়াছে। যে মণি চিনে সেই সৌভাগ্যশালী ;—সে সৌভাগ্য মণির নয়। পূর্ব্ববঙ্গবাসী কৃষ্ণকমলকে চিনিয়াছে, তাই সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ জাতি-বর্ণনির্ব্বিশেষে কবিকে দেবতার আসনে বসাইয়া তাঁহার চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলী দিয়া পূজা করিয়াছে। কৃষ্ণকমলকে তাঁহার উপযুক্ত আসনে বরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্য একদিন মহাগরিমান্বিত হইবে।

কৃষ্ণকমলের প্রেমরাজ্যে ভগবৎকৃপাহীন মানবের প্রবেশাধিকার নাই। যে কাব্যরস কেবল উপভোগ্য ও অনুভূতি-গম্য, সমালোচনার মানদণ্ড সে রসবৈচিত্র্যের পরিমাপক নহে। কৃষ্ণকমল মহা ঐন্দ্রজালিক কবি। বিশাল বিরাটকে কি কৌশলে ভাষার নিগড়ে বাঁধিতে পারা যায়, সে যাদুবিদ্যা কৃষ্ণকমলের অধিগত ছিল। তাই তাঁহার পদাবলী এমন সম্মোহন—এমন চিরমধুর ও চিরনবীন। ভাষার লালিত্যে, শ্রুতিমাধুর্য্যে, ভাবের স্বচ্ছতায় চিরউজ্জ্বল কৃষ্ণকমলের পদাবলী অনুরাগী পাঠকের হৃদয়ে অমৃতধারা সিঞ্চন করিবে। কালে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের নামের সঙ্গে কৃষ্ণকমলের নাম এক হারেই গাঁথা থাকিবে, এবং সরস্বতীর মন্দিরে এই তিন কবির জন্য এক মঞ্চই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শুধু বঙ্গসাহিত্যে নয়, কৃষ্ণকমলের কাব্যগ্রন্থ বিশ্বসাহিত্যের অতুল সম্পদ।"

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

Our first Russian Traveller, the illustrious Scholar and Linguist, sometimes Professor in the University of St. Petersburg. Author of "*The Yatras*" or "The Popular Dramas of Bengal" (published in London (1882) **Dr. Nishi Kanta Chattopadhyaya** Ph. D of Dacca writes :—

From a Letter.

Hyderabad (Deccan)

11 th of May 1897

"On the Continent of Europe, Cri Krishna Kamala Goswami's "*Yatras*" are best known through German and French translations. Professor Leopold Von Schroder, an eminent Scholar and Orientalist, has noticed the "*Yatras*" at some length in his well-known book "*Indiens Literatur u Kultur*."

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

প্রবর্ত্তনা

প্রেমভক্তিরসাকর প্রভু কৃষ্ণকমল গোস্বামীর বিরচিত গীতিপদনিচয়, তাঁহার সাধন সম্মার্জ্জিত পবিত্র হৃদয়য়োথ ভাবময় সুরপাদপের রসময় ফল, যাহার ত্বক্, শস্য, রস, সকলই সুখাস্বাদ্য। প্রতি গানে পদ-লালিত্য, অর্থ-গৌরব এবং ভাব-মাধুর্য্যের পরিচয় পাইয়া, কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রই কবিত্বের শীর্ষস্থানে কৃষ্ণকমল-গীতিকাব্যের মর্য্যাদা নির্দ্দেশ করেন। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" প্রণেতা বাবু দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ তাঁহার গ্রন্থে বৈষ্ণব-কাব্য সমালোচনা স্থলে লিখিয়াছেন, "বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরে কৃষ্ণকমলের ন্যায় পদকর্ত্তা জন্মগ্রহণ করে নাই।" পূর্ব্ববঙ্গ-গৌরব কাব্য-রস-বিশারদ ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় একদা লণ্ডননগরে কাব্যামোদী বিদ্বৎ-সভায় স্বপ্নবিলাস ও দিব্যোন্মাদের প্রতি গীতিপদান্তর্গত কবিত্ব সমালোচনা করিয়া, সেই সুদূরাঞ্চলে কবিবর কৃষ্ণকমলের যশোঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সমালোচনা ইংরাজি-ভাষার "Popular Dramas of Bengal" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত ও জন-সাধারণে সমাদৃত এবং তৎপরে জার্ম্মাণ-ভাষাতেও অনুবাদিত হয়।

দেব কৃষ্ণকমলের জন্মভূমি পশ্চিম-বঙ্গে হইলেও তাঁহার প্রায় আজীবন অবস্থান ও মাদলীয়া কাব্য-কীর্ত্তির প্রকাশ পূর্ব্ব-

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

বঙ্গে। সে প্রদেশে তাঁহার নাম জানে না এমন লোক বিরল। গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে, ভিখারী বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণকমলের গান গাহিয়া ভিক্ষাটন করে। শুভবিবাহাদি উৎসবে সমবেত কুল-ললনাগণ কলকণ্ঠকুণ্ঠকর মধুর কণ্ঠে কৃষ্ণকমল-গীতি গান করিয়া থাকে। নদীবক্ষে নাবিকগণ অনুকূল বাতে নৌকায় পাল তুলিয়া প্রফুল্লমনে হা'ল-হস্তে কৃষ্ণকমলের রচিত গান করে। কিন্তু তিনি, নিজ-জন্মভূমি পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ লোকের নিকট অপরিচিত ; তাঁহার কাব্যকীর্ত্তি বা জীবন-বার্ত্তা অনেকেরই অবিদিত। এইজন্য তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তির পর হইতেই আমি তাঁহার রচিত সমগ্র কাব্যকীর্ত্তি জীবনী সহিত একখানি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার বাসনা মনোমধ্যে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। এতদ্বিষয়ে আমার কৃতকার্য্যতা যদিও তখন নানাবিধ সংশয়-ধূমাচ্ছন্ন দুর্ল্লক্ষ্য বোধ হইতেছিল, তথাপি আমি সে বাসনার আগুন নিভাইয়া ফেলি নাই, পরন্তু আশার ইন্ধন সহযোগে মধ্যে মধ্যে চেষ্টারূপ ফুৎকার দিয়াছি। আমি সময়ে সময়ে এক একটু করিয়া আমার প্রভু পিতৃদেবের রচিত গান ও জীবনী-বার্ত্তা অনুসন্ধান দ্বারা সঙ্কলন করিতেছিলাম। এমন সময়ে, যিনি ১৮৯৪খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসের বঙ্গসাহিত্যে কবি কৃষ্ণকমল ও তাঁহার রচিত গীতিকাব্য সম্বন্ধে একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সাহিত্যসমাজে বিখ্যাত-নামা এবং কাব্য-রস পণ্ডিত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, আমাকে একখানি পত্র লিখিলেন ; সে পত্রে তিনি কৃষ্ণকমলদেবের রচিত সমস্ত গান, জীবনী ও একখানি ফটো-চিত্র চাহিয়া পাঠান এবং তৎসমুদায় একত্র মুদ্রাঙ্কণের বাসনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। জানিলাম

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

যে, ইতিপূর্ব্বে তিনি নিজে এজন্য আমার ঢাকাস্থ বাসাতেও আসিয়াছিলেন ; কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ সে সময়ে আমি স্থানান্তরে ছিলাম। যাহা হউক্, প্রভু কৃষ্ণকমলের প্রতি যে দীনেশ বাবুর হৃচ্ছায়ী প্রীতি এবং আমার অভীপ্সিত গ্রন্থ-প্রকাশ বিষয়ে যে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ, তাঁহার পত্রার্থে স্পষ্টই জানিতে পারিলাম। আরও শুনিলাম যে, ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিকা বাহাদুর নাকি এতদর্থে চারিশত টাকা সাহায্য-দান স্বীকার করিয়াছেন। এই মত সমর্থ-সহায়তার আশ্বাস পাইয়াও, দুঃখের বিষয় যে তখন আমি আমার সংকল্প সাধনে অসমর্থ হইলাম। অসামর্থ্যের হেতু এই যে, পিতৃদেবের রচিত বহুতর গান ও জীবনীর অনেক সত্য যাহা আমার পক্ষে, অন্ধকারে ছড়ান, সে সমুদায় সহসা সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিব, এমন ভরসা পাইলাম না। পুনশ্চ দুঃখের বিষয় যে, পিতৃদেব জীবিত থাকিতে, তাঁহার ফটো বা কোন প্রকার প্রতিকৃতি রক্ষিত হয় নাই, সুতরাং আমাদিগের চিত্তাঙ্কিত চিত্র ব্যতীত ইহজগতের কোনখানে তাঁহার সে মধুরাকৃতি প্রতিকৃতি নাই।

কবি কৃষ্ণকমল দেব-কৃত যাত্রাগানের মধ্যে "স্বপ্নবিলাস" "দিব্যোন্মাদ বা "রাই উন্মাদিনী" "বিচিত্র-বিলাস" ও "ভরত-মিলন" এ চারিখানি পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছিল ; তাঁহার শেষ-রচনা "গন্ধর্ব্ব-মিলন" এতাবৎ মুদ্রাঙ্কিত ও প্রকাশিত হয় নাই। এই পাঁচখানি গীতিনাটকই কৃষ্ণকমল দেবের মুখ্য রচনা যাহা এই গীতিকাব্যে প্রকাশিত হইল।

জীবনাবধি তাঁহার চরণতলে অবস্থান করিয়া যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং কথা প্রসঙ্গে যখন যখনে তাঁহার

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri

প্রমুখাৎ বা পরিবারস্থ গুরুজনগণের নিকট যে সকল বার্ত্তা শুনিয়াছি, স্মৃতিকোষ নিষ্কাশিত সেই সকল ঘটনার কথা এই জীবনীমধ্যে লিখিলাম। আরও ঢাকাঞ্চলে তাঁহার চরিত-পথে সহচর ও ভক্ত-সেবক প্রবয়াগণের প্রদর্শিত চরণাঙ্ক অবলম্বন করিয়া, যাহা কিছু সত্য সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাও ইহাতে সন্নিবেশিত করিলাম।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

গ্রন্থকারের জীবনী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অবতারকালে বৈদ্যবংশীয় কংসারী সেন, তৎসুত সদাশিব কবিরাজ, তৎপুত্র পুরুষোত্তম এবং তাঁহার তনয় শ্রীকানু ঠাকুর, ইঁহারা চারিজন মহাপ্রভুর পারিষদ-রূপে উক্ত।* ইঁহাদের জন্মস্থান হুগলী জিলার অন্তঃপাতী, গঙ্গার

---

* শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

কংসারি সেন, রাম সেন……ইত্যাদি।
সদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়;
পুরুষোত্তম দাস তাঁহার তনয়,
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে,
নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণসনে।
তাঁর পুত্র মহাশয় শ্রীকানু ঠাকুর,
যাঁর দেহে রহে কৃষ্ণ প্রেমামৃতপুর।

গৌর-সম্প্রদায়ীর বৈষ্ণবগ্রন্থে কংসারিকে রত্নাবলী নাম্নী সখীর, সদাশিবকে চন্দ্রাবলী নাম্নী কৃষ্ণপ্রিয়ার, পুরুষোত্তমকে স্তোককৃষ্ণ-নামক প্রিয়সখার এবং শ্রীকানু ঠাকুরকে উজ্জ্বল নামক প্রিয়-মর্ম্ম-সখার, এইরূপে ভগবানের ব্রজস্থ নিত্য-পরিকরের অবতার বলিয়া স্বীকার করেন। যথা, গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়—

রত্নাবলী চ কমলা গুণচূড়া সুকেশিনী।
কংসারি-সেনঃ সেনঃ শ্রীজগন্নাথো মহাশয়ঃ।
সুবুদ্ধিমিশ্রঃ শ্রীহর্ষঃ…… ……॥
পুরা চন্দ্রাবলী যাসিদ্ব্রজে কৃষ্ণপ্রিয়াপরা;
অধুনা গৌড়দেশেঽসৌ কবিরাজঃ সদাশিবঃ।
স্তোককৃষ্ণঃ সখা প্রাগ্ যো দাসঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ।

চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে,—

শ্রীস্তোককৃষ্ণঃ কমনীয়কান্তিঃ
প্রশস্তবক্ষঃ সুমুখঃ প্রশান্তঃ

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

তীরবর্ত্তী সুখসাগর গ্রামে ছিল। পুরুষোত্তম-সুত শ্রীকানু ঠাকুর, সূতিকাগারে প্রসবিনীর পরলোক প্রাপ্তি হওয়াতে, দ্বাদশাহ বয়ঃক্রমকালে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কর্ত্তৃক খড়দহগ্রামে আনীত হইয়া, তাঁহার জ্যেষ্ঠাভার্য্যা অজাত-পুত্রা জাহ্নবাদেবীর স্নেহাঙ্কে সমর্পিত হয়েন। জাহ্নবা-ঠাকুরাণী শিশুকে পাইয়া প্রীতমনে পুত্রভাবে লালন পালন করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ শিশুর নাম "কৃষ্ণদাস' রাখিয়াছিলেন ; পরে একদা বৃন্দাবনে শ্রীজীবাদি ব্রজবাসী গোস্বামিগণ তাঁহাকে "শ্রীকানু ঠাকুর" নাম দিয়াছিলেন বা "ঠাকুর কানাই" নাম দিয়াছিলনে, তদবধি তিনি সেই নামে অভিহিত। † বোধ করি, মাতা জাহ্নবার অন্তর্দ্ধানের

স্বভাব সংকীর্ত্তন-বিহ্বলাঙ্গং
কৃষ্ণাংশকঃ শ্রীপুরুষোত্তমাখ্যঃ॥
বৃন্দাবনে ব্রজবধূজন-দৌত্যকার্য্যং
কৃষ্ণাজ্ঞয়া সরসয়া কুরুতে মুদা যঃ।
তং কানুঠক্কুরমিহ প্রবদন্তি ধীরাঃ
শ্রীলোজ্জ্বলং তমধুনা বিরতং ভজামি।

† পুরুষোত্তমসুত শিশু কৃষ্ণদাস গোস্বামী।
উজ্জ্বল-স্বরূপ অনুভাবে জানি আমি।
দ্বাদশদিনের যবে মোর প্রভু লয়ে গেলা ;
যত্ন করি পুত্রভাবে পালন করিলা।
কৈশোর বয়স যখন তখন বৃন্দাবনে ;
মহা অনুভাব তাঁর দেখিছি নয়নে।
সংকীর্ত্তনে অদ্বিতীয় মদনগোপাল ;
মণিহার গলে শোভে দোলে বনমাল।
মুরলীর রবে সবার হরিলেন চিত ;
ব্রজবাসী বলে, "কানাই হইল প্রতীত"।
শ্রীজীবগোস্বামী আদি ব্রজবাসিগণ ;
দেখিয়া তাঁহার রূপ করিলা স্তবন।
সেই হ'তে হ'ল নাম "শ্রীকানু ঠাকুর" ;
কি আর কহিব তাঁর মহিমা প্রচুর। (চৈতন্যচন্দ্রোদয়)

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

পর ঠাকুর কানাই দার-পরিগ্রহ করিয়া জিলা যশোরের অন্তর্গত বোধখানাগ্রামে বাস করেন। তথায় পুত্রপৌত্রাদিক্রমে তাঁহার যে বংশবিস্তার হয় তাহা, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব-কাল হইতেই আচার্য্য পদবী প্রাপ্ত হইয়া, ঠাকুর কানাই-সন্তান গোস্বামী-নামে আখ্যাত হইয়া আসিতেছে। *

মহারাষ্ট্রীয়দিগের অত্যাচারকালে (যাহাকে সাধারণে বর্গীয় হাঙ্গামা বলে) উক্ত ঠাকুর-কানাই-বংশজাত গোস্বামিগণের মধ্যে কেহ কেহ নদিয়ার অন্তর্গত ভাজনঘাট গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। ভাজনঘাট অধুনাতন ইষ্ট-বেঙ্গল ষ্টেট্ রেলওয়ে ষ্টেশন মাজদীয়ার তিন মাইল পূর্ব্বাংশে, ইচ্ছামতী নদীতীরে অবস্থিত; অনেক ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যবংশীয় শিক্ষিত লোকের বসতি-স্থল। পূর্ব্বে এখানে কয়েকটি চতুষ্পাঠী এবং তথায় সংস্কৃত ভাষার ও শাস্ত্রের চর্চ্চা ছিল। যাহা হউক, সার্দ্ধশতাধিক-বর্ষ পূর্ব্বে ঠাকুর-কানাই-বংশীয় যে কয়জন গোস্বামী এখানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, এখন দেখা যায় যে, বোধখানাস্থ গোস্বামিদিগের অপেক্ষা ক্রমে তাঁহাদিগের বংশের অধিকতর বিস্তার হইয়াছে। এই ভাজনঘাটস্থ গোস্বামিকুলে মুরলীধর নামক এক জন মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। ইনি দর্শন ও পুরাণাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সুকবি, সংগীতজ্ঞ সাধুচরিত সাধক বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহার সমকালিক দুই একটি লোকের প্রমুখাৎ ও

---

* শ্রীসদাশিব কবিরাজ শ্রীপুরুষোত্তমদাস ঠাকুর ও শ্রীকানু ঠাকুর এই নিত্যসিদ্ধ শ্রীগৌর-পরিকরত্রয়ের বিস্তারিত আলোচনা, শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদকৃত "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে বিশিষ্ট তারকাত্রয়" নাম ক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

আনুকর্ণিক শুনিয়াছি যে, তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে গোময় গোমূত্রাভিষিক্ত এক খানি বাইশহাত দীর্ঘ-পাকড়ির কাপড় গিলিয়া উদারান্ত্র ধৌত করিতেন! এতদ্ব্যতীত বহুবিধ কষ্টসাধ্য সাধন দ্বারা প্রভু মুরলীধর সিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন।

মুরলীধর গোস্বামীর দুইটি ভার্য্যা ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা-পত্নী গর্ভজাত দুইটি পুত্র সন্তান,—রামকমল ও গোবিন্দকমল, প্রভু মুরলীধরের কনিষ্ঠা পত্নী,—যমুনা দেবী। যমুনা যেমন রূপগত সৌন্দর্য্যে ও প্রকৃতিগত মাধুর্য্যে পতির প্রণয়ভাজন, তেমনি আবার সত্যে, সরলতায় ও সুমিষ্ট-ভাষিতাদি সদ্‌গুণে ভ্রাতৃ-শ্বশুর ব্যতীত, যাবতীয় স্বজন, পরিজন ও প্রতিবাসিগণের প্রীতির আস্পদ হইয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃ-শ্বশুর, মুরলী-ধরাগ্রজ গিরিধর গোস্বামী তৎকালীন দ্বিজসমাজে একজন মাননীয় এবং বৈষয়িক ব্যবহারে বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ ও চতুর ছিলেন। মুরলীধর যদিও আজীবন অগ্রজের অনুগত ও আজ্ঞাকারী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অজ্ঞাতে ও অনভিমতে দ্বিতীয়া পত্নী যমুনাদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। অনুজের এইমাত্র অবাধ্যাচরণে গিরিধর অতিমাত্র মর্ম্মাহত হয়েন। তজ্জন্য নিরপরাধিনী যমুনা, পতিগৃহে আসিয়া অবধি, গৃহপতি ভ্রাতৃ-শ্বশুরের এমনিই বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার নিষ্ঠুর অধ্যক্ষতায় যমুনাকে চিরদিন দুঃসহ দুঃখযন্ত্রণায় দিনপাত করিতে হইয়াছিল; এমন কি শুনিয়াছি যে, স্বচ্ছন্দমত গ্রাসাচ্ছাদনও তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না। মুরলীধর সপত্নীক অগ্রজের নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু গিরিধর প্রভুর পূরা-ঘটিত মর্ম্মাঘাত তাঁহার জীবনান্তে, অবধিরূপে অন্তর্হিত উপশম

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri Delhi

প্রাপ্ত হয় নাই। শুনিতে পাই যে, পরে দুঃখিনী যমুনার অপত্য-গণও জননীর ভাগ্যভোগী হইয়াছিলেন। যে মহাত্মার চরিত-বর্ণনের উপক্রমার্থে এত কথার অবতারণা করিলাম, সেই প্রভু কৃষ্ণকমল গোস্বামী—মুরলীধর গোস্বামীর দ্বিতীয়া পত্নী দুঃখিনী যমুনা দেবীর গর্ভজাত এক মাত্র পুত্র, এবং তৎগর্ভে তাঁহার পুত্রানুজাতা চারিটী কন্যা সন্তান।

দেব কৃষ্ণকমল ১৭৩৩ শকাব্দীর ৯ই আষাঢ় শুক্লা-দ্বিতীয়া-তিথি, শুভরথযাত্রার দিন শুভক্ষণে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। শারদ-শশধরসম কমনীয় কলেবর কুমার ক্রোড়ে পাইয়া, জননী যমুনাদেবীর অন্তঃকরণে স্বভাবতঃ বাৎসল্যভাবের আবির্ভাব হইল; নন্দনের বদনারবিন্দ সন্দর্শন করত তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ রসের উৎস যেন উথলিয়া উঠিল; তিনি সাংসারিক সকল দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। প্রতিবেশীগণ, যমুনা কোলে কমলোপম শিশু শোভমান দেখিয়া বালককে আশীর্ব্বাদ করত, প্রসূতিভাগ্যের ভূরি প্রশংসা করিলেন; সকলে মিলিয়া সমস্বরে জয়কার করত হর্ষপ্রকাশ করিয়াছিলেন।

শশীকলার ন্যায় যমুনা-সুতের শরীর-কান্তি, জনক জননী ও স্বজনগণের হৃদয়োল্লাসকর আনন্দ-কিরণ বিস্তারকরত, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যথাকালে শুভদিনে শিশুর নামকরণ-পূর্ব্বক অন্নাশন হইল; যমুনাতনয় কৃষ্ণকমল নামে অভিহিত হইলেন। বস্তুতঃ বলিতে কি, কমলের ন্যায় জন-সাধারণের নয়নানন্দকর, তাঁহার সে বাল-সৌন্দর্য্য—যে একবার দেখিয়াছে, সেই কুমার শিশুকে প্রীতি না করিয়া থাকিতে পারে নাই। যেন কোন এক অক্ষয় মাধুর্য্যরাশির সহিত দেব কৃষ্ণকমলের

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

মুখশশীর কান্তিগত মাধুর্য্য-প্রবহমান ছিল ; যে হেতু সংসারক্ষেত্রে কত মত শোক তাপে, ধর্ম্ম সাধন-পথে কত প্রকার তপঃক্লেশে অথবা বয়সের বার্দ্ধক্যে, সে মাধুর্য্য কোন দিন কিছুমাত্র শুকাইয়া যায় নাই। এমন কি, প্রয়াণকালেও সে মাধুর্য্য তাঁহার সম্মিতাননে মিশিয়া ছিল। সে যাহাই হউক, শৈশবকালে তাঁহার মাতা নিজ তনয়ের কেশ-বিন্যাসপূর্ব্বক ললাটোর্দ্ধে উধো-খোঁপা বাঁধিয়া, খঞ্জনাকৃত নয়নদ্বয়ে অঞ্জন, কটিতটে ধড়া করিয়া বসন, করযুগলে বলয় ও চরণদ্বয়ে নুপূর পরাইয়া দিতেন ; শিশু কৃষ্ণকমল, তাঁহাদের গৃহ-সেবিত দেবাঙ্গিনায় বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃদ্বয় ও অপরাপর প্রতিবাসী বালকের সঙ্গে, বাল-সুলভ মধুরস্বরে অসম্যগ্‌ভাসিত গান করত করতালির সহিত বিবিধ রঙ্গে নৃত্য করিতেন। তাঁহার সেই সুললিত বাল-বিলাস দর্শন করিতে, শুনিয়াছি যে, তাঁহার পরিজনের বা প্রতিবাসীর মধ্যে এমন কেহই ছিল না, যাহার না অভিলাষ হইত। প্রতিবাসী ও গ্রামবাসী সকলেই শিশু কৃষ্ণকমলকে ভালবাসিতেন ; কোন প্রকার ভাল খাদ্য পাইলে, সকলে তাঁহাকে খাওয়াইয়া তৃপ্তি বোধ করিতেন।

ক্রমে শিশু কৃষ্ণকমল পঞ্চমবর্ষে উপনীত হইলে তাঁহার মাতা, তাঁহাকে শুভদিনে হাতে খড়ি দিয়া, গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় লিখিতে দিলেন। গুরু মহাশয়ের যত্নে ও নিজের বুদ্ধি প্রভাবে ও পরিশ্রমে, কৃষ্ণকমল অল্পদিনের মধ্যেই যুক্তাযুক্ত বর্ণমালা, নাম, শতকিয়া, নামতাদি শিখিলেন। তাঁহার পিতা মুরলীধর প্রায় চিরদিনই প্রবাসে থাকিতেন, ইতিমধ্যে বাড়ী আসিলেন এবং তনয়ের বুদ্ধি-প্রভাব ও বিদ্যার্জ্জনে উৎসাহাদি

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

প্রশংসাবাদ গুরু মহাশয় ও প্রতিবাসিগণের মুখে শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। বালকের প্রতি যে অগ্রজের বিরাগ ও অসূয়াভাব তাহাও তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। কয়েক দিবস গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক তিনি জ্যেষ্ঠাত্মজ রামকমল ও কনিষ্ঠসুত কৃষ্ণ-কমলকে নিজের কাছে রাখিয়া শিক্ষাদানের পরামর্শ স্থির করিলেন; তৎপরে শুভদিন দেখিয়া তনয়দ্বয় সমভিব্যাহারে শিষ্যালয় প্রবাসে যাত্রা করিলেন। যমুনাদেবী, তাঁহার দুঃসহ গৃহ যন্ত্রণায় সান্ত্বনা স্থল একমাত্র অঞ্চলের ধন, যাহা ক্ষণকাল চক্ষুর অগোচর হইলে শান্তি পাইতেন না, সেই বালক কৃষ্ণকমলকে পতির সহিত দূর দেশান্তরে পাঠাইতে আপত্তি বা অমত করিলেন না, তাঁহার বালক তাঁহার জনক সমীপে যত্নে থাকিবে, রীতিমত শিক্ষা পাইবে, এবং সেবকমণ্ডলীর মধ্যে অন্নাচ্ছাদনের ক্লেশ পাইবে না, এই বিবেচনা করিয়া মনকে শান্ত করিলেন।

প্রভু মুরলীধর তনয়দ্বয় সমভিব্যাহারে লইয়া ঢাকা প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গ-প্রদেশে নগর ও গ্রাম গ্রামান্তরে প্রবাস করিতে লাগিলেন। এই সকল অঞ্চলেই তাঁহাদের শিষ্য অধিক। কৃষ্ণকমল পিতার নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণপাঠ আরম্ভ করিলেন। শুনিয়াছি যে, তাঁহার পিতা প্রাতঃকালে পুত্রদ্বয়কে পড়াইতেন, স্নানের সময় তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া জলাশয়ে গমন পূর্ব্বক সাঁতার শিখাইতেন, আহারান্তে বিশ্রামের পর অপরাহ্ণ সময়ে তম্বুরাদি যন্ত্র লইয়া সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন, আবার রাত্রিকালে পড়াইতে বসিতেন, কখনও বা নানা প্রকার গল্পচ্ছলে নীতিশিক্ষা দিতেন, এইরূপে পুত্রগণের প্রতি প্রভু মুরলীধরের শিক্ষাদানের পদ্ধতি ছিল। কৃষ্ণকমলের কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃই সুমধুর ছিল।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

তিনি অসাধারণ ধারণাশক্তি প্রভাবে এবং পিতার যত্নে ও শিক্ষাদান কৌশলে, বাল্যকালেই গান বিষয়ে সুর-লয়-তাল-মানাদির সন্ধান পাইয়াছিলেন। ব্যাকরণাদিতেও, যমুনাতনয় প্রাগধীত সংস্কারবৎ অধ্যয়নমাত্রেই ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে লাগিলেন।

ফরিদপুর জিলান্তর্গত রামদিয়া গ্রামে, প্রভু মুরলীধরের, রামকিশোর কুণ্ডু নামক একজন ধনাঢ্য, ভক্তোত্তম শিষ্য ছিলেন। গোস্বামী মহাশয় নানাস্থলে পর্য্যটন করিয়া অনেক সময়ে উক্ত ভবনে সুখে বিশ্রাম করিতেন। এবারেও তিনি, সেইরূপ পুত্রদ্বয় সহিত তথায় আছেন, এমত সময়ে ভক্ত রামকিশোর ও তত্রত্য সম্প্রদায়ী অপর কতিপয় ব্যক্তির সমভিব্যাহারে শ্রীবৃন্দাবন গমনের মন্ত্রণা করিলেন এবং এতৎ সম্বন্ধে সমুদায় পরামর্শ স্থির করিয়া ভৃত্য ও একজন বিশ্বস্ত বন্ধুর সহিত জ্যেষ্ঠসুত রামকমলকে স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন। প্রভু মুরলী-ধর সংসার ব্যাপারে একপ্রকার অনাসক্ত ছিলেন; কিন্তু, জানি কেন, যমুনাসুত কৃষ্ণকমলকে প্রাণের সমান ভাল বাসিতেন। এজন্য তিনি সেই সপ্তমবর্ষীয় বালককে, তাহার জননীর অনভিমতে, সঙ্গে লইয়া অপরাপর যাত্রীগণসহ শুভদিনে নৌকাপথে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

তখন বৃন্দাবনের পথ অতি দুর্গম ছিল; নৌকাপথে যাইতে প্রায় তিন চারি মাস লাগিত। পথের স্থানে স্থানে চোর দস্যুর ভয় ছিল। নৌকাপথে ঝড়তুফানের ভয়, আরও কত প্রকার ভয়ের আশঙ্কা। এরূপ দুর্গম তীর্থে যাইতে হইলে, লোকে প্রায় জীবনে হতাশ হইয়া যাইত। বিদেশী লোক প্রত্যাগমন সংশয়-

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

স্থল মনে করিয়া সচরাচর বিষয়-সম্পত্তির ভাবী ব্যবস্থা-পত্র লিখিয়া তীর্থযাত্রা করিত। সেই ভয়সঙ্কুল সুদূরঞ্চলে যমুনা-দেবীর জীবন-সর্ব্বস্বধন কৃষ্ণকমলকে লইয়া তাঁহার প্রাণপতি মুরলীধর যাত্রা করিয়াছেন. এ বার্ত্তা—তিনি সপত্নীতনয় রাম-কমল বাটিতে আসিলে শুনিলেন। এরূপ ঘটনা কোন দিন কল্পনাতেও যমুনার মনে উদয় হয় নাই ; অকস্মাৎ অশনিপাতের ন্যায় এই অনিপ্সিত সমাচার শ্রুতি—প্রবেশমাত্র তিনি নিতান্ত মর্ম্মাহতা হইয়া মূর্চ্ছিত-প্রায় ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার মনোমধ্যে কত মত অনিষ্টাগমের আশঙ্কা আসিয়া উপস্থিত হইল। আর কি আমার প্রাণের পুতলি কৃষ্ণকমল ঘরে ফিরিয়া আসিবে, সে চন্দ্রমুখ দেখিতে পাইব! আর কি সে বিধুমুখে মধুর স্বরে 'মা' বলিয়া ডাকিবে! আর কি সেই সুহাস-বিলসিত বদন-গলিত অমৃতময় বচনে দুঃখিনী জননীর সন্তপ্ত প্রাণ সন্তৃপ্ত করিবে। আর কি এ কাঙ্গালিনী যমুনার কোলে সে সোনার কমল কৃষ্ণকমল শোভামণি হইবে! আর কি সেই প্রাণমন্ত্র মাণিক বক্ষে লইয়া বক্ষঃস্থল শীতল করিব! আর কি সে শশী-মুখে সঘন চুম্বন করত মনের সকল দুঃখ নিবারণ করিব। বাপ্‌রে ধন আমার কৃষ্ণকমল। ঘু'রে ঘু'রে ঘরে এ'সে মা ব'লে ডাক্‌তিস, এখন কি তোর সে মাকে একবারও মনে পড়ে না! এবম্বিধ বিবিধ বিলাপ সহকারে ভূতলালুণ্ঠিত কলেবর যমুনাদেবী অশ্রু-জলে ধরাতল অভিসিঞ্চন করত রোদন করিতে লাগিলেন। প্রতিবাসিনী পুরন্ধ্রীগণ আসিয়া তাঁহার বিলাপ হেতু দুঃখবার্ত্তা অবগত হইলেন। কেহ কেহ অশ্রুজল বিসর্জ্জনকরত কৃষ্ণকমল মাতার বিলাপে সহযোগিনী হইলেন, কেহ বা তাঁহার নয়নাশ্রু-

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri

অঞ্চলে মুছাইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। যমুনা পুনরায় সরোদন বিলাপচ্ছলে বলিলেন, "হায়! এমন কোন সপ্তমবর্ষীয় শিশু মাতার কোল ছাড়িয়া দূরদেশে প্রবাস করে? আমি বড় দুঃখে আমার একমাত্র দুগ্ধপোষ্য শিশু কৃষ্ণকমলকে পতির সহিত বিদেশে পাঠাইয়াছি; বাছা দেশে আসিবে, সে চাঁদ মুখখানি দেখিব, তাই বলিয়া পথপানে চাহিয়া আছি, হায়! আমার কর্ম্মদোষে সেই সদয় পতি আমার প্রতি এমন নির্দ্দয় আচরণ করিলেন, আমার আশায় নিরাশা দিলেন!"

এইরূপে কিয়ৎকাল ক্রন্দন ও বিলাপ করিয়া, কৃষ্ণকমল মাতা প্রতিবাসিনী ও স্বজনগণের প্রবোধ বচনে সান্ত্বনান্বিতা হইলেন। তখন তিনি প্রবুদ্ধ মনে এই বলিয়া ভরসা স্থাপন করিলেন যে, তাঁহার নর-নারায়ণ স্বামী তাঁহার পুত্রের রক্ষক, অতএব ভয়ের আশঙ্কা কি? তিনি আরও ভাবিলেন, "বস্তুতঃ, যদি তিনি কৃষ্ণকমলকে আমার কাছে রাখিয়া বৃন্দাবন ধামে যাইতেন; তাহা হইলে কি হইত? আমি ত বালকের যত্ন করিতে পারিতাম না; তিনি ইহা জানিয়াই তাঁহার সামগ্রী সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। তবে আমার ভাবনা ও দুঃখ এই যে, হয় ত, কতকাল সে মুখখানি দেখিতে পাইব না; তা হোক, সে দুঃখ আমি সহিয়া থাকিব; আমার জীবনাধিক ধন কৃষ্ণকমল যেন দুঃখ না পায়; যেখানে থাকুক্, যেন সুখে থাকে।" যমুনাদেবী বুঝিলেন যে, প্রভু মুরলীধর যাহা করিয়াছেন তাহা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ জানিয়াই করিয়াছেন; কিন্তু তিনি যে, শোকে মোহে, দেবোপম পতি-চরিতে নিষ্ঠুরতাদির আরোপ করিয়াছেন, সে জন্য মনে মনে ক্ষমা চাহিলেন।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

তৎপরে নিজ তনয়ের কল্যাণ কামনায় কৃষ্ণকমল জননী উদ্দেশে দেবতা চরণে প্রণিপাত পুরঃসর কৃতাঞ্জলি পুটে বিনয় বচনে কত প্রকার প্রার্থনা করিলেন ; কহিলেন, "মাগো ত্রিপথগে ভাগীরথি ! কাঙ্গালিনীর জীবন ধন কৃষ্ণকমল তোমার বিমল জলময় ক্রোড়ে ভাসিতেছে, বিশ্বজননি। নিজজন জানিয়া তাঁহার প্রতি করুণাদৃষ্টি রাখিও—বিপদে রক্ষা করিও। গোকুল কুল-বাহিনি দেবি যমানুজে ! চিরদুঃখিনী যমুনাকে নিজ কিঙ্করী বোধ করিয়া কৃপাবলোকন কর ; আমি আমার মনের সহিত প্রাণের পুতুল কৃষ্ণকমল তোমার কোমল ক্রোড়ে অর্পণ করিতেছি ; সে এখন আমার নয়, তোমার। ভাগ্যবতি ! তুমি তাহাকে আপন সামগ্রী জানিয়া যত্নসহকারে গোকুলেন্দুর নিরাপৎ পাদ সমীপে উপস্থাপন করিও। হে মহাপ্রভো বৃন্দাবন-চন্দ্র ! তুমিই আমাদের কুলদেবতা, তোমাকেই আমরা চির-দিনের বন্ধু বলিয়া জানি। তোমার পবিত্র নাম আমাদের ইহকালের সহায়, তোমার শান্তিধাম পাদপদ্ম আমাদের পর-কালের গতি ; তোমার এ অবোধিনী যমুনা ভজনবিহীনা, স্তুতি মিনতি কিছুই জানে না, তথাপি তোমারই জন, তোমারই দাসী। তোমার সেবা আমাদের জীবনের সাধন, কিন্তু আমি তাহাতে শতাপরাধিনী। হে দয়ানিধে ! অবলা দাসী বলিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। প্রাণের ঠাকুর ! আর কি বলিব ? এই ভিক্ষা চাই যে, যখন তোমার নিত্য কিঙ্কর কুলে জন্মিয়াছে, তখন বালক কৃষ্ণকমল তোমারই কিঙ্কর ; যেন জীবিত থাকিয়া তোমার সেবা করিতে পারে। সর্ব্বত্র তোমার হস্ত, সর্ব্বত্র তোমার চক্ষু, সর্ব্ব ব্যাপিত তোমার পাদ-পদ্ম ;

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

যেখানে সেখানে থাকুক, তোমার বালক ভৃত্যকে তুমি রক্ষা করিও।" যমুনাদেবী, এইরূপে প্রার্থনার পর, পতি ও পুত্রের নিরাপৎ বৃন্দাবনে পৌঁছান সমাচার প্রাপ্তি এবং তাঁহাদিগের নির্ব্বিঘ্ন সিদ্ধকাম গৃহাগমন মানস করিয়া দেবতা সমীপে কত পূজা মানিয়াছিলেন।

এদিকে প্রভু মুরলীধর, পুত্র ও সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে যথা সময়ে শ্রীবৃন্দাবনধামে উপনীত হইলেন। সিঙ্গারবটস্থ একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে সকলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই বাটির নিকটেই শ্রীনিত্যানন্দ বংশীয় গোস্বামী প্রভুদিগের দেবালয় ও বাসভবন। উক্ত গোস্বামিগণ বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব মাত্রের পূজনীয়। শুনিয়াছি যে, সেই গোস্বামিকুলে প্রভু পূর্ণানন্দ নামক একজন তৎকালীয় বিখ্যাতনামা, বেদান্তাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত গোস্বামী মায়াবাদের পক্ষসমর্থনপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্য-দেব প্রবর্ত্তিত কুলাচরিত ভক্তি সাধন পথে অনাস্থা প্রদর্শন করিতেন; কিন্তু প্রভু মুরলীধর গোস্বামী বিচার সিদ্ধান্ত দ্বারা তাঁহাকে বুঝাইয়া ভক্তিপথে প্রত্যাবর্ত্তিত করেন। এজন্য তত্রত্য যে সকল গৌড়মণ্ডলীয় বৈষ্ণব শ্রীনিত্যানন্দকুলোদ্ভব পূজ্যপাদ পূর্ণানন্দ প্রভুর ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতান্তরভাবে মনেমনে ক্ষুণ্ণ থাকিতেন, তাঁহাদিগের নিকট প্রভু মুরলীধর বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইয়া-ছিলেন। গোস্বামিদিগের সহিতও তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ্য হইয়াছিল। ক্রমে সুপণ্ডিত ও সাধু বলিয়া, মুরলীধর প্রভু মথুরামণ্ডলে প্রায় জনসাধারণে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠাপন্ন হইলেন।

মুরলীধর গোস্বামীর ইচ্ছা ও আদেশানুসারে এবং রামদিয়া-বাসী কুণ্ডবংশীয় শিষ্যগণের অর্থব্যয়ে, বৃন্দাবনের লোধাকুঞ্জ

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

সমীপবর্ত্তী স্থানে একটি ভূমিখণ্ড ক্রয় করিয়া, তথায় শ্রীশ্রী৺-ঠাকুর কানাইয়ের নামে কুঞ্জবাটি নির্ম্মিত হইল ; এবং সেই সময়েই সেই বাটিস্থ দেবমন্দিরে "শ্রীশ্রীপ্রাণবল্লভ" নামে কুল-দেবতা রাধাকৃষ্ণ যুগলবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন প্রভু মুরলী-ধর, পুত্র ও শিষ্যগণের সহিত সিঙ্গারবটস্থ ভাড়াটিয়া বাড়ী ছাড়িয়া, আপনাদিগের নূতন কুঞ্জবাটিতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।*

বালক কৃষ্ণকমলদেব বৃন্দাবনে যাইয়া জানি না কি ভাবে তাঁহার মন ডুবিয়াছিল যে যতদিন সেখানে ছিলেন, তাবৎ তিনি জননী বা জন্মভূমির কথা যেন ভুলিয়া গেলেন। তিনি প্রথমতঃ সিঙ্গারবটস্থ গোস্বামী বালকগণের সহিত মিশিয়া তাঁহাদিগের পরিবারবর্গের এমনই প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন যে, অধিকাংশ দিবস সেখানেই পানভোজন করিতেন। তৎপরে সেই যমুনাদেবীর নয়নমণি, ব্রজবাসী বালকবৃন্দের সঙ্গে কখন কালিন্দী কূলে, কখন বা বনস্থলে মহানন্দে খেলা করিয়া বেড়াইতেন। তখন তিনি তাহাদের মত কাপড় পরিতেন, মস্তকে টুপি দিতেন

---

* পরমভক্তিমান শিষ্যগণ কর্ত্তৃক শ্রীগুরুদেবকে সমর্পিত এই কুঞ্জবাটী, 'ব্যাসের ঘেরা' নামক স্থানে "শ্রীশ্রীঠাকুর কানাইকুঞ্জ" নামে প্রসিদ্ধ ও সন্নিকটবর্ত্তী প্রাচীন অধিবাসী মাত্রের নিকট পরিচিত থাকিলেও বর্ত্তমানে উহাদের উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে কেহ কেহ এই কুঞ্জে গুরুবংশীয়গণের "প্রবেশ নিষেধ" করিয়া প্রমাণ লোপের উদ্দেশ্যে কুঞ্জের ও কুঞ্জস্থ সমাধিমঞ্চে লিখিত নামযুক্ত প্রস্তর ফলক অপসারণ করিয়া এই কুঞ্জ হস্তান্তরিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এই রূপ জানা যায়। এই কুঞ্জের বর্ত্তমান জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থার মধ্যে ভগ্ন মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাপ্রাণবল্লভ বিগ্রহ সেবাহীন প্রায় হইয়া অবস্থান করিতেছেন।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

বা পাকড়ি বাঁধিতেন, চালচলন প্রায় ব্রজবাসীর মত হইয়াছিল। কৃষ্ণকমল প্রতিবেশবাসী ব্রজবাসীলোকেরও প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন ; অনেক সময় তাহাদিগের ঘরে, বালকগণের সমভিব্যাহারে আহার করিতেন ; তাহারাও তাঁহাকে খাওয়াইয়া সন্তোষ লাভ করিত।

কৃষ্ণকমলদেব তাঁহাদিগের নূতন কুঞ্জবাটিতে আসিয়া যে ঘরে পিতার সহিত শয়ন করিতেন ; সে ঘর সেবাকুঞ্জের এত সন্নিকটে যে, তথাকার কথাবার্ত্তা ঘরে বসিয়া সুস্পষ্ট শুনা যায়। তিনি জনপ্রবাদে শুনিয়াছিলেন যে, নিকুঞ্জবিহারী প্রতিরজনীতে শ্রীরাধিকাদি ব্রজগোপরমণীগণের সহিত আসিয়া তথায় বিহার করেন। বালক প্রভুর সরল হৃদয়ে, একথা শুনিবামাত্র অতর্কিত বিশ্বাসে অঙ্কিত হইল, তিনি রাত্রিতে শয্যায় শুইয়া ঐ কথা একমনে ভাবিতেন ; কখন কখন পিতাকে বলিতেন "ঐ শুন বাবা, নূপুরের শব্দ হচ্ছে, কৃষ্ণ বুঝি সেবাকুঞ্জে এসেছেন।" পুত্রের মুখে এ কথা শুনিয়া মুরলীধরের হৃদয়ে আনন্দ ধরিত না, তিনি বলিতেন "হাঁ বাবা, তুমি শুন।"

শিষ্যগণ শিশু কৃষ্ণকমলদেবকে একটি ছোট ঘোটক কিনিয়া দিয়াছিল। কখন কখন তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অশ্বরক্ষক ভৃত্যসহ মথুরায় বেড়াইতে যাইতেন। গুজরাট প্রদেশীয় পারগজী খ্যাত একজন ধনকুবের বণিক্ তৎকালে মথুরায় বাস করিতেন। একদিন অপরাহ্ণ সময়ে কৃষ্ণকমলদেব অশ্বারোহণে যাইতে যাইতে উক্ত পারগজীর মথুরাস্থ সৌধসমীপে উপনীত হইলেন এবং বাটীর অভ্যন্তরে গীতবাদ্য হইতেছিল, তাহার শব্দ শুনিতে পাইলেন। তখন তিনি, বহিঃপ্রদেশে ভৃত্যের নিকটে

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

ঘোটক রাখিয়া ভবনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন ও প্রথম প্রকোষ্ঠে প্রবেশমাত্র দেখিতে পাইলেন যে. কতিপয় পারিষদ সহ পারগজী একটি মণ্ডপে শয্যোপরি তাকিয়া পশ্চাদ্ভাগে রাখিয়া আসীন আছেন, পার্শ্বে একজন গায়ক তানপুরা স্বরে সুর মিশাইয়া ধ্রুপদ গান করিতেছেন এবং তৎপার্শ্বে অপর একব্যক্তি পাখোয়াজে সঙ্গত করিতেছেন। বালক প্রভু, তথায় গমন পূর্ব্বক একটী স্তম্ভে ন্যস্ত-বামাঙ্গ দণ্ডায়মান, গান শুনিতেছিলেন এবং নিঃশব্দ দক্ষিণকরাগ্র দ্বারা স্তম্ভে তাল দিতেছিলেন। গায়কের দৃষ্টি অকস্মাৎ তাঁহার দিকে পতিত হইবামাত্র মন আকৃষ্ট হওয়াতে বাদ্য সঙ্গতে অভিনিবেশ শিথিল হইল, এজন্য গানে লয় ব্যত্যয় হইয়াছিল। কৃষ্ণকমল তাহাতে মুখ বিকৃতি করিলেন। গায়ক গানে ক্ষান্তি দিয়া বালক কৃষ্ণকমলের হস্তধারণ-পূর্ব্বক নিকটে বসাইলেন এবং তাঁহার সঙ্গীত জ্ঞান পারগজীর কাছে নিবেদন করিলেন। পারগজী অত্যাদরে বালককে নিজ পার্শ্বে বসাইয়া নাম ধামাদির পরিচয় জিজ্ঞাসিলেন। কৃষ্ণকমল পরিচয় প্রদান করিলে তিনি যথাবিহিত মর্য্যাদা সহিত তাঁহাকে গান করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রথমতঃ "ভাল জানি না" বলিয়া, বালকপ্রভু লজ্জাবনত মুখে ছিলেন; তৎপরে, অনেক অনুরোধে বাধ্য হইয়া, ধ্রুপদ তালে একটি হিন্দী গান করিলেন; তারপর আর একটি গান গাহিতে বলায় বলিলেন "হিন্দীগান আর জানি না।" পারগজী তাঁহাকে বাঙ্গলা গান গাহিতে বলিলেন। কৃষ্ণকমল একটি বাঙ্গলা গান শুনাইলেন। পারগজীর সভাস্থ সেই গায়ক, সঙ্গীতাচার্য্য চোবেজি বালকের তাল লয়াদি শুদ্ধ সুমধুর স্বরযুক্ত গান শুনিয়া অতীব প্রীতিপ্রকাশ

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

[illegible] হিসেন। ফলতঃ প্রিয়দর্শন, বাঙ্গালী বালকের অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমে এই নিশঙ্ক সপ্রতিভ ভাব এবং সঙ্গীত সম্বন্ধে তাল-লয়াদি জ্ঞান ও মধুর কণ্ঠস্বর সভাস্থ সকলেরই প্রেমাকর্ষক ও প্রশংসাস্পদ হইয়াছিল।

বিপুল ধনেশ্বর পারগজী নিঃসন্তান এবং স্বভাবতঃই বালক-প্রিয় ছিলেন। সেই একদিনের পরিচয়েই তাঁহার মনোমধ্যে বালক কৃষ্ণকমলের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ সঞ্চার হইল। তখন কৃষ্ণকমলকে নিজ ক্রোড়ে বসাইয়া সস্নেহ সম্ভাষণে কহিলেন, [illegible] যদি রোজ না পার দুই একদিন অন্তর এখানে আসিয়া [illegible] দিও; অতঃপর আসিয়া অশঙ্কিত ভাবে [illegible] করিলে, ইহা তোমার নিজবাটী মনে করিও। [illegible] এই [illegible] যত্নসহকারে তোমাকে সঙ্গীত [illegible] আমার প্রণাম সহিত এই বাসনা তোমার পিতৃদেব [illegible] জ্ঞাপন করিও। বোধ করি, ইহাতে [illegible] এই বলিয়া, তিনি কৃষ্ণকমলের দুই [illegible] বালক প্রভু প্রথমতঃ সঙ্কুচিত হইয়া [illegible], কিন্তু পরে পারগজীর [illegible] করিতে হইল। কৃষ্ণকমলের [illegible] সেই স্নেহাবিষ্ট সম্পন্ন বণিক [illegible] আপন সম্পত্তি মনে [illegible], তাহা হইলে [illegible] কৃষ্ণকমলদেব, সেদিন [illegible] করিয়া, তাঁহার [illegible] ও পারগজীর

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

আদিষ্ট ভৃত্যদ্বয়-সমভিব্যাহারে বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

দেব কৃষ্ণকমল তদবধি প্রথমতঃ দুই এক দিন অন্তর, তৎপরে প্রায় প্রতিদিন মথুরায় পারগজী ভবনে যাইতে ও সঙ্গীতাচার্য্য চোবেজীর সমীপে সঙ্গীত শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কেমন এক আশ্চর্য্যবিধ প্রীতিনেত্রে পারগজী কৃষ্ণকমল দেবের সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়াছিলেন, বলিতে কি যেন দর্শনমাত্রে সেই অনপত্য ধনেশের জন্মান্তরীণ সংস্কার রূপে চিত্তোপ্ত বাৎসল্যবীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল ; তদনন্তর ক্রমশঃ বিস্তারিত, পল্লবিত ও কুসুমিত হইয়া তাঁহার অন্তঃকরণে আনন্দ দান করিতে লাগিল। এইরূপে তাঁহার অন্তঃপুরেও পরিচিত হইয়া বালক প্রভু বণিকবরের পরিবারবর্গের প্রেমভাজন হইয়াছিলেন। কৃষ্ণকমলের সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণে অসামান্য ধারণা দেখিয়া সঙ্গীতাচার্য্য আশ্চর্য্যান্বিত ও প্রীত হইয়াছিলেন। ক্রমে কৃষ্ণকমলদেব তথাকার সকলেরই ভালবাসার সামগ্রী হইয়া পড়িলেন।

কিছুদিন এই ভাবে যায়, প্রভু মুরলীধর, তাঁহার বালক ভ্রমণার্থে মথুরায় যান ও আসেন, এইমাত্র জানেন, কিন্তু তাঁহার পারগজী গৃহে গমন, গান শিক্ষা ইত্যাদি ব্যাপার কিছুই জানিতে পারেন নাই। কুঞ্জবাটীস্থ শিষ্য ও সঙ্গিগণও একথা জানিত না। বালক প্রভু, জানি না, কি মনে ভাবিয়া, পিতা বা কাহারও কাছে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। তিনি মথুরায় যাইয়া পারগজী ভবনে প্রবেশ করিলে, তাঁহার সমভিব্যাহারী ভৃত্য বাটীর বহির্ভাগে ঘোটক রক্ষা করিত ; বোধ করি, সে বালক প্রভুর তথায় গৃহপতির সহিত সৌহার্দ্দ্য ও আচার্য্য সন্নিধানে গান শিক্ষা ইত্যাদি বিষয় জানিত না, সেজন্য

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

করিয়াছিলেন। ফলতঃ প্রিয়দর্শন, বাঙ্গালী বালকের অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমে এই নিঃশঙ্ক সপ্রতিভ ভাব এবং সঙ্গীত সম্বন্ধে তাল-লয়াদি জ্ঞান ও মধুর কণ্ঠস্বর সভাস্থ সকলেরই প্রেমাকর্ষক ও প্রশংসাস্পদ হইয়াছিল।

বিপুল ধনেশ্বর পারগজী নিঃসন্তান এবং স্বভাবতঃই বালক-প্রিয় ছিলেন। সেই একদিনের পরিচয়েই তাঁহার মনোমধ্যে বালক কৃষ্ণকমলের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ সঞ্চার হইল। তখন কৃষ্ণকমলকে নিজ ক্রোড়ে বসাইয়া সস্নেহ সম্ভাষণে কহিলেন, বৎস, যদি রোজ না পার দুই একদিন অন্তর এখানে আসিয়া আমাকে দেখা দিও; অতঃপর আসিয়া অশঙ্কিত ভাবে অন্তর্ব্বাটীতে প্রবেশ করিলে, ইহা তোমার নিজবাটী মনে করিও। এখন হইতে এই চোবেজী যত্নসহকারে তোমাকে সঙ্গীত শিখাইবেন। আমার প্রণাম সহিত এই বাসনা তোমার পিতৃদেব গোস্বামী মহারাজকে জ্ঞাপন করিও। বোধ করি, ইহাতে তাঁহার আপত্তি হইবে না।" এই বলিয়া, তিনি কৃষ্ণকমলের দুই করে দুইটি মোহর দিলেন। বালক প্রভু প্রথমতঃ সঙ্কুচিত হইয়া মোহর গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে পারগজীর সৌজন্যানুরোধে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইল। কৃষ্ণকমলের মুদ্রাগ্রহণে কুণ্ঠিতভাব দেখিয়া সেই স্নেহাবিষ্ট সম্পন্ন বণিক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "এ সমুদায় তোমার আপন সম্পত্তি মনে করিও এবং যখন যাহা প্রয়োজন হইবে লইও, তাহা হইলে আমি পরম সুখ অনুভব করিব।" কৃষ্ণকমলদেব, সেদিন পারগজীর এতাদৃশ সৌজন্যে অতীব প্রীতিলাভ করিয়া, তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক অশ্বারোহণে, অশ্বরক্ষক ও পারগজীর

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

আদিষ্ট ভৃত্যদ্বয়-সমভিব্যাহারে বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

দেব কৃষ্ণকমল তদবধি প্রথমতঃ দুই এক দিন অন্তর, তৎপরে প্রায় প্রতিদিন মথুরায় পারগজী ভবনে যাইতে ও সঙ্গীতাচার্য্য চোবেজীর সমীপে সঙ্গীত শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কেমন এক আশ্চর্য্যবিধ প্রীতিনেত্রে পারগজী কৃষ্ণকমল দেবের সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়াছিলেন, বলিতে কি যেন দর্শনমাত্রে সেই অনপত্য ধনেশের জন্মান্তরীণ সংস্কার রূপে চিত্তোপ্ত বাৎসল্যবীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল ; তদনন্তর ক্রমশঃ বিস্তারিত, পল্লবিত ও কুসুমিত হইয়া তাঁহার অন্তঃকরণে আনন্দ দান করিতে লাগিল। এইরূপে তাঁহার অন্তঃপুরেও পরিচিত হইয়া বালক প্রভু বণিকবরের পরিবারবর্গের প্রেমভাজন হইয়াছিলেন। কৃষ্ণকমলের সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণে অসামান্য ধারণা দেখিয়া সঙ্গীতাচার্য্য আশ্চর্য্যান্বিত ও প্রীত হইয়াছিলেন। ক্রমে কৃষ্ণকমলদেব তথাকার সকলেরই ভালবাসার সামগ্রী হইয়া পড়িলেন।

কিছুদিন এই ভাবে যায়, প্রভু মুরলীধর, তাঁহার বালক ভ্রমণার্থে মথুরায় যান ও আসেন, এইমাত্র জানেন, কিন্তু তাঁহার পারগজী গৃহে গমন, গান শিক্ষা ইত্যাদি ব্যাপার কিছুই জানিতে পারেন নাই। কুঞ্জবাটীস্থ শিষ্য ও সঙ্গিগণও একথা জানিত না। বালক প্রভু, জানি না, কি মনে ভাবিয়া, পিতা বা কাহারও কাছে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। তিনি মথুরায় যাইয়া পারগজী ভবনে প্রবেশ করিলে, তাঁহার সমভিব্যাহারী ভৃত্য বাটীর বহির্ভাগে ঘোটক রক্ষা করিত ; বোধ করি, সে বালক প্রভুর তথায় গৃহপতির সহিত সৌহার্দ্দ্য ও আচার্য্য সন্নিধানে গান শিক্ষা ইত্যাদি বিষয় জানিত না, সেজন্য

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

করিয়াছিলেন। ফলতঃ প্রিয়দর্শন, বাঙ্গালী বালকের অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমে এই নিঃশঙ্ক সপ্রতিভ ভাব এবং সঙ্গীত সম্বন্ধে তাল-লয়াদি জ্ঞান ও মধুর কণ্ঠস্বর সভাস্থ সকলেরই প্রেমাকর্ষক ও প্রশংসাস্পদ হইয়াছিল।

বিপুল ধনেশ্বর পারগজী নিঃসন্তান এবং স্বভাবতঃই বালক-প্রিয় ছিলেন। সেই একদিনের পরিচয়েই তাঁহার মনোমধ্যে বালক কৃষ্ণকমলের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ সঞ্চার হইল। তখন কৃষ্ণকমলকে নিজ ক্রোড়ে বসাইয়া সস্নেহ সম্ভাষণে কহিলেন, বৎস, যদি রোজ না পার দুই একদিন অন্তর এখানে আসিয়া আমাকে দেখা দিও; অতঃপর আসিয়া অশঙ্কিত ভাবে অন্তর্ব্বাটীতে প্রবেশ করিলে, ইহা তোমার নিজবাটী মনে করিও। এখন হইতে এই চোবেজী যত্নসহকারে তোমাকে সঙ্গীত শিখাইবেন। আমার প্রণাম সহিত এই বাসনা তোমার পিতৃদেব গোস্বামী মহারাজকে জ্ঞাপন করিও। বোধ করি, ইহাতে তাঁহার আপত্তি হইবে না।" এই বলিয়া, তিনি কৃষ্ণকমলের দুই করে দুইটি মোহর দিলেন। বালক প্রভু প্রথমতঃ সঙ্কুচিত হইয়া মোহর গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে পারগজীর সৌজন্যানুরোধে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইল। কৃষ্ণকমলের মুদ্রাগ্রহণে কুণ্ঠিতভাব দেখিয়া সেই স্নেহাবিষ্ট সম্পন্ন বণিক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "এ সমুদায় তোমার আপন সম্পত্তি মনে করিও এবং যখন যাহা প্রয়োজন হইবে লইও, তাহা হইলে আমি পরম সুখ অনুভব করিব।" কৃষ্ণকমলদেব, সেদিন পারগজীর এতাদৃশ সৌজন্যে অতীব প্রীতিলাভ করিয়া, তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক অশ্বারোহণে, অশ্বরক্ষক ও পারগজীর

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

আদিষ্ট ভৃত্যদ্বয়-সমভিব্যাহারে বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

দেব কৃষ্ণকমল তদবধি প্রথমতঃ দুই এক দিন অন্তর, তৎপরে প্রায় প্রতিদিন মথুরায় পারগজী ভবনে যাইতে ও সঙ্গীতাচার্য্য চোবেজীর সমীপে সঙ্গীত শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কেমন এক আশ্চর্য্যবিধ প্রীতিনেত্রে পারগজী কৃষ্ণকমল দেবের সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়াছিলেন, বলিতে কি যেন দর্শনমাত্রে সেই অনপত্য ধনেশের জন্মান্তরীণ সংস্কার রূপে চিত্তোপ্ত বাৎসল্যবীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল ; তদনন্তর ক্রমশঃ বিস্তারিত, পল্লবিত ও কুসুমিত হইয়া তাঁহার অন্তঃকরণে আনন্দ দান করিতে লাগিল। এইরূপে তাঁহার অন্তঃপুরেও পরিচিত হইয়া বালক প্রভু বণিকবরের পরিবারবর্গের প্রেমভাজন হইয়াছিলেন। কৃষ্ণকমলের সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণে অসামান্য ধারণা দেখিয়া সঙ্গীতাচার্য্য আশ্চর্য্যান্বিত ও প্রীত হইয়াছিলেন। ক্রমে কৃষ্ণকমলদেব তথাকার সকলেরই ভালবাসার সামগ্রী হইয়া পড়িলেন।

কিছুদিন এই ভাবে যায়, প্রভু মুরলীধর, তাঁহার বালক ভ্রমণার্থে মথুরায় যান ও আসেন, এইমাত্র জানেন, কিন্তু তাঁহার পারগজী গৃহে গমন, গান শিক্ষা ইত্যাদি ব্যাপার কিছুই জানিতে পারেন নাই। কুঞ্জবাটীস্থ শিষ্য ও সঙ্গিগণও একথা জানিত না। বালক প্রভু, জানি না, কি মনে ভাবিয়া, পিতা বা কাহারও কাছে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। তিনি মথুরায় যাইয়া পারগজী ভবনে প্রবেশ করিলে, তাঁহার সমভিব্যাহারী ভৃত্য বাটীর বহির্ভাগে ঘোটক রক্ষা করিত ; বোধ করি, সে বালক প্রভুর তথায় গৃহপতির সহিত সৌহার্দ্দ্য ও আচার্য্য সন্নিধানে গান শিক্ষা ইত্যাদি বিষয় জানিত না, সেজন্য

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

সেও কোন কথা কাহাকে বলে নাই। একদা, শারীরিক অসুস্থতাবশতঃই হউক বা অপর কোন কারণেই হউক; কৃষ্ণ-কমল দেব কয়েকদিবস মথুরায় যাইতে পারেন নাই। শুনিয়াছি যে, পারগজী নাকি অতিশয় ব্যাকুল হইয়া দুইটি লোক সহিত সঙ্গীতাচার্য্য চোবেজীকে বৃন্দাবনে মুরলীধর প্রভুর বাসভবনে পাঠাইয়াছিলেন। চোবেজী আসিয়া গোস্বামী মহাশয়ের সমীপে তাঁহার তনয়ের মথুরাগমন, তথায় শ্রীযুক্ত পারগজীর সহিত পরিচয়, বালকের প্রতি তত্রত্য অনেকের বিশেষতঃ পারগজীর যাদৃক প্রীতি আনুপূর্ব্বিক সমুদায় জ্ঞাপন করিলেন এবং তিনি নিজে কৃষ্ণকমলকে যেরূপ সঙ্গীত শিখাইতেছেন তাহাও কহিলেন। প্রভু মুরলীধর ও শিষ্যাদি সঙ্গিগণ অষ্টমবর্ষীয় শিশুর এবম্বিধ নির্ভয়াচরণ শ্রুতমাত্র বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। যাহা হউক, ইহাতে তিনি রুষ্ট হইলেন না, পরন্তু সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পুত্রকে সঙ্গীতশাস্ত্র শিখাইতে তাঁহার পূর্ব্বাবধি চেষ্টা ছিল; তিনি কৃষ্ণকমল এতাবৎ যাহা শিখিয়াছেন, সঙ্গীতা-চার্য্য চোবেজীর নিকট জানিতে ইচ্ছা করিলেন; চোবেজী বলিলেন। পরে গোস্বামিজী নিজ পুত্র-প্রমুখাৎ সঙ্গীত শিক্ষার পরিচয় পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন ও উৎসাহ দান করিলেন। তৎপরে কৃষ্ণকমলের দর্শন জন্য পারগজীর ব্যাকুলতার কথা জানাইয়া, চোবেজী গোস্বামী প্রভুর সম্মতিগ্রহণপূর্ব্বক বালক দেব কৃষ্ণ-কমলকে লইয়া শকটারোহনে মথুরায় গমন করিলেন। বালক প্রভু, পারগজী ও তাঁহার পরিজনদিগকে দর্শন দিয়া সেইদিনই পিতার সমীপে প্রত্যাগত হইলেন।

পারগজী ইতিপূর্ব্বে মুরলীধর প্রভুর গুণখ্যাতি শ্রবণমাত্র

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

করিয়াছিলেন। পরে, শ্রীবৃন্দাবনধাম দর্শনচ্ছলে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন করিয়া সাধুজ্ঞানে যথোচিত সম্মান করিলেন। গোস্বামী প্রভু সেই ধনকুবের পারগজীর বিনয় ও ভক্তি দেখিয়া অত্যন্ত প্রীতি অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার সমীপে বালক কৃষ্ণকমলদেবকে নিজ কোলে বসাইয়া বালকের গুণ কীর্ত্তন-করত পারগজীর মনে আনন্দ ধরে না। তাঁহার সেই সোল্লাসভাব সন্দর্শনে মুরলীধর প্রভু বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার তনয়ের প্রতি অনপত্য মর্ত্ত্যকুবের বণিক্‌বরের চিত্তে বাস্তবিকই বাৎসল্যানুরাগ জন্মিয়াছে।

কৃষ্ণকমল প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে ও রাত্রিতে জনকের নিকট অধ্যয়ন করিতেন ও অপরাহ্নে মথুরায় যাইয়া সঙ্গীত শিখিতেন। তাঁহার মথুরায় যাতায়াতের জন্য পারগজী যানাদির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। দেব কৃষ্ণকমল, কি মথুরায়, কি বৃন্দাবনে, অনেকের নিকটে এত ভালবাসা ও আদর পাইয়া-ছিলেন যে, তাঁহার পিতা সময়ে সময়ে তাঁহাকে বৃন্দাবনের কুঞ্জবাটীতে রাখিয়া ভ্রমণার্থ জয়পুর-হরিদ্বারাদি স্থানান্তরে যাইলে, তিনি নিরুৎকণ্ঠ-মনে তথায় থাকিয়া রীতিমত পাঠ ও যথানিয়মে মথুরায় গিয়া সঙ্গীত শিক্ষা করিতেন।

প্রভু মুরলীধর প্রায় চারি বৎসরকাল বৃন্দাবনে রহিলেন; অতঃপর তিনি সঙ্গিগণসহ স্বদেশে প্রতিগমন করিতে মনস্থ করিলেন। পারগজী, বোধ করি পূর্ব্বে বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, যখন গোস্বামিজী শ্রীবৃন্দাবনধামে আবাস প্রস্তুত করিলেন, তখন এইখানে চিরদিন বাস করিবেন; সুতরাং তাঁহার প্রিয়তম কৃষ্ণকমলের দর্শন-সুখে বিচ্ছেদ আসিবে, একথা একবারও

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

তাঁহার স্নেহাধিকৃত মনে স্থান পায় নাই। মুরলীধর প্রভুর গৃহগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র পারগজীর মনে যুগপৎ বিস্ময় ও শোকের উদয় হইয়াছিল। তিনি সত্বর চোবেজী প্রভৃতি কতিপয় সহচর-সঙ্গে বৃন্দাবনে প্রভু মুরলীধরের সন্নিধানে আসিলেন এবং বালক কৃষ্ণকমলকে রাখিবার জন্য বহুবিধ অনুরোধ করিলেন। শুনিয়াছি যে, সেই পরস্তুতে বৎসল-হৃদয় ধনেশ্বর বণিক্, তাঁহার সকল প্রকার সানুনয়বিনয়ানুরোধ গোস্বামি-কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইলে, কৃষ্ণকমলের মুখ-কমল অবলোকনকরত অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারেন নাই। পরে নিরতিশয় শোকাবেগে মুরলীধর প্রভুকে বলিয়াছিলেন, "গোস্বামি মহারাজ! আর আমি কি বলিব! আপনি আমার জীবন লইয়া চলিলেন।" এই কথা বলিয়া, বিফল-কাম সন্তপ্ত-হৃদয় পারগজী সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে নিজ বাসাভিমুখে প্রতিগমন করিলেন। তদনন্তর মুরলীধর প্রভু, শুভদিন দেখিয়া তনয় ও শিষ্যগণের সহিত স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রভু কৃষ্ণকমলের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে, তাঁহারা দেশে আসিয়া কিছুদিন পরেই জন-পরম্পরায় অবগত হইলেন যে, মর্ত্ত-কুবের পারগজী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, কৃষ্ণকমলদেব মথুরা-বৃন্দাবনে বহুতর নরনারীর প্রাণ কাঁদাইয়া বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়াছিলেন।

প্রভু মুরলীধর পুত্র ও সেবকগণের সহিত যথাক্রমে ভাজন-ঘাটের বাটীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। কৃষ্ণকমল গৃহে প্রবেশ করিয়াই জননীর চরণে প্রণাম করিলেন। জননী যমুনাদেবী ছয় বৎসরের বালক গৃহ হইতে বিদায় দিয়াছিলেন; এখন সেই

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

বালক একাদশ বর্ষীয় ; বৃন্দাবন-বাসে কৃষ্ণকমলের শরীর লাবণ্যে ঝলমল করিতেছিল, ব্রজবাসী বালকের মত বসন-পরিচ্ছদ ; জননী দর্শন-মাত্র নিজ তনয় চিনিতে পারেন নাই। কৃষ্ণকমল 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিলেন ; জননী চিনিতে পারিলেন। আনন্দাশ্রুনীরে তাঁহার নয়নদ্বয় পরিপূর্ণ হইল ; তৎপরে সে আনন্দ-সলিল, গণ্ডস্থল উল্লঙ্ঘন করিয়া যেন হৃদন্তস্তাপ নির্ব্বাণ করিতে প্রবাহ-রূপে বক্ষঃস্থলে পতিত হইল। "বাপ রে ! আমার অন্ধের যষ্টি ! কাঙ্গালিনীর ধন ! দুঃখিনী মা ব'লে কি তোর মনে ছিল ? আয় রে আমার কোল-জুড়ান মাণিক কোলে আয়," এই বলিয়া পুত্রবৎসলা যমুনাদেবী নিজ বালক ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন ; কৃষ্ণকমলের মুখকমল বারম্বার চুম্বন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকমল ক্ষণকাল মাতার ক্রোড়ে বসিয়া অমৃতময় বচনে তাঁহার মন বচনাতীত সুখিত করিলেন। তদনন্তর তিনি জননীর নির্দ্দেশানুসারে বিমাতা ও অন্যান্য গুরুজনদিগকে অবনতশিরে প্রণিপাত করিলেন ; তাঁহারাও সকলে যমুনানন্দনকে যথাবিহিত অভিনন্দন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

মুরলীধর প্রভুর সঙ্গী সেবকগণ কয়েক দিবস গুরু-গৃহে বাস করিয়া তাঁহার নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় ভবনাভিমুখে গমন করিলেন। গোস্বামীপ্রভু এখন কিয়দ্দিবস নিজাবাসে পরিবার মধ্যে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। বালক কৃষ্ণকমলদেব প্রতিবাসী, গ্রামবাসী, সকলের প্রিয় ; অনেক দিনের পর তাঁহাকে দেখিয়া সকলেরই মনে আনন্দোদয় হইয়াছিল। তিনি সম্বন্ধানুযায়ী সুমধুর সম্বোধন

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

এবং সুধাময় সম্ভাষণে সকলকে আপ্যায়িত করিতেন, সকলের ঘরে যাইতেন, বৃন্দাবনের গল্প কহিতেন ও ভক্তিপূর্ণ মধুর গানে সকলের মনে প্রীতি প্রদান করিতেন।

এই সময়ে শুনিয়াছি, একদিন গ্রামের বারোয়ারী জগদ্ধাত্রী দেবী পূজার উপলক্ষে তৎকালীয় কোন বিখ্যাতনামা সানাইদার প্রতিমার সম্মুখে সানাইতে ধ্রুপদ গান করিতেছিল এবং তাহার সমকক্ষ একজন ঢোলী ঢোলে গানের সঙ্গত করিতেছিল; গ্রামস্থ ও অন্যস্থানীয় কতিপয় ভদ্রশ্রেণীস্থ গুণজ্ঞ লোক বসিয়া শুনিতেছিলেন। সঙ্গতকারের বাদ্যে বারম্বার তাল-ব্যত্যয় হওয়াতে, সভাস্থলে অপ্রতিভ ও লজ্জিত হইয়াছিল। বালক কৃষ্ণকমল দেব তথায় একপার্শ্বে বসিয়াছিলেন। তিনি ভূমিতে অঙ্ক-পাত করিয়া, বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে তাল গণনা দ্বারা বুঝিতে পারিলেন যে, সানাইওয়ালার গানেই তালভঙ্গ হইতেছে; সে ব্যক্তি, বস্তুতঃ ঢোলীকে ঠকাইবার অভিপ্রায়ে, গানের সুরে আড় রাখিয়া এই প্রকার করিতেছিল। তখন কৃষ্ণকমল তাঁহার সমীপস্থ একজন মাননীয় আত্মীয়কে সানাইদারের চতুরতা জানাইলেন; পরে তৎকর্ত্তৃক অনুরূদ্ধ হইয়া সভাস্থ শ্রোতৃগণকে বুঝাইয়া দিলেন। সানাইদার নিজের চতুরতা স্বীকার করিল এবং বালক কৃষ্ণকমলকে ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল। ঢোলীও যারপরনাই আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে অজস্র ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিল। এত অল্প বয়সে বালকের সঙ্গীত বিষয়ে এবম্বিধ অভিজ্ঞতা সভাস্থ শ্রোতৃমাত্রের বিস্ময়কর ও আনন্দজনক হইয়াছিল। সেই সময়ে স্বরূপলাল গোস্বামী নামক একজন সভাস্থ সম্ভ্রান্ত লোক, কৃষ্ণকমলের জ্ঞাতি জ্যেষ্ঠতাতজ ভ্রাতা,

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

অতীব প্রীতিসহকারে কৃষ্ণকমলকে ক্রোড়ে লইয়া সাদরে তাঁহার মুখ-চুম্বন করিয়াছিলেন। সকলেই মুক্তকণ্ঠে বালক গোস্বামীকে ধন্যবাদ দিয়া আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

অতপরঃ মুরলীধর প্রভু যথাবিধানে কৃষ্ণকমলের উপনয়ন সংস্কার সম্পাদনপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠাত্মজ রামকমলের সহিত তাঁহাকে লইয়া পূর্ব্ববৎ পূর্ব্বাঞ্চলীয় সেবক বাসে প্রবাস করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণকমলদেবের বয়ঃক্রম যখন অনুমান চতুর্দ্দশ বৎসর, তখন তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। তাঁহার পিতা মুরলীধর প্রভুর প্রয়াণ-বার্ত্তা যাহা শুনিয়াছি, তাহা অতিশয় আশ্চর্য্যজনক। ঢাকানগরীর সীমান্তর্ব্বর্ত্তী মালাকরটোলা নামক স্থানে এক সাহা বংশীয় ভক্ত সেবক ভবনে গোস্বামী প্রভু পুত্রদ্বয় সমভিব্যাহারে অবস্থান করিতেছিলেন। তথায় কৃষ্ণকমলের জ্বর হইল, ক্রমে সেই জ্বর বিকারপ্রাপ্ত হইয়া এমনিই ভয়ানক হইয়া উঠিল যে, চিকিৎসকগণ বালকের জীবনে হতাশ্বাস হইয়াছিলেন। মুরলীধর প্রভু বুঝিলেন যে, এ জ্বর তাঁহার প্রিয়তম নন্দন কৃষ্ণকমলের জীবনান্তক; তখন তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র রামকমল ও উপস্থিত কতিপয় সেবককে ডাকিয়া কহিলেন, "দেখ, আমি নিশ্চিত জানিয়াছি যে, কৃষ্ণকমলের আর কর্ম্মবন্ধন নাই, সে আর ইহলোকে থাকিবে না। কিন্তু ইহ-জগতে আমার একমাত্র চিত্তাসক্তিকর প্রাণাধিক প্রিয়তম কৃষ্ণকমলের কৈশোর শরীর আমার অগ্রে ভৌতিক নেত্রের অগোচর হইবে, আমি জীবিত থাকিয়া তাহা কখনই দেখিতে পারিব না। আমি এখনই আমার নশ্বর শরীর বিসর্জ্জন করিয়া প্রাণসহ

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

সমস্ত পরমায়ু তাহাকে সমর্পণ করিব, সঙ্কল্প করিয়াছি। মনে করিয়াছিলাম যে, ব্রজধামের রজে এই পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিব, কিন্তু ভাগ্যে তাহা ঘটিল না। তোমরা আমার জন্য শোক সম্বরণ কর. আমার দেহ-দহনান্তে ললাটাস্থি রাখিয়া দিও এবং আমার প্রিয়ভক্ত রামকিশোর কুণ্ডুকে এই সমস্ত বিবরণ জানাইয়া যাহাতে তাঁহাদ্বারা উক্ত অস্থি শ্রীধাম বৃন্দাবনে স্থাপিত হয়, তাহা করিও।" এই আদেশ করিয়া, যোগিবর মুরলীধর সকলের কাছে বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক ক্ষণকালের জন্য একটি নির্জ্জন স্থানে উপবেশন করিলেন এবং যোগক্রিয়া দ্বারা দেহ হইতে প্রাণসহ নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তাহার পর আর একটি আশ্চর্য্য ঘটনার কথা শুনিয়াছি। প্রভু মুরলীধরের মৃতদেহদহনান্তে যখন চিতা ধৌত করিয়া সকলে গৃহে ফিরিয়া আসিবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমত সময়ে অকস্মাৎ সেই মহাপুরুষের ললাটাস্থি, দাহশেষ ভস্ম-স্তূপ হইতে ছুটিয়া আসিয়া, তাঁহার জ্যেষ্ঠতনয় রামকমলের বক্ষঃস্থলে লাগিল। ইহাতে প্রথমতঃ তত্রস্থ সকলে ভীত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন। পরক্ষণে গোস্বামীপ্রভুর আদেশের কথা স্মৃতি-পথারূঢ় হইল, তখন তাঁহার সেই অস্থি লইয়া গৃহে আসিলেন। কিছুদিন পরে রামদিয়াবাসী ভক্ত রামকিশোর কুণ্ডু মহাশয় দ্বারা, উক্ত অস্থি শ্রীবৃন্দাবন ধামে নীত ও শ্রীশ্রী৺ঠাকুর কানাইয়ের কুঞ্জবাটীতে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত সমাধিমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই প্রকারে পিতার কলেবর ত্যাগের পর কৃষ্ণকমলদেব, যেন নবজীবন লাভ করিয়া, অত্যল্পকাল মধ্যেই রোগ হইতে

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

মুক্ত হইলেন। এতদিন তাঁহার জীবনী তাঁহার পিতার জীবন চরিতে গ্রথিত ছিল, এখন সে গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ব্যবহার বিচ্ছিন্ন হইল বটে, তবে কৃষ্ণকমল দেবের অন্তর হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। তিনি জনকের সেই স্নেহময় মূর্ত্তি জীবনে বিস্মরণ হইতে পারেন নাই এবং সেই পবিত্র জীবন নিজ জীবনের আদর্শ করিয়াছিলেন।

যদিও রোগমুক্ত, কিন্তু দুর্ব্বল শরীর, তথাপি দেব কৃষ্ণকমল পরে পিতার শ্রাদ্ধাদি অবশ্যকর্ত্তব্য পরিণামকৃত্য করণোদ্দেশ্যে, অগ্রজের সহিত অবিলম্বে ভাজনঘাটে গেলেন। বাটিতে আসিয়া তিনি শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমাপনের পর কয়েক দিন জননী ও শোকাতুর স্বজনবর্গের সান্ত্বনার্থে তাঁহাদের সহিত অবস্থিতি করিলেন। এখানে বলিতে হইল যে, মুরলীধরের পরলোক-প্রাপ্তির পূর্ব্বেই তাঁহার অগ্রজ গিরিধর গোস্বামীর মৃত্যু হইয়াছিল। এখন তাঁহাদিগের সংসার পৃথকভাবে চলিতেছে। পিতার মৃত্যুর পর ইহাতেই প্রভু কৃষ্ণকমলের মনে সংসার চিন্তা আসিয়াছে; চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালক কি করিয়া পরিবারগণের ভরণ-পোষণ করিবেন এই চিন্তায় তাঁহার মন অনুক্ষণ অশান্ত, তথাপি তিনি মাতাকে সান্ত্বনা করেন, "মাতঃ! আপনার চরণাশীর্ব্বাদ ও পিতৃদেবের কৃপা থাকিলে, অনায়াসে সংসার চালাইতে পারিব: আপনার পাদ-পদ্মে ভক্তি আমার বল ও ভরসা-স্থল।" কৃষ্ণকমল প্রভু চিরদিন মাতার আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিলেন, কখন ভ্রমেও তাঁহার আজ্ঞা পাদ মাত্র অতিক্রম করেন নাই। তিনি জননীর নিকটে মন্ত্রদীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং পরম দেবতাজ্ঞানে তাঁহাকে ভক্তি করিতেন। বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃদ্বয়

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

যদিও তাঁহার বয়ঃজ্যেষ্ঠ, কিন্তু তাদৃশ সুবোধ ও সুচতুর ছিলেন না। তিনি বিমাতাকে মাতৃবৎ ভক্তি করিতেন ও ভরসা দিতেন।

অনন্তর দেব কৃষ্ণকমল, অগ্রজ রামকমল প্রভুর সহিত মাতৃদ্বয়ের চরণে প্রণিপাত-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের অনুমতি লইয়া, শিষ্যালয় ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ রামদিয়া গ্রামে পিতার প্রিয়তম ভক্ত সেবক রামকিশোরের ভবনে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রামকিশোর পূর্ব্বেই তাঁহার গুরুদেবের প্রয়াণবার্ত্তা অবগত হইয়াছিলেন এবং শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে গুরুপুত্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাদিগকে দর্শনমাত্রেই ভক্তের হৃদয়স্থ শোক উথলিয়া উঠিল, তিনি বিবিধ বিলাপ করত রোদন করিতে লাগিলেন, তাঁহারাও সেই সঙ্গে পিতৃ-বিয়োগ-শোকে কাঁদিলেন। পরে রামকিশোর শোকসম্বরণ পূর্ব্বক গুরুনন্দনদ্বয়কে, কিছুদিন নিকটে রাখিয়া, বিবিধ-প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিলেন এবং সংসার-সম্বন্ধেও অনেক ভরসার কথা বলিলেন। তিনি কৃষ্ণকমলদেবকে, নিজ গুরুদেবের বিগ্রহান্তর বোধে আন্তরিক ভক্তি করিতেন, আবার অনুজভাবে স্নেহপ্রদর্শনও করিতেন। তদনন্তর প্রভু কৃষ্ণকমল অগ্রজের সমভিব্যাহারে ফরিদপুর ও ঢাকা অঞ্চলের নানা স্থানের শিষ্যালয়ে বেড়াইতে লাগিলেন।

শিষ্যগণ শ্রদ্ধায় ও স্বেচ্ছায় তাহাকে যাহা কিছু অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া, দেব কৃষ্ণকমল স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। কিয়দ্দিবস গৃহে অবস্থান করিয়া, তিনি, ভক্ত রামকিশোরের পরামর্শানুসারে, জননীর অনুমতি লইয়া, অধ্যয়ন-মানসে

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

নবদ্বীপে গমন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি তাঁহার পিতার কাছে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, দুই একখানি সাহিত্য ও অলঙ্কার শিক্ষা করিয়াছিলেন। নবদ্বীপে গিয়া তিন বৎসরকাল অধ্যয়ন করিলেন; কি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, অবগত নহি। পরে, একে সংসারে আর্থিক অপ্রতুলতা, তাহাতে আবার, ভগিনীগণ ক্রমে ক্রমে বিবাহ-যোগ্যা হইতে লাগিল, অতএব ধনার্জ্জনের প্রয়োজন হওয়াতে তাঁহাকে নবদ্বীপ ছাড়িতে হইল। তিনি গৃহে আগমন-পূর্ব্বক জননীর সম্মতিক্রমে শুভদিনে বাটি হইতে বহির্গত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গ প্রদেশে যাত্রা করিলেন, পিতৃশিষ্যগণের নিকট হইতে তাহাদের স্বেচ্ছা-প্রদত্ত কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন এবং জননীকে তৎসমুদায় অর্পণ করিলেন; ইহাতে আর তাদৃশ আর্থিক অসচ্ছলতা রহিল না। পরম-হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ্ শিষ্য রামকিশোর গুরুতনয়াগণের বিবাহ সম্বন্ধে ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এবার কৃষ্ণকমলদেব, কিছুদিন গ্রামে থাকিয়া, সকলের সহিত সমাজোৎসব, নৃত্যগীত সংকীর্ত্তনাদি করত প্রতিবাসী ও বান্ধবগণের চিত্ত-বিনোদন করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, তৎকালে ভাজনঘাটস্থ ভদ্রলোক সমবেত হইয়া সখে "নন্দবিদায়" যাত্রাভিনয় করিয়াছিলেন। প্রভু কৃষ্ণকমল তাহার একজন অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তখনকার কৃষ্ণযাত্রার প্রথানুসারে যাত্রা-ভিনয়ের প্রারম্ভে তিনি ব্যাসদেব সাজিতেন। যখন তিনি, তাঁহার স্বভাবলব্ধ সুমধুর-কণ্ঠে গুরু উদ্দেশে একটি ভক্তিভাব পূরিত গান গাইতে গাইতে আসরে আসিতেন, তখন এমন লোক ছিল না, যে তাঁহার সে গানে মোহিত বা বিগলিতচিত্ত

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

না হইত। সময়ে সময়ে কৃষ্ণকমলদেব প্রাচীন বিজ্ঞগণের সহিত বসিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র চর্চ্চা করিতেন। এখন হইতে তাঁহার মনে শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত গোস্বামিগণ প্রণীত ভক্তিশাস্ত্রের অনুশীলনে বিশেষ কৌতূহল হইয়াছিল; তিনি উপস্থিত মত যে গ্রন্থ পাইতেন, তাহারই আলোচনা করিতেন।

আর এখন ঘরে থাকিলে চলে না, তিনি শিষ্যালয়ে বহির্গত হইলেন। যশোর, ফরিদপুর প্রভৃতি পূর্ব্বপ্রদেশে গ্রাম গ্রামান্তর ভ্রমণ করিয়া রামদিয়ার রামকিশোর ভবনে উপনীত হইলেন। রামকিশোর জাতিতে শূদ্র হইলেও সংস্কৃতভাষায় বেশ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং ভক্তি শাস্ত্রেও তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি যত্ন ও চেষ্টা করিয়া শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে পূর্ব্বাচার্য্য গোস্বামীপাদ-কৃত ভক্তিগ্রন্থ অনেক গুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন; গুরুপুত্রকে তৎসমুদায় অর্পণ করিলেন। প্রভু কৃষ্ণকমল যত দিন সেই ভক্তগৃহে থাকিতেন, অধিকাংশ সময় ভক্তসঙ্গে ভক্তিশাস্ত্রানুশীলনে পরমসুখে যাপন করিতেন; কখন বা দুইজনে বসিয়া নিত্যধাম-বাসী পিতৃদেব ও গুরুদেব মুরলীধরের গুণচরিত কীর্ত্তন করত তাঁহার বিরহজনিত দুঃখ ভার লাঘব করিতেন। ফলতঃ প্রভু কৃষ্ণকমল এই গুরুপদানুরক্ত ভক্তপ্রবর রামকিশোরের সহানু-ভূতিতে নিরতিশয় শান্তি বোধ করিয়াছিলেন। তৎকালীন তাঁহার স্বহস্তলিখিত একটি স্বপ্ন-বিবরণ পাঠ করিয়া এইরূপ অনুভূত হয় যে, তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে এমনই এক দিব্য প্রেম-প্রবাহ, জাহ্নবী-যমুনার ন্যায়, সহযোগে বহমান ছিল, যে প্রবাহের প্রস্রবণ স্বর্গীয় দেব মুরলীধরের শ্রীচরণে, লক্ষ এবং অখণ্ড সচ্চিদানন্দসাগরে। সে স্বপ্নবিবরণ এই:—

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

"নমঃ শ্রীকৃষ্ণায়।

সতরশৈকান্ন শাকে নবমানে বৈশাখে
অসিত পক্ষের ত্রয়োদশী ;
শুক্রবার রাত্রিশেষে পিতা মোর স্বপ্নাবেশে
দর্শন দিলেন হেথা আসি।
এক কন্যা সঙ্গে লয়ে, গৃহ মধ্যে প্রবেশিয়ে,
বসিলেন শিয়রে আমার ;
রামকিশোর সেকালে নমিলে পদ-যুগলে ;
পৃষ্ঠে কর দিলেন তাহার।
তিঁহ দুঃখ নিবেদনে কৈলে যুগল চরণে,
শুনি সব কহেন বচন,
সে চিন্তায় কি ফল আছে দৃষ্টি না করিও পাছে,
গত কার্য্যে কি অনুশোচন ?
যদি কৃষ্ণে থাকে আশ, দৃঢ় করিয়ে বিশ্বাস,
যে কর্ত্তব্য করহ ত্বরায়,
অনুদিন ভাবি দীন, দিনে দিনে যায় দিন,
গেলে দিন কে পায় কোথায় ?
যখন করহ যেই, তাহার প্রমাণ এই,
বলি রেখা দিলেন ভূমিতে,
ইহার যে বিবেচনা, করিও এ তিন জনা
অন্যে যেন না পায় জানিতে।
ধরিয়া তাহার করে, গিয়া গৃহের বাহিরে,
দাঁড়া'লেন তমালের তলে।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

বলেন "তমাল-তল, মনোরম সুশীতল,
হেথায় বসিতে মনে বলে।
পুনরপি ঘরে আসি, বসিলেন হাসি হাসি,
হেন কালে নিদ্রা হ'ল ভঙ্গ ;
দূরে গেল সে কৌতুক, বিরহেতে ফাটে বুক
হা-গৌরাঙ্গ ! কি দেখালে রঙ্গ।
ভূমিতে পড়িল অক্ষ, রেখা হইল প্রত্যক্ষ,
এক পদ-চিহ্ন সন্নিধানে ;
গেলাম তমাল-কাছে, তিন চিহ্ন তথা আছে,
দেখিয়া বিস্ময় হ'ল মনে।
বেখার ধরিয়া সূত্র, হ'ল তিন পোয়া মাত্র,
সেই সূত্র রাখিনু যতনে ;
কিবা অপরাধ হ'ল, সেই সূত্র হারাইল,
কহিলাম স্বপ্ন-বিবরণে।"

এই পদ্যের স্বপ্ন-বিবরণটি পাঠে, প্রভু মুরলীধরের উপদেশের মর্ম্মার্থ সুস্পষ্টরূপে আমার বোধগম্য হইল না। যাহা হউক, বুঝা যায় যে, ইহা কোন প্রকার ধর্ম্ম-সাধনা-ব্যাপারে বর্ম্মকিশোরের প্রতি তাঁহার সাঙ্কেতিক উপদেশ এবং সে সাধনে প্রভু কৃষ্ণকমলেরও যোগ ছিল ! আরও প্রতীত হয় যে, কৃষ্ণকমল বাল্যাবস্থাতেই তাঁহার পিতার সন্নিধানে ধর্ম্মসাধন-সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণকমল দেব শিষ্যালয়ে প্রবাস করিতে করিতে ঢাকা নগরে আসিয়া উপনীত হইলেন। এখানে তাঁহার পিতৃ-শিষ্য ও পরিচিত [illegible] তন্মধ্যে) [illegible] নিবাসী

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri

শাহাবংশীয় মদনমোহন পোদ্দার নামক এক ব্যাক্তির সহিত তাঁহার বাল্যকালে বিশেষ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। মদনমোহন সংস্কৃতজ্ঞ ও ধর্ম্মশাস্ত্রানুরাগী ছিলেন। পূর্ব্বে যখন কৃষ্ণকমল দেব তাঁহার পিতার সঙ্গে ঢাকায় থাকিতেন, তখন তাঁহার এই সাহা-বন্ধু অনেক সময়েই তাঁহাদিগের বাসস্থানে আসিয়া প্রভু মুরলীধরের নিকটে ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন করিতেন। একত্র পাঠাভ্যাসক্রীড়া-বিহারাদিবশতঃ বালক কৃষ্ণকমল ও মদন-মোহনের মধ্যে আন্তরিক সৌহার্দ্দ্যের উদ্ভব হইয়াছিল। এখন অনেক দিনের পর সাক্ষাৎকারে উভয়েই সুখিত হইলেন। মদনমোহনের আগ্রহে ও যত্নে, প্রভু কৃষ্ণকমল কিছুদিন ঢাকায় থাকিয়া তত্রত্য ধর্ম্মানুরাগী ভক্তগণের সঙ্গে ভক্তিশাস্ত্রালাপ করিতে লাগিলেন ; তাহাতে, শাস্ত্রীয় তত্ত্ব-সম্বন্ধে তাঁহার সূত্রানু-সন্ধান ও বুদ্ধি-নিপুণতার পরিচয় পাইয়া, সকলেই প্রীত হইয়াছিলেন।

অতঃপর গ্রামাঞ্চলে প্রবাস করিতেছিলেন, এমত সময়ে কৃষ্ণ-কমল দেব অকস্মাৎ বাতরোগে আক্রান্ত হইলেন, অগত্যা তাঁহাকে স্বদেশাভিমুখে যাহতে হইল। গৃহে আসিয়া তিনি প্রায় তিন চারি মাস শয্যাগত ছিলেন। যমুনাদেবী, তাঁহার চোখের জল মুছিবার একমাত্র চেলখণ্ড পাছে হারাইয়া যায়, এই ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিতা, যথাসর্ব্বস্ব-পরে চিকিৎসা করাইয়া ও জীবন-পণে যত্ন ও শুশ্রূষা করিয়া, রোগের অনেক উপশম করিলেন, কিন্তু নিঃশেষ হইল না। চিকিৎসক উপযুক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন ; কিন্তু তাহা ব্যয়সাধ্য। এদিকে কয়েক মাস পীড়িতাবস্থায় বাটীতে থাকায় অর্থের অনটন হইয়া পড়িয়াছে ;

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

বলেন "তমাল-তল, মনোরম সুশীতল,
হেথায় বসিতে মনে বলে।
পুনরপি ঘরে আসি, বসিলেন হাসি হাসি,
হেন কালে নিদ্রা হ'ল ভঙ্গ ;
দূরে গেল সে কৌতুক, বিরহেতে ফাটে বুক
হা-গৌরাঙ্গ ! কি দেখালে রঙ্গ।
ভূমিতে পড়িল অক্ষ, রেখা হইল প্রত্যক্ষ,
এক পদ-চিহ্ন সন্নিধানে ;
গেলাম তমাল-কাছে, তিন চিহ্ন তথা আছে,
দেখিয়া বিস্ময় হ'ল মনে।
রেখায় ধরিয়া সূত্র, হ'ল তিন পোয়া মাত্র,
সেই সূত্র রাখিনু যতনে ;
কিবা অপরাধ হ'ল, সেই সূত্র হারাইল,
কহিলাম স্বপ্ন-বিবরণে।"

এই পদ্যময় স্বপ্ন-বিবরণটি পাঠে, প্রভু মুরলীধরের উপদেশাংশের মর্ম্মার্থ সুস্পষ্টরূপে আমার বোধগম্য হইল না। যাহা হউক্, বুঝা যায় যে, ইহা কোন প্রকার ধর্ম্ম-সাধনা-ব্যাপারে রামকিশোরের প্রতি তাঁহার সাঙ্কেতিক উপদেশ এবং সে সাধনে প্রভু কৃষ্ণকমলেরও যোগ ছিল ! আরও প্রতীত হয় যে, কৃষ্ণকমল বাল্যাবস্থাতেই তাঁহার পিতার সন্নিধানে ধর্ম্মসাধন-সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণকমল দেব শিষ্যালয়ে প্রবাস করিতে করিতে ঢাকা নগরে আসিয়া উপনীত হইলেন। এখানে তাঁহার পিতৃ-শিষ্য ও পরিচিত অনেক ছিলেন। তন্মধ্যে একরামপুর-নিবাসী

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

শাহাবংশীয় মদনমোহন পোদ্দার নামক এক ব্যাক্তির সহিত তাঁহার বাল্যকালে বিশেষ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। মদনমোহন সংস্কৃতজ্ঞ ও ধর্ম্মশাস্ত্রানুরাগী ছিলেন। পূর্ব্বে যখন কৃষ্ণকমল দেব তাঁহার পিতার সঙ্গে ঢাকায় থাকিতেন, তখন তাঁহার এই সাহা-বন্ধু অনেক সময়েই তাঁহাদিগের বাসস্থানে আসিয়া প্রভু মুরলীধরের নিকটে ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন করিতেন। একত্র পাঠাভ্যাসক্রীড়া-বিহারাদিবশতঃ বালক কৃষ্ণকমল ও মদন-মোহনের মধ্যে আন্তরিক সৌহার্দ্দ্যের উদ্ভব হইয়াছিল। এখন অনেক দিনের পর সাক্ষাৎকারে উভয়েই সুখিত হইলেন। মদনমোহনের আগ্রহে ও যত্নে, প্রভু কৃষ্ণকমল কিছুদিন ঢাকায় থাকিয়া তত্রত্য ধর্ম্মানুরাগী ভক্তগণের সঙ্গে ভক্তিশাস্ত্রালাপ করিতে লাগিলেন ; তাহাতে, শাস্ত্রীয় তত্ত্ব-সম্বন্ধে তাঁহার সূত্রানু-সন্ধান ও বুদ্ধি-নিপুণতার পরিচয় পাইয়া, সকলেই প্রীত হইয়াছিলেন।

অতঃপর গ্রামাঞ্চলে প্রবাস করিতেছিলেন, এমত সময়ে কৃষ্ণ-কমল দেব অকস্মাৎ বাতরোগে আক্রান্ত হইলেন, অগত্যা তাঁহাকে স্বদেশাভিমুখে যাহতে হইল। গৃহে আসিয়া তিনি প্রায় তিন চারি মাস শয্যাগত ছিলেন। যমুনাদেবী, তাঁহার চোখের জল মুছিবার একমাত্র চেলখণ্ড পাছে হারাইয়া যায়, এই ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিতা, যথাসর্ব্বস্ব-পরে চিকিৎসা করাইয়া ও জীবন-পণে যত্ন ও শুশ্রূষা করিয়া, রোগের অনেক উপশম করিলেন, কিন্তু নিঃশেষ হইল না। চিকিৎসক উপযুক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন ; কিন্তু তাহা ব্যয়সাধ্য। এদিকে কয়েক মাস পীড়িতাবস্থায় বাটীতে থাকায় অর্থের অনটন হইয়া পড়িয়াছে ;

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

সুতরাং পরম সুহৃদ্ রামকিশোরকে লিপিদ্বারা সকল সংবাদ অবগত করিতে হইল।

ভক্ত রামকিশোর, প্রিয়তম গুরুতনয়ের অস্বাস্থ্য-বার্ত্তা শ্রবণমাত্র অচিরাৎ ভাজনঘাটে আসিলেন ও জননী যমুনাদেবী এবং বন্ধুগণের সম্মতি-মতে, কৃষ্ণকমলকে নিজ ভবনে লইয়া গেলেন। যমুনাদেবী ভাগ্য ও ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া, কঙ্কালসার কলেবর পুত্র কৃষ্ণকমলকে পাঠাইয়া দিলেন। রামদিয়ায় যাইয়া, যথোপযুক্ত ঔষধ সেবনে ও ভক্তপরিবারের সুশ্রূষাগুণে, প্রভু কৃষ্ণকমল অল্প দিনের মধ্যেই রোগমুক্ত ও সুস্থকায় হইলেন ; তথাপি রামকিশোরের ইচ্ছায় ও আগ্রহানু-রোধে কিছুদিন তাঁহার আবাসে অবস্থান করিয়া, তাঁহার সঙ্গে ভক্তিশাস্ত্রানুশীলনে আনন্দ-ভোগ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ঢাকাবাসী মদনমোহন পোদ্দার, প্রভু কৃষ্ণকমলের সমাচার পাইয়া, তাঁহাকে রামদিয়া হইতে ঢাকায় লইয়া যান। ভক্ত রামকিশোরও, ঢাকাস্থ ভক্তগণের সঙ্গ-মানসে ও উক্ত পোদ্দারের আগ্রহে, তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে গিয়াছিলেন। গোস্বামীপ্রভু, ঢাকায় যাইয়া উক্ত সাহা-বন্ধুর ভবনে, এইবার প্রথমে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে ব্রতী হয়েন। অনেকানেক পণ্ডিত ও ধর্ম্মানুরাগী লোক নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় ভাগবত-কথা শ্রবণ করিতেন। কৃষ্ণকমলদেব ভক্তি-ভাব অবলম্বন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যাকরত প্রেমরসে আপনি গলিয়া যাইতেন এবং শ্রোতৃগণের হৃদয় আর্দ্র করিতেন। এখন হইতে তিনি, বিদ্যা ও গুণের সহিত. ঢাকাঞ্চলে পণ্ডিতমণ্ডলী ও ভক্তসমাজে পরিচিত হইতে লাগিলেন। ঢাকানগরী তাঁহার উপনিবাস-স্থান

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

হইল ; তিনি শ্রীভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র ব্যাখ্যানে নিযুক্ত থাকিয়া জীবনের অধিকাংশ কাল তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন।

মদনমোহন-গৃহের নির্দ্দিষ্ট পাঠসমাপনান্তে প্রভু কৃষ্ণকমল তাঁহার মাতাকে দর্শন দিবার মানসে জন্মভূমি ভাজনঘাটে গেলেন। পীড়িত কঙ্কাল-সার শরীর পুত্রকে বিদায় দিয়া, জননী যমুনাদেবীর চিত্তপটে তাঁহার কৃষ্ণকমলের সেই মূর্ত্তিই ভাসিতেছিল, এখন তাঁহাকে সুস্থাবস্থ পুষ্টকায় সন্দর্শন করিয়া, তিনি যারপরনাই আনন্দ লাভ করিলেন। কৃষ্ণকমল দেব জননীর বাঞ্ছানুসারে কয়েক দিন গৃহে থাকিয়া, পুনরায় শিষ্যালয়ে প্রবাস করিতে বহির্গত হইয়া এবং পূর্ব্বের মত পথে রামদিয়ায় রামকিশোর-গৃহে কতিপয় দিবস অবস্থানানন্তর যথাসময়ে ঢাকানগরীতে উপস্থিত হইলেন।

কৃষ্ণকমল-পিতা মুরলীধর গোস্বামী, ঢাকানগরে এক্‌রামপুরের সন্নিহিত লক্ষ্মীবাজারে, একটি দেবালয় করিয়া তথায় শ্রীশ্রী৺গোপীনাথ নামে দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এবার কৃষ্ণকমলপ্রভু ঢাকায় আসিয়া সেই দেবালয়ে অবস্থান করিলেন এবং ভগবদ্ভক্ত ও বিদ্বৎগণের সমভিব্যাহারে হরিকথালাপে শাস্ত্রালোচনায় সুখে সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন। তত্রত্য প্রসিদ্ধ ধনী স্বরূপ বাবুর স্ত্রীর মাতাকে কৃষ্ণকমলদেব বাল্যকালে ধর্ম্মমাতা সম্বোধন করিয়াছিলেন, তন্নিবন্ধন উক্ত ধনাঢ্যগৃহিণী শৈশবাবধি তাঁহাকে ভ্রাতৃভাবে ভাল বাসিতেন এবং ভজনবিধির শিক্ষাদান হেতু আচার্য্য-বোধে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। স্বরূপ বাবু একজন স্বভাব-সিদ্ধ সাধু-হৃদয়, দয়াবান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ লোক ছিলেন, এমন কি, প্রাতঃস্মরণীয় বলিলে বলা

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri

যায়। তাঁহার পত্নীও তদনুরূপা। প্রভু কৃষ্ণকমলের প্রতি ইঁহাদের উভয়েরই সমান শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল। ইঁহারা গোস্বামী-প্রভুর ঢাকায় অবস্থান-সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ অনেক আনুকূল্য করিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে কৃষ্ণকমলমাতা, হুগলি জিলার অন্তঃপাতী বাঁকিপুরনিবাসী হরনাথ রায় নামক কুলোত্তম সম্ভ্রান্ত লোকের স্বর্ণময়ী নাম্নী নবম বর্ষীয়া সুরূপা ও সুলক্ষণা কন্যার সহিত, নিজ তনয়ের শুভোদ্বাহসম্বন্ধ স্থির করেন। ভক্ত রামকিশোর কুণ্ডু গুরুপুত্রের বিবাহ-সম্বন্ধে যাবতীয় ব্যয়ভার ইচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। যমুনাদেবী, শুভবিবাহের দিন স্থিরীকৃত করিয়া পত্রদ্বারা পুত্রকে বাটী আসিতে আদেশ করিলেন। তিনি বাটীতে যাইয়া পঞ্চবিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে উক্ত বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দেবী অতিশয় শিষ্টা ও সুশীলা; তাঁহাকে সাক্ষাৎ দয়ার প্রতিমা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বিবাহের পর, কয়েক দিনের জন্য, কলিকাতা বড়বাজারে ঢাকাবাসী ব্যবসায়ীদিগের যত্নে, ভাগবত-পাঠ আরম্ভ করিলেন। পাঠকালে বহুতর ভক্ত ও পণ্ডিত লোক প্রতিদিন উপস্থিত থাকিতেন। তাঁহার ভক্তিরসপূর্ণ ভাগবত-ব্যাখ্যা সকলেরই সুখজনক হইয়াছিল। এইরূপে টালিগঞ্জে রামদিয়াবাসী কুণ্ডুদিগের আড়ত বাটীতেও পাঠ হইয়াছিল। সেখান হইতে, খিদিরপুরনিবাসী নীলরতন সরকার নামক একজন ভক্ত কায়স্থ কৃষ্ণকমলদেবকে নিজভবনে লইয়া গিয়া ভক্তি সহকারে সপ্তাহ-কাল রাখেন। সেখানেও গোস্বামী মহাশয়, শাস্ত্র-ব্যাখ্যা ও হরিকীর্ত্তন দ্বারা, তত্রত্য ভক্তমণ্ডলীকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

তিনি, হরিপাদনিষ্ঠ নীলরতনের সরলতা, বিনয়, দীনতাদি দৈবী-প্রকৃতি দর্শন করিয়া, অতীব প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশেষ প্রীতির বিষয় সরকার মহাশয়ের পারিবারিক শান্তি; তিনি বুঝিলেন যে, প্রকৃতির বিভিন্নতাও অশান্তিজনক হয় না, যদি লক্ষ্য একমাত্র হরিপাদপদ্মে রক্ষিত হয়। ভক্ত পরিবারের সকলের নিষ্কপট ভালবাসায় তিনি, সেই সপ্তাহকালের মধ্যেই যেন তাহাদের কতকালের পরিচিত আপনার লোক হইলেন।

অতঃপর ভাজনঘাটে আসিয়া, কয়েক দিন অবস্থানান্তর, কৃষ্ণকমলদেব পূর্ব্ববঙ্গ-প্রদেশে যাত্রা করিলেন। পথে শিষ্য গৃহে পর্য্যটন ও ভক্ত রামকিশোরগৃহে বিশ্রাম করত তাঁহার ভক্তিপূর্ণ সেবাভিলাস চরিতার্থ করিয়া, তিনি ঢাকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কবিবর কৃষ্ণকমল প্রভুর যে কবিত্ব-কীর্ত্তি-লতিকার যশঃপ্রসূন আজ চারিদিক্ সৌরভান্বিত করিয়াছে, সে লতিকা এই সময়ে প্রথম আরোপিত হইয়াছিল। তৎকালে এক্‌রামপুর-বাসিদিগের দ্বারা "নন্দহরণ" অভিধানে একটি যাত্রাভিনয় অভিনীত হয়। শ্রীনন্দ মহারাজ স্নানকালে জলদেবতা বরুণ-কর্ত্তৃক হৃত হইলে জনকান্বেষণ নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের কালিন্দী জলে প্রবেশ তন্নিবন্ধন গোপ-গোপী-গোপালকদিগের বিলাপ এবং কৃষ্ণকর্ত্তৃক নন্দমহারাজের উদ্ধার, এই পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া উক্ত যাত্রাগানের প্রণয়ন হয়। তাহাতে কৃষ্ণকমলদেব যে সকল গান রচনা করিয়া দিয়াছিলেন, সে গান-গুলি এমনই মধুর ও করুণরসাত্মক হইয়াছিল যে, যাত্রাগান-কালে বালক-শ্রোতৃগণেরও চিত্ত বিগলিত ও বিমোহিত হইত। কেহ বলিয়াছিলেন, "কৃষ্ণকমল গোস্বামীর এ গানগুলিকে এক-

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

প্রকার সম্মোহন মন্ত্র বলিতে পারা যায়।" দুঃখের বিষয় যে, সে গানগুলি অনুসন্ধান করিয়া কোনখানে পাইলাম না।

ইহার পর গোস্বামীপ্রভু ব্রজলীলা ও নবদ্বীপলীলা অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি নগরকীর্ত্তন গান রচনা করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত গানে, তিনি যে কেবল কবিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন এমত নহে, পরন্তু সঙ্গীতবিষয়ে নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন। স্বপ্নবিলাসাদি যাত্রাভিনয় গীতিকাব্যে কবিবর কৃষ্ণকমল গোস্বামী যেরূপ রচনা-চাতুর্য্য ও রস-মাধুর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার রচিত কীর্ত্তন গানগুলিতে কোন অংশে তদ্বিষয়ে ন্যূনতা বোধ হয় না। অথবা কাব্যদ্বয়ে রস-সমন্বয় দেখিলে প্রতীত হয় যে, যাত্রাগান তাঁহার পুরাকৃত কীর্ত্তনগানের পাক-প্রকারান্তর। কীর্ত্তনগানগুলি দুই একদিন মাত্র নগরপথে গীত হইত। বোধ করি, তৎকালীন প্রধানতঃ ব্যবসায়জীবীর বসতি-স্থান ঢাকা-নগরে, যদিও ভক্তশ্রেণীর লোক অনেক ছিলেন, যাঁহারা সেই সকল ভগবল্লীলাত্মক গান শুনিয়া ভক্তিভাবে বিগলিত হইতেন, কিন্তু শ্রোতৃমধ্যে কাব্যরস-বিজ্ঞ শিক্ষিত লোকের অভাববশতঃ গীত নিহিত কবিত্ব কলাপ অরণ্যে বিক্ষিপ্ত অনবহিত ভাবেই থাকিত, সুতরাং জনসমাজে প্রচারিত হইতে পারে নাই।

অনভিনিবেশবশতঃ হউক্, বা অননুশীলন-নির্বন্ধনই হউক্, শ্রীচৈতন্য দেবানুগও এবং তদাদিষ্ট গোস্বামী-পাদ প্রদর্শিত রাগানুগা-ভক্তি সাধনপন্থা, তদানীন্তন দেশীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের, সুতরাং বৈষ্ণব-সাধারণের মধ্যে অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রভু কৃষ্ণকমল সেই পন্থা পুনঃপ্রচলিত করিয়াছিলেন। লব্ধ-বিদ্বৎখ্যাতি দুই একজন গোস্বামী, নিজ মর্য্যাদা লাঘবাশঙ্কায়,

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

সে পথ স্বীকার করেন নাই, প্রত্যুত বিদ্বেষ প্রদর্শনপূর্ব্বক-উপহাস করিয়াছিলেন। বোধ করি, এই সময়েই হইবে, কৃষ্ণকমলদেব সাধারণ সাধকের সুবিধার জন্য রাগানুগবর্ত্মানুমত প্রাচীন স্মরণমঙ্গলানুসারে "সংক্ষিপ্তাষ্টকালানুচিন্তা" নামে বাঙ্গালাপদ্যে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করেন।

প্রভু কৃষ্ণকমল ঢাকায় ছিলেন, এমত সময়ে শুনিলেন যে, তাঁহার অন্তরঙ্গ সুহৃদভক্ত রামকিশোর কুণ্ডু, শ্রীনবদ্বীপধামে যাইয়া, পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই বার্ত্তা শুনিবামাত্র তিনি, সাতিশয় ক্ষিণ্ণ হৃদয়ে, রামদিয়ায় উক্ত মৃত ভক্তের ভবনে যাত্রা করিলেন। সেখানে গিয়া, তিনি, শোকসন্তপ্ত ভক্ত পরিজনের সান্ত্বনার্থে, প্রায় বৎসরকাল তথায় অবস্থিতি করিলেন। সেই সময়ে তিনি বিবিধ বৈষ্ণবগ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া, সপার্ষদ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভোগমালা রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে গোস্বামীমতে পার্ষদগণের নিত্যসিদ্ধ সম্বন্ধানুসারে, আসন ব্যবস্থা অতি সুন্দর চিত্রাঙ্কণে প্রদর্শিত হইয়াছিল। সেই ভোগমালা তৎকালীয় বৃন্দাবনবাসী আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে, প্রভু কৃষ্ণকমল দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, রামদিয়ার কুণ্ডু বাবুরা, পরলোকগত চৈতন্যৈকশরণ রামকিশোরের স্মরণার্থে, এই নব্য ব্যবস্থানুসারে পূর্ণভোগ নামে একটি সুবৃহৎ মহোৎসব আরম্ভ করিয়াছিলেন। বোধখানা ভাজনঘাটবাসী গুরুকুল গোস্বামিগণ, শ্রীনিত্যানন্দ বংশীয় ও অদ্বৈতবংশজ কতিপয় গোস্বামীপাদ এবং অনেকানেক অধ্যাপক ব্রাহ্মণ এই মহোৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণকমলপ্রভুর আদেশক্রমে তাঁহার নবদ্বীপে পাঠকালীন

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

সহাধ্যায়ী বিখ্যাতনামা বৈদ্যবংশীয় অধ্যাপক গঙ্গাধর কবিরাজ, শুনিয়াছি যে নিমন্ত্রিত হইয়া মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ উৎসবদিনের পক্ষকাল, কেহবা ততোধিক-কাল পূর্ব্বাবধি কুণ্ডুভবনে আসিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। দেব কৃষ্ণকমল, সেই সকল পণ্ডিত জনের সহবাসে শাস্ত্রচর্চ্চায়, পরম সুখ অনুভব করিলেন। মহাসমারোহে ও সুশৃঙ্খলায় মহোৎসব ব্যাপার নির্ব্বাহ হইয়াছিল। এইরূপ জনপ্রবাদ যে, অনূন্য ছয়শত মণ তণ্ডুলের অন্ন ও তদুপযোগী উপকরণাদি এই মহোৎসবে প্রস্তুত হইয়াছিল। যাহা হউক, উক্ত ঘটনায় অগণ্য লোক তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়াছিল।

ইহার পর প্রভু কৃষ্ণকমল রামদিয়ার নিকটে সোদপুরগ্রামে প্রবাস করিতেছিলেন, এমত সময়ে বাড়ী হইতে পত্র পাইলেন যে, তাঁহার মাতা পীড়িত হইয়া গঙ্গাবাস করিতেছে। পত্রে মাতার পীড়িতাবস্থা, কিন্তু প্রাণে তাঁহার অন্তিমাবস্থা অবগত হইয়া, তিনি স্বদেশগমনে আর ক্ষণবিলম্ব করিলেন না। গৃহে উপস্থিতি মাত্র তিনি শুনিলেন যে, তাঁহার জননী জাহ্নবীতীরে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন; শুনিবামাত্র শোকপ্রকাশপূর্ব্বক রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন, তৎপরে যথাবিধানে পরে মাতার সাম্পদায়িক কার্য্য সমাধান করিয়া কিছুদিন গৃহে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

তদানীন্তর নদীয়া শিক্ষাবিভাগে ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর পণ্ডিত তারাশঙ্কর তর্কালঙ্কার, ভাজনঘাট গ্রামে আদর্শ-বিদ্যালয় স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে আসিয়া. প্রথমতঃ প্রভু কৃষ্ণকমল গোস্বামীর আলয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কয়েক দিন পরস্পর আলাপে

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

পরিচয়ের গাঢ়তা ক্রমে, তাঁহাদিগের উভয়ের মধ্যে কতকটা সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল। তর্কালঙ্কার মহাশয় গোস্বামী প্রভুকে একদা কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের একটি অধ্যাপকতাপদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃষ্ণকমলদেব তাহাতে স্বীকৃত হয়েন নাই। জীবিকার জন্য অধীনতা স্বীকার, তিনি জীবনের ধিক্কার মনে করিতেন। শুনিয়াছি, আরও কোন সময়ে ত্রিপুরাধিরাজ মহারাজ বীরচন্দ্র বাহাদুর তাঁহাকে দুইশত টাকা মাসিক বেতন অঙ্গিকার করিয়া হিন্দুহিতৈষিণী নাম্নী ধর্ম্মসভার আচার্য্য পদে নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন, প্রভু কৃষ্ণকমল তাহাতে মর্য্যাদার অবমাননা রোধ করিয়া মহারাজের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

ঢাকার স্বরূপবাবু তাঁহার কলিকাতার কুঠিতে ছিলেন; তাঁহার দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া, কৃষ্ণকমলদেব মাসাধিককাল তথায় গিয়া রহিলেন। বহুদিনান্তে তাঁহার কলিকাতাগমনে পূর্ব্ব পরিচিত ভক্তগণ আনন্দিত হইলেন; সকলেই তাঁহার পবিত্র সঙ্গসুখা-মোদে পুনরায় সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন। ভক্ত বৈষ্ণবগণ প্রতিদিন দিবাভাগে নিয়মিতরূপে তাঁহার স্থানে আসিয়া সৎকথালাপ এবং রাত্রিতে ভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন। হরিলীলাগুণাদি শ্রবণে ভাবাবিষ্ট হইয়া সকলে খোলকরতালাদি বাদ্যসহকারে সঙ্কীর্ত্তন গান করত পরমানন্দ সহকারে অবগাহিন করিতেন। ভক্তের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এইরূপ প্রতিদিন সাধুসমাগমে সাধুচরিত্র স্বরূপ বাবুর হৃদয়স্থ পবিত্র ভাব সলিল তরঙ্গিত হইল, আনন্দে তাঁহার প্রাণপুতলি নৃত্য করিতে লাগিল; তিনি পরমাহ্লাদে অভ্যাগত ভক্তগণের

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

অভ্যর্থনা ও সেবা সৎকার করিতেন। অতঃপর, প্রভু কৃষ্ণকমল গৃহগমনের বাসনা প্রকাশ করিলে, ভক্তগণ নিরতিশয় বিষাদান্বিত হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি নাকি, সেই সময়ে দ্বারকানাথ মল্লিকাদি কতিপয় কলিকাতাবাসী স্বধর্ম্মানুরাগী ধনবান্ গোস্বামী মহাশয়কে কলিকাতায় রাখিতে, বিশেষ যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু জানি না কি জন্য তিনি তাহাতে স্বীকৃত হয়েন নাই।

অতঃপর তিনি ভাজনঘাটে আসিয়া কয়েক দিবস নিজবাসে অবস্থানানন্তর পূর্ব্বাঞ্চলে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে শিষ্যগৃহে প্রবাস করিয়া, তিনি ঢাকায় আসিলেন। ঢাকাস্থ ভক্ত ও সেবকগণ, তাঁহাদের প্রিয়দর্শন ইষ্টদেবের অবলোকনে, আনন্দিত এবং কৃতার্থমন্য হইলেন।

ঢাকা-সহরে পরস্পর প্রতিযোগিতায় স্থানে স্থানে সখের যাত্রার অভিনয় হইতেছিল। সুতরাং পুরবাসী রামপ্রসাদ বাবুর উৎসাহে ও ব্যয়ে "অর্জ্জুনী সংবাদ" নামে একটি যাত্রাভিনয় হয়। প্রথমতঃ তাহার গানগুলি যদিও সুর রাগাদিতে প্রশংসিত কিন্তু সুদক্ষ শিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা রচিত না হওয়াতে কাব্যকুশল শ্রোতৃবর্গের নিকটে সমাদৃত হইতে পারে নাই। পরে প্রভু কৃষ্ণকমল, রামপ্রসাদ বাবুর প্রার্থনায়, উক্ত গীতনাটকের মধ্যে কয়েকটী স্থান সরসভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া, কতকগুলি সরল ভাষায় শ্রুতিমধুর রসপূর্ণগান রচিত ও সন্নিবেশিত করিলেন। তখন হইতে সেই যাত্রাগান শ্রোতৃমাত্রের সুখশ্রাব্য হইয়াছিল।

অতঃপর তিনি গ্রামাঞ্চলে প্রবাস করিতেছিলেন; সেই সময়ে একরামপুরবাসিগণ সমবেত হইয়া যাত্রাভিনয় করিত

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পূর্ব্ব হইতেই নগরকীর্ত্তনাদি গীতামোদে তাঁহাদের বল কৃষ্ণকমল; দেব কৃষ্ণকমলকে অবলম্বন করিয়া, তাঁহারা যাবতীয় গীতিপ্রতিযোগিতায় এতাবৎ জয়পতাকা তুলিয়া আসিতেছেন; এবারও সকলে তাঁহার ঢাকাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। গোস্বামী মহাশয় ঢাকায় অসিলে, এক্‌রামপুরবাসিগণ সোল্লাসমনে তাঁহার সমীপে যাইয়া তাঁহাদিগের যাত্রাভিনয়বাসনা ব্যক্ত করিলেন। ভাবকামতরু কবিবর কৃষ্ণকমল চারুপদাবলিসম্বলিত স্বপ্নবিলাসাখ্য গীতিনাটকরূপ বিমলভাবোজ্জ্বল-রসপূর্ণ সুবর্ণকুম্ভ একরামপুরবাসিদিগের করে অর্পণ করিলেন। তাঁহারা সেই স্বপ্নবিলাস-লীলাভিনয়ে এমনই মাতিয়া গেলেন যে, নিজ নিজ গৃহকার্য্যে শিথিলমনস্ক হইয়াছিলেন। প্রায় দুই বৎসরকাল, সময়ে সময়ে অপর বাসরেও, নগরের ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের কোন না কোন খানে স্বপ্নবিলাস যাত্রাগান হইত। আবালবৃদ্ধনরনারী, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, প্রতি অভিনয়ে সমান কৌতূহলের সহিত আসিয়া, অভিনিবিষ্টচিত্তে যাত্রাগান শুনিতেন। বলিতে কি, প্রতি গীতিপদে রসাস্বাদন করিয়া শ্রোতৃগণের মানসী তৃষার পরিতৃপ্তি হইত না।

তদনীন্তর মুড়াপাড়ার সম্ভ্রান্ত জমিদার বাবু ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনেক সময়ে ঢাকায় অবস্থিতি করিতেন। তিনি উৎসাহিমনে এক্‌রামপুরবাসীদিগের সহযোগী থাকিয়া, স্বপ্নবিলাসযাত্রাভিনয়ে বায়ানুকূল্য করিয়াছিলেন। ঈশান বাবু বুদ্ধিমান্, তেজস্বী ও ধীরপ্রকৃতি লোক, অধিকন্তু তিনি যে একজন [illegible] ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

নাই। সেই ভাবুক হৃদয় ঈশান বাবু, স্বপ্নবিলাসের প্রতি পদে মাধুর্য্যাস্বাদনকরত, আনন্দে কবি কৃষ্ণকমলকে পিতৃসম্বোধন করিয়াছিলেন এবং তদুচিত সম্মান করিতেন। যদিও ভিন্নপন্থীর উপাসক বর্ণোত্তম ব্রাহ্মণ, তথাপি তিনি জানি না, কি দিব্যাবলোকনে কৃষ্ণকমলদেবকে দেখিয়াছিলেন যে কখনও তাঁহার সমক্ষে উচ্চাসনে উপবেশন করিতেন না। একদিন কোন ব্যক্তি, বাবুর নিকটে গোস্বামী প্রভু বৈদ্য বলিয়া উল্লেখ করিতে, ঈশান বাবু তাহাকে বলিয়াছিলেন "আমার বাবা মনুষ্য নহেন, দেবতা, তুমি তাঁহাকে চিনিতে পার নাই।"

স্বপ্নবিলাসের পরেই কবিশেখর কৃষ্ণকমলদেব "দিব্যোন্মাদ" নামে গীতিনাটক রচনা করিয়াছিলেন। ইহা বিক্রমপুরের অন্তর্গত আবদুলাপুরবাসিদিগের দ্বারা অভিনীত হইয়া সেখানকার সাধারণজন মধ্যে বিশেষতঃ শিক্ষিত পণ্ডিত সমাজে পরম প্রীতি বিতরণ করিয়াছিল। সাধারণ লোকের নিকটে "রাই উন্মাদিনী" নামে খ্যাত। দিব্যোন্মাদের গীতিপদ শুনিয়া একজন পণ্ডিত বলিয়াছিলেন "ভাবিয়াছিলাম যে, গোস্বামী মহাশয়ের সঞ্চিত রস-সম্পত্তি প্রায় সমুদায় তাঁহার স্বপ্নবিলাসে ব্যয়িত হইয়াছে, সুতরাং অনুজাত দিব্যোন্মাদ যে সেরূপ রস-মাধুর্য্য লাভ করিবে, এমন বোধ হয় না, কিন্তু এখন বুঝিতে পারিলাম যে, অনন্ত সচ্চিদানন্দ রস-সাগরে যাঁহার চিদ্গত ভাবের সহযোগ সেই রসিক কবি কৃষ্ণকমলের ভাবময় হৃদয়োৎসের রসনিঃসার ফুরাইবে না, পরন্তু চিরদিন সমভাবে থাকিবে।"

গোস্বামী মহাশয় যখন দিব্যোন্মাদ গান শিক্ষাদানার্থে

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

আবদুলাপুর গ্রামে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে ঢাকা এক্‌রামপুরস্থ কতিপয় ব্যবসায়ী লোক কর্ত্তৃক, প্রণেতার বিনানুমতিতেই, স্বপ্নবিলাস যাত্রাভিনয় পুস্তকাকারে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া বিক্রীত হইতে লাগিল। যদিও মুদ্রাঙ্কণে পুস্তকোপরি রচয়িতার নামস্থলে সহকারিরূপে দুইজন এক্‌রামপুরবাসীর নাম সন্নিবেশিত হইয়াছিল, কিন্তু, যতদূর জানি, বলিতে পারি যে স্বপ্নবিলাসে তাঁহাদের রচিত গান কিছুই ছিল না এবং তাঁহাদের জীবনে কাব্যরচনাচ্ছলে কখনও দুইটি পদের যোজনা করিয়াছিলেন কি না, সন্দেহ। এইরূপে স্বপ্নবিলাস পুস্তক ছাপাইয়া ও বিক্রয় করিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যবসায়িগণ যথেষ্ট অর্থলাভ করিয়াছিল। প্রণেতার অজ্ঞাতসারে এরূপ পুস্তক মুদ্রাঙ্কন নিতান্ত অবৈধ বোধ করিয়া প্রভু কৃষ্ণকমলের জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যগোপাল গোস্বামী প্রভুর নিকটে অসন্তোষ ও রোষ প্রকাশ-পূর্ব্বক প্রতিকারের আদেশ চাহিয়াছিলেন, দেব কৃষ্ণকমল পুত্রকে এইরূপ কথা বলিয়া বুঝাইলেন যে, তিনি অর্থ বা খ্যাতি লাভের প্রত্যাশায় যাত্রাভিনয় প্রণয়ন করেন নাই। পুস্তকে স্থানীয় দুইটি প্রাচীন মাননীয় লোকের নাম প্রণেতৃভাবে সন্নিবেশিত হেতু, তিনি এইরূপ বুঝিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন যে, প্রতিযোগিতা স্থলে, হয়ত কেহ বলিতে পারে যে, ইহারা সম্পূর্ণ মাত্র এক জন বিদেশীয় ব্যক্তির ক্ষমতায় জয়লাভ করিয়াছে, কিছুমাত্র নিজের ক্ষমতায় নহে, এই দোষের স্খালন। প্রভু কৃষ্ণকমল এক্‌রামপুরবাসীকে চিরদিন বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন, কহিলেন যে, বন্ধুত্ব স্থলে এ সকল ক্ষমতায় কাহারও সহিত বিবাদ করিয়া চিরদিনের প্রণয়াপচয়

Digitized by Sri Sri Gurudev Foundation Trust and eGangotri, Delhi

কোন মতেই তাঁহার অভিপ্রেত নহে। প্রভুর এবম্বিধ বাক্যে সত্যগোপাল নিরস্ত হইলেন। বস্তুতঃ প্রভু কৃষ্ণকমল কেবল প্রমোদাভিলাসে ও প্রণয়ানুরোধে গীতি-নাটক রচনা করিয়া এক্‌রামপুর প্রভৃতি স্থানীয় লোকদিগের প্রার্থনানুসারে তাঁহাদিগের হস্তে অভিনয়ার্থে অর্পণ করিয়াছিলেন; তাঁহারাও যত্ন ও উৎসাহের সহিত বহুল ব্যয় স্বীকার করিয়া যাত্রাভিনয় নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তিনি কোন খানেই এইরূপে তাঁহার রচিত যাত্রাগান দিয়া মূল্যস্বরূপ অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক তাহার স্বত্ব-বিক্রয় করেন নাই। তাঁহার রচিত দিব্যোন্মাদ যাত্রাভিনয় আবদুলাপুরবাসিদিগের দ্বারা অভিনীত হইলে পর, এক্‌রামপুর নিবাসী মতিলাল চক্রবর্ত্তী জনৈক ব্রাহ্মণ, উক্ত যাত্রাগান পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া বিক্রয়ার্থ তাঁহার নিকটে অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। প্রভু কৃষ্ণকমল মতিলালের তৎকালীন আর্থিক অভাব জানিয়া তাঁহাকে দিব্যোন্মাদ মুদ্রাঙ্কনের অধিকার প্রদান করেন। মতিলাল উক্ত পুস্তক বিক্রয় দ্বারা যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং ইহা অদ্যাবধি তাঁহার সংসারে অর্থাগমের একটি সরণী হইয়া রহিয়াছে।

কাব্যামোদী রসবিদ্ ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, পাশ্চাত্যজগৎ ভ্রমণকালে, "স্বপ্নবিলাস ও দিব্যোন্মাদ" দুইখানি গীতিকাব্য সঙ্গে লইয়াছিলেন। তিনি উক্ত কাব্যদ্বয় অবলম্বন করিয়া লণ্ডন নগরে Popular Dramas of Bengal এতদ্বিষয়ে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা মধ্যে তিনি কবি-বর কৃষ্ণকমলকৃত প্রতি গীতিপদে ভাবগভীরতা ও রসমাধুর্য্য প্রদর্শন করত উপস্থিত বিদ্বন্মণ্ডলীর মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। তৎপরে

Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

তাঁহার সেই বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়; শুনিয়াছি যে, সে পুস্তক অবশেষে জার্ম্মান্ ভাষাতেও অনুবাদিত হইয়াছে।

কিছুদিন পরে কৃষ্ণকমলদেব "বিচিত্র বিলাস" নামে শুদ্ধ ব্রজলীলারসাত্মক একখানি গীতি-নাটক রচনা করিলেন। ঢাকার সমীপবর্ত্তী কুণ্ডুগ্রামবাসীদিগের উৎসাহে ও ব্যয়ে অতি সুন্দররূপে ইহার অভিনয় হইল। বিচিত্র বিলাস যদিও আধুনিক শিক্ষিত দলের নিকটে, আদিরসাত্মক বোধে, তাদৃশ সমাদৃত হয় নাই, কিন্তু প্রেমভক্ত বৈষ্ণব সাধকগণ ইহার প্রতিপদে পবিত্র অধ্যাত্মক রসের আস্বাদন পাইয়া, পরম পরিতোষ পাইয়াছিলেন।

অতঃপর তিনি, ঢাকা সুতরাপুরস্থ রামপ্রসাদ বাবুর অনুরোধে রামায়ণোদ্ধৃত "ভারত মিলন" যাত্রাভিনয় প্রণয়ন করেন। উক্ত বাবুর যত্নোৎসাহে ও অর্থব্যয়ে ভরত মিলন সুচারুরূপে অভিনীত হইয়াছিল। ইহার গানগুলি এমনই সরল ভাষায় রচিত ও করুণরসে পূর্ণ যে, শ্রোতৃমাত্রের অন্তঃকরণ দ্রবীভূত হইত, কোন ব্যক্তি অশ্রুজল সম্বরণ করিয়া থাকিতে পারিত না। "গন্ধর্ব্ব মিলন" যাত্রাভিনয় কবি কৃষ্ণকমল দেবের শেষ-রচনা। ইহা ঢাকা জিলার সীমান্তঃপাতী মাধবদি নামক গ্রামের একজন ভদ্রবংশীয় জমিদারের যত্নে এবং ব্যয়ে অভিনীত হইয়াছিল; কিন্তু অপ্রসিদ্ধতাবশতঃ সাধারণ গুণগ্রাহী জন-সমাজে প্রচারিত হয় নাই।

দেব কৃষ্ণকমল জীবনের অধিকাংশ ঢাকায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সেখানকার সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

প্রীতি করিতেন। তিনি সাধারণের সুহৃদ্ ছিলেন, ধর্ম্মার্থীকে আচার্য্যভাবে ধর্ম্মোপদেশ রোগী ব্যক্তিকে চিকিৎসকের ন্যায় ঔষধাদির ব্যবস্থা ও গৃহী ব্যক্তিকে অভিভাবকরূপে বৈষয়িক সুমন্ত্রণা এবং পারিবারিক ব্যবহারে কর্ত্তব্যতার সদুপদেশ প্রদান করিতেন। প্রভু কৃষ্ণকমলের প্রকৃতি এমনই কোমল উপাদানে গঠিত যে, তাহা বালকের কাছে বালকত্বে, যুবার নিকটে যুবকত্বে, বৃদ্ধের সন্নিধানে বৃদ্ধত্বে, এবং পুরুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে যেন সেই সেই জাতীয়ভাবে পরিণত হইয়া যাইত। তাঁহার নিকটে ধনী ও দরিদ্রের ভেদ ছিল না; সকলের সহিত তিনি সমান ভাবে আলাপ ও ব্যবহার করিতেন। তাঁহার মধুর চরিতে আবালবৃদ্ধ নর-নারী অকুণ্ঠিতভাবে তাঁহার সন্নিধানে আসিয়া বসতি ও তাঁহার সহিত বাক্যলাপ করিত। সকলেই যেন তাঁহাকে আপনার লোক বলিয়া বোধ করিত। গোস্বামী প্রভু, প্রতিদিন নিয়মিত রূপে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন-পূর্ব্বক জপমালা-হস্তে ভ্রমণস্থলে নগরপথে পদ-সঞ্চালন করিতেন; ভ্রমণ করিতে করিতে কখন আহূত কখন বা অনাহূত প্রতিবেশীর নিকেতনে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থের সহিত গৃহবার্ত্তার আলাপ-করত তাহাকে আপ্যায়িত করিতেন। কখন বা তিনি অসঙ্কুচিত-চিত্তে ও অবারিত ভাবে গৃহস্থের অন্তর্বাটীতে স্ত্রীলোকদিগের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইতেন। তাহারা অত্যাদরে তাঁহাকে বসাইয়া তাঁহার কাছে সাংসারিক সুখদুঃখের কথা বলিত। কখন বা কৃষ্ণকমলদেব কোন প্রসূতির সূতিকা-ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া সূতিকালয়ের ব্যবস্থা দেখিতেন, প্রসূতি ও শিশুর স্বাস্থ্যবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেন এবং গৃহের অপরিস্কৃত

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

বা কোন প্রকার অস্বাস্থ্যজনক অবস্থা দেখিতে পাইলে গৃহাধ্যক্ষকে তাহার আশু প্রতিকার ব্যবস্থার আদেশ করিতেন। তিনি জানিতেন যে অনেক স্থানে সূতিকাগারের ব্যবস্থা-দোষে নবপ্রসূত শিশু পীড়াগ্রস্ত হয়, তখন অজ্ঞ গৃহস্থ অপদেবতার দৃষ্টি হইয়াছে মনে করিয়া ওঝা আনাইয়া ঝাড়ায়। কৃষ্ণকমল প্রভু এ সকল অজ্ঞানমূলক কুসংস্কার বিবেচনা করিতেন। এমত স্থলে তিনি ডাক্তার বা কবিরাজের দ্বারা যথাবিধি চিকিৎসার পরামর্শ দিতেন অথবা স্বয়ং ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া চিকিৎসা করিতেন। ইত্যাদি কারণে প্রতিবেশবাসী গৃহস্থগণ তাঁহাকে পরমবন্ধু বোধ করিত।

প্রভু কৃষ্ণকমল একবার শিষ্যালয় ভ্রমণে বহির্গত হইয়া ঢাকার অদূরবর্ত্তী বেলিয়াপাড়া নামক এক গ্রামে এক শিষ্যভবনে উপনীত হইলেন ও দেখিলেন যে, গৃহস্বামী নিতান্ত দুরবস্থায় পতিত হইয়াছেন। তিনি আরও শুনিলেন যে, তাহার সেই শিষ্য ঋণগ্রস্ত হইয়া মহাজন কর্ত্তৃক রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার সমস্ত গৃহ-সম্পত্তি অবরুদ্ধ হইয়াছে; উপায়ান্তর না দেখিয়া সেই দুরবস্থাপন্ন দীন শিষ্য নিজ পুত্রদ্বয়ের একটিকে বিক্রয় পূর্ব্বক উপস্থিত ঋণদায় হইতে মুক্তিলাভ করিতে সঙ্কল্প করিতেছেন। নিজ-শিষ্যের এবম্বিধ দুঃখবার্ত্তা অবগত হইয়া দয়ার্দ্র-হৃদয় কৃষ্ণকমল দেবের নয়নদ্বয় ক্লেশজনিত অশ্রুজলে প্লাবিত হইল, তিনি কহিলেন, "আমার বালক আমি কখনই বেচিতে দিব না" এবং নিজ সন্নিধানে যাহা কিছু ছিল ও তত্রত্য কোন পরিচিত ধনাঢ্যের নিকট হইতে ঋণরূপে টাকা সংগ্রহ করিয়া, তদ্দ্বারা তাঁহার সেই দীন শিষ্যকে ঋণমুক্ত

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

করিলেন। শুনিয়াছি যে, উত্তমর্ণ একজন মুসলমান কুশীদ যাহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সদাচার বিরুদ্ধ, জানি না, তাঁহার মনে কি হইল, তিনি গোস্বামী প্রভুর দত্ত টাকাগুলি গ্রহণ করিলেন না এবং অধমর্ণকে ঋণমুক্ত করিলেন। কৃষ্ণকমল দেব, যাহাতে তাঁহার দুরবস্থ শিষ্য পুনরায় এরূপ বিপদাপন্ন না হয়েন ও কোন প্রকারে পুত্র দুইটীকে মানুষ করিতে পারেন, তদনুরূপ উপজীব্যের ব্যবস্থা করিয়া সেইখান হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রভুর কৃপাদৃষ্টিতে তাহারা এখন সম্পন্ন লোক মধ্যে পরিগণিত।

ঢাকা-নগরীর জন্মাষ্টমী ব্যাপার প্রসিদ্ধ। এতদুপলক্ষে প্রতিবৎসর ইস্‌লামপুর ও নবাবপুর নামক দুই পল্লী হইতে মহাসমৃদ্ধ সমারোহে সোয়ারি বা মিছিল বাহির হয়। মিছিলের অঙ্গ-কতকগুলি আসা-সোটাধারী পদাদিক; সুবর্ণ-রজতোজ্জ্বল-কারু-বিরচিত বনাত ও মকমলের সজ্জিত কতকগুলি গজ ও অশ্ব; বিবিধাকার চতুর্দ্দোল-নিচয়, তন্মধ্যে বিবিধ সং-তামাসা, গান, অভিনয় ও কাল্পনিক বা পৌরাণিক দৃশ্য প্রদর্শিত হয়; এতদ্ব্যতীত দ্বিতল-ত্রিতলাট্টালিকোচ্চ বৃহদাকার চৌকি, বংশাদি দ্বারা রথাকারে নির্ম্মিত, কাগজে মণ্ডিত, স্বর্ণজাদির কার্য্যে সুশোভিত ও বিচিত্র এবং শিল্প-চাতুর্য্যের পরিচায়ক, ইহাতেও সকৌশলে এক একটী পৌরাণিক বা দৈব-দৃশ্য দর্শিত হয়। এই সমস্ত শ্রেণীবদ্ধভাবে সহরের একটু প্রশস্ত রাজপথ দিয়া বিবিধ বাদ্য-সহ চলিয়া যায়। সহরে মিছিল দেখিতে গ্রাম গ্রামান্তর হইতে লোক আসে, লোকারণ্য হয়, পূর্ব্বে অনেক সম্ভ্রান্ত-লোক কলেজ-গৃহের বারান্দায় বসিয়া মিছিল দেখিতেন। একদা প্রভু

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

কৃষ্ণকমল তথায় নবাব খাজে আবদুল গণিমিয়ার পার্শ্বে বসিয়া সোয়ারি দেখিতেছিলেন ; দেখিলেন যে, অনেক সাহেব ও হিন্দু ধনীলোক, সুন্দর বেশ-ভূষায় সজ্জিত ও গজারূঢ় হইয়া সেই জনাকীর্ণ পথে জনমণ্ডলী ব্যস্ত করত ইতস্ততঃ গতাগতি করিতেছেন ; কিন্তু নবাব সাহেবের পরিবারস্থ পুরুষগণ পদব্রজে আসিয়া মিছিল দেখিতেছেন। তিনি নবাব সাহেবকে তাঁহাদের পদব্রজে আসিবার হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে নবাব সাহেব বলিয়াছিলেন যে, যেখানে বহুলোকের সমাগম, সেখানে যানারোহণ অনুচিত ; কারণ এমত স্থলে কোন না কোন সাধুভক্তের সমাগম অসম্ভব নহে। সাধুর সমক্ষে উচ্চাসন গ্রহণ করিলে অপরাধ হয়। প্রভু কৃষ্ণকমল, নবাব সাহেবের এই প্রকার জ্ঞানগর্ভ ভক্তিপূর্ণ সদুত্তর শুনিয়া অতীব প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি নবাব গণিমিয়া সাহেবকে একজন মহোদয় ধার্ম্মিক পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিতেন। নবাবও প্রভু কৃষ্ণকমলের সহিত সদালাপে প্রীতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ভরত-মিলন যাত্রাভিনয়, প্রভু কৃষ্ণকমল-কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়া, যখন প্রথম নাট্যক্ষেত্রে প্রদর্শিত হয়, সেই সময়ে নবাব গণিমিয়া নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি উক্ত যাত্রাগান শুনিয়া এমনই আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন যে, তৎপরে অনেক স্থানে যাত্রার বার্ত্তা শ্রুত হইয়া অনাহূত উপস্থিত হইয়াছেন ও প্রীতির সহিত যাত্রা শুনিয়াছেন। শুনিয়াছি যে, নবাব বলিয়াছিলেন "রামচরিত অতি পবিত্র ধর্ম্মোপদেশে পূর্ণ ও নীতিশিক্ষার আদর্শ। বিশেষতঃ ভরত-মিলন যাত্রাগানের সরল অথচ স্বাভাবিক রচনায় পিতৃ-মাতৃভক্তি, সৌভ্রাত্র্য

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

পতিব্রত্যাদি পারিবারিক ধর্ম্মনীতি সুন্দর অভিব্যক্তি ; এ গীত শ্রবণ করা আশ্রম-মাত্রের শ্রেয়োজনক। তিনি নাকি তাঁহার নিজ-ভবনে ভরতমিলন যাত্রাভিনয় প্রদর্শন জন্য গোস্বামীপ্রভুর নিকটে বাসনা প্রকাশ করিয়াছিলেন ; কিন্তু প্রভু কৃষ্ণকমলের সম্মতি থাকিলেও অধ্যক্ষ পক্ষ. সামাজিক গ্লানি আশঙ্কা করিয়া, তাহাতে স্বীকৃত হয়েন নাই। যাহা হউক, মহানুভব নবাব সাহেব তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়েন নাই। তিনি প্রভু কৃষ্ণকমলকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। দেখা গিয়াছে যে, কোন দিন নবাব গণিমিয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক নগরপথে ভ্রমণ-কালে, পথিমধ্যে প্রভু কৃষ্ণকমলকে দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন ; তৎপরে অন্যান্য যথাবিহিত মর্য্যাদা সহ কথোপকথনান্তে গোস্বামী মহাশয় দৃষ্টির অন্তরাল হইলে, অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গমন করিলেন। এতদ্দ্বারা কৃষ্ণকমল দেবের সম্মানের সহিত মহোদয় নবাব গণিমিয়া সাহেবের মহত্ত্ব অধিকতর কীর্ত্তিত হইল।

কৃষ্ণকমলদেব রচিত একটি মনঃশিক্ষা সংকীর্ত্তন, নগর-পথে প্রথম বাহির হইয়াছে, প্রভু কৃষ্ণকমল সেই সংকীর্ত্তনের সঙ্গে যাইতেছিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসিদ্ধ প্রচারক বাবু কেশবচন্দ্র সেন, পথের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া, গান শুনিতেছিলেন। গোস্বামী প্রভুও তাঁহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। কেশব বাবুর পিতার সহিত প্রভুর পরিচয় ছিল, পরস্পর আলাপ ও পরিচয় হইল। কেশব বাবু গুরুজনের ন্যায় কৃষ্ণকমলদেবের সম্মান করিলেন। ক্ষণকালের আলাপেই গোস্বামীপ্রভু কেশব বাবুর প্রতি এতদূর প্রীত হইয়াছিলেন যে অনেক সময়ে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতেন ;

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

বলিতেন যে, কেশবের ভিতর এমন অনেক গুণমহত্ত্ব আছে, যাহা সাধারণে সুদুর্ল্লভ। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে কেশব জ্ঞানমার্গীয় ব্রাহ্ম হইলেও, পৈতৃক প্রকৃতি-জাত ভক্তি পন্থীয় বৈষ্ণবভাবে তাঁহার অন্তঃশরীর সংগঠিত, উহা যাইবার নহে। কৃষ্ণকমলদেব কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ করিতেন না; তবে সদাচারে নিরত থাকিয়া কুলপ্রচলিত ধর্ম্মসংরক্ষণ শ্রেয়স্কর মনে করিতেন। তাই তিনি একটি মনঃ-শিক্ষা গানে বলিয়াছেন, "গণেশ, দিনেশ, উমা, উমেশ, রমেশ পঞ্চরূপে তিনি উপাস্য সবার—দম্ভ করি কারো করো না বিদ্বেষ"—"মন, অচলিত পথে যেয়োনা কখন।" কেননা, মানুষ কুলানুযায়ী প্রকৃতি পায়: প্রকৃতির অনুযায়ী প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তির অনুগত কর্ম্ম ও কর্ম্মানুসারে ফল।

একরামপুরস্থ একটি প্রাচীন বিজ্ঞ বলিলেন, "আমি কৃষ্ণ-কমল গোস্বামীর সঙ্গ বহুদিন করিয়াছি। তিনি আমাকে ভাল-বাসিতেন, অনেক সময় অনেক কথা বলিতেন। আমি তাঁহার উন্মীলিত অন্তশ্চক্ষুর বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছি। দৃষ্টিমাত্রে লোকের প্রকৃতি বেশ বুঝিতে পারিতেন; এমন কি একবার দর্শনমাত্র প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া, তিনি কোন কোন লোকের ভাবী জীবনের গতিও আমার কাছে বলিয়াছেন, তৎপরে তাঁহার সেই ভবিষ্যৎবাণীর অব্যর্থকতা প্রতিপন্ন হইয়াছে।" অতঃপর তিনি কিছুদিন মাধবদিগ্রামে থাকিয়া, সেখানকার জমিদার বাবু রাজকুমার রায়ের উৎসাহে ও ব্যয়ে নিজ রচিত গন্ধর্ব্ব-মিলন গীতিনাটকের অভিনয় প্রদর্শন করেন।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri

শুনিয়াছি, ইতিপূর্ব্বে এবং কৃষ্ণকমলের পরবর্ত্তী ভক্তগণ

মিলিত হইয়া নগরী মধ্যে একটি আবাস ভবন প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে দিতে মনস্থ করিয়াছিলেন ; কিন্তু প্রভু তাহাতে সম্মত হয়েন নাই। শেষ জীবন গঙ্গার সুদূর প্রদেশে থাকিবেন না, ইহা তাঁহার পূর্ব্বাবধি মনের সংকল্প ছিল। এখন তাঁহার বয়ঃক্রম দ্বিসপ্ততিতম অতিক্রম করিয়াছে ; এ অবস্থায় স্বদেশে যাইয়া পরিজন বন্ধু মধ্যে অবস্থান করাই কর্ত্তব্য বোধ করিলেন। তিনি একথা কয়েকজন শিষ্য ব্যতীত অপর কাহাকেও জানাইলেন না, এবং ১৮০৫ শকাব্দ কার্ত্তিক মাসে তাঁহার একটি ভ্রাতুষ্পুত্র ও দুইজন সেবক সমভিব্যাহারে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা বাষ্পীয়পোতে গোয়ালন্দে আসিয়া সেখান হইতে রেলপথে ভাজনঘাটে পৌঁছিলেন।

স্বদেশে আসিয়া, দেব কৃষ্ণকমল প্রায় চারি বৎসরকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তিনি লোকের কাছে শ্রীবৃন্দাবনবাসের ঐকান্তিক বাসনা প্রকাশ করিতেন ; "মায়া কূপে ডুবিয়া রহিলাম, বুঝি, বৃন্দাবনেশ্বরীর কৃপা হইল না।" এইরূপ কত কথা বলিয়া সময়ে সময়ে আক্ষেপ করিতেন ; কিন্তু বৃন্দাবনগমনের জন্য তাঁহার কোন বহিশ্চেষ্টা দেখি নাই। একব্যক্তি তাঁহাকে বৃন্দাবন গমনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, প্রভু কৃষ্ণকমল সাশ্রুনয়নে উত্তর দিলেন, "তোমরা আমার প্রারব্ধকে ঝাড়ু মার।" যাহা হউক, প্রভু কৃষ্ণকমলের বৃন্দাবন বাসাভিলাষ কি তাহা তিনি জানিতেন। শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীক্ষেত্রভূমে থাকিয়া, শ্রীবৃন্দাবন বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন ; ঠাকুর নরোত্তম খেতুড়ি গ্রামে বসিয়া, বৃন্দাবনের জন্য বিলাপ করিয়াছিলেন ; কৃষ্ণকমলদেব, ভাজনঘাটে অবস্থিতি করিয়া নিরন্তর শ্রীবৃন্দাবন

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

ধ্যান করিতেন। সচ্চিদানন্দময় বৃন্দাবনচন্দ্রের অষ্টকালীন নিত্য-লীলানুস্মরণে তাঁহার অন্তঃকরণ নিয়ত নিরত ছিল, কখন কখন স্বপ্নাবেশে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত হইত। অনুমান হয় যে, কোন এক আনন্দময় অধ্যাত্ম ধামে তাঁহার যাবতীয় চিত্ত-বৃত্তির মূল গ্রথিত ছিল, যেহেতু তাঁহার সহাস্য-বদন-সুধাকরে অনুক্ষণ সন্তোষ-রূপ শীতজ্যোতি ভাসমান হইত। প্রভু কৃষ্ণকমলের অধ্যাত্ম জীবনের আলোচনা আমার মত অজ্ঞ জীবের সাধ্যায়ত্ত নহে ; তবে যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, বলিতে পারি যে, তিনি তাঁহার সাধনপথে অযত্নাগত অনেক যোগৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন, যাহা আজ-কাল সাধুজীবনের পরিচয় ; কিন্তু তৎসমুদায় তুচ্ছীকৃত করিয়া, তিনি প্রেমভক্তের আস্বাদনীয় পঞ্চমপুরুষার্থ-রূপ পরমানন্দরসের পিপাসী ছিলেন। প্রভু কৃষ্ণকমল গৃহাশ্রমে থাকিয়াও গৃহী নহেন, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী বা সন্ন্যাসী নহেন, কিন্তু চিদানন্দ রসোপজীবী ভাবাশ্রমী ছিলেন। সেই ভাব-ধামে কৃষ্ণকমলদেব স্বীয় ভাবসত্তা সচ্চিদা-নন্দরস-মূর্ত্তি হরির শ্রীরাধাখ্যা মহাভাবস্বরূপিনী পরাশক্তির অঙ্গভূতা ও আশ্রিতা ভাবময়ী গোপীভাবে পরিণত করিয়া, কায়মনে শ্রীগিরিধারি-বিগ্রহ সেবাকরত পরমানন্দ রসাস্বাদন করিতেন। তাহাতেই তিনি তাঁহার নিজকৃত গানে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, "জয় রাধে জয় গিরিধারি ; শ্যাম হতে অধিক জয় শ্রীরাধারি। শ্যাম বটে গিরিধারী, রাই গিরিধারিধারী.....যত কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগধারী, তাদের ধারে নাহি ধরি ; যা ধারি, তা ধারি কেবল শ্রীরাধারি ধারে ধারি।"

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

বৈষ্ণবমণ্ডলে কেহ বলিতেছেন যে, কৃষ্ণকমল প্রভু একজন নিত্য-সিদ্ধ, কেহ বা তাঁহাকে ভগবানের নিত্য-পার্ষদ অনুমান করিয়া থাকেন। একজন সিদ্ধ মহাত্মা বলিয়াছেন "আমি জানি যে কৃষ্ণকমল গোস্বামী সাধনের চরমাবস্থায় অবস্থিত; তিনি নিজের অধ্যাত্মভাবছবি তাঁহার বিরচিত গীতিকাব্যে, বিশেষতঃ বিচিত্রবিলাসে, অতি সুন্দর আভাসিত করিয়া রাখিয়াছেন। যদি কেহ তাঁহার পরিচয় চাহেন, তবে বিচিত্র বিলাস গীতিনাটকে দেখিতে পাইবেন যে, অখিল নিগম মন্থনোদ্ধৃত রসসার বৃন্দাবনলীলা-কীর্ত্তন স্থলে, কৃষ্ণকমল আপন ভাবময় তনু সুচিত্রিত করিয়াছেন। "সখি কি হেরিব শ্যাম-রূপ নিরুপম নয়ন যে আমার মনোমত নয়। যখন নয়নে নয়ন, মন সহ মন হতেছিল সম্মিলন; নয়ন পলক দিলে সেই সুখের সময়। কৃষ্ণদরশনের বাদী ত্রিবিধ বৈরী, বল, কেমন করে শ্যামরূপ হেরি? আমার ঘরে গুরু লোক, নয়নে পলক, সুখে উপজয় শোক, আবার আনন্দ মদন হৃদয়ে জাগয়!" ইত্যাদি গানচ্ছলে তিনি নির্ব্বিকল্পভাব-সাধন পথে বিক্ষেপাদি বিঘ্নচয় কেমন সুন্দর প্রণয়-রস-সংযোগে সুমুধুর ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপে কখন রাধাভাবের আনুগত্যে বা সখীভাবের অন্তরালে থাকিয়া, কৃষ্ণকমল আপন ভাবের কথাই বলিয়াছেন, জানিও।"

প্রভু কৃষ্ণকমল বিধিবিহিত কর্ম্মাধিকার অতিক্রম করিয়া-ও তাহা একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই; কেন না, তিনি জানিতেন যে, যখন তিনি আচার্য্য পদবী গ্রহণ করিয়াছেন, তখন সংসারে অনেক লোক তাঁহার চরিতানুসরণ করিবে।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

তিনি তাঁহার অন্তরিন্দ্রিয় অষ্টকালীন লীলানুস্মরণে নিরন্তর নিরত রাখিয়া, বহিরিন্দ্রিয়-দ্বারা বহির্ব্যাপার সম্পাদন করিতে পারিতেন। "যেই জন কৃষ্ণ ভজে, সে বড় চতুর" এক কালে একাধিক কার্য্য-সামর্থ্যের নাম চতুরতা! অথবা তিনি অদ্বিতীয় ব্রহ্মসত্তায় বহিরন্তঃ একীভূত করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার বহির্ব্যাপার নিচয় নিম্নোক্ত প্রকারে নিয়মিত ছিল। তিনি প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা হইতে উঠিয়া সময়োচিত স্তোত্র-পাঠ ও গান কীর্ত্তন করিতেন; তদনন্তর শৌচক্রিয়াদি সমাপন পূর্ব্বক রাত্রিবাস ত্যাগ ও পট্টবস্ত্র পরিধান করিতেন। অতঃপর তিনি পবিত্র গঙ্গোদকে আচমনপূর্ব্বক জপমালা লইয়া জপারম্ভ করিতেন। প্রত্যহ লক্ষ সংখ্যক নাম জপ তাঁহার নিয়ম ছিল। কৃষ্ণকমলদেব, প্রাতে ভ্রমণ ছলে বহির্গত হইয়া, কুলবৃদ্ধ গুরু-জনদিগকে দর্শন এবং অবনত মস্তকে তাঁহাদিগের চরণধূলি গ্রহণ করিতেন; তৎপরে গ্রাম্যদেবতা ও কুলদেবতা ও শ্রীবৃন্দা-বনচন্দ্র শ্রীরাধাবল্লভ মন্দিরে যাইয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও প্রণাম করিতেন। তিনি যাবৎ ভাজনঘাটে অবস্থান করিতেন, তাবৎ এ দুটি কার্য্য তাঁহার নিত্যক্রিয়া পদ্ধতি মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া লইয়াছিলেন। অতঃপর গৃহে আসিয়া, তিনি স্নানান্তে নিজাভিষ্ট দেব শ্রীশ্রীগিরিধারীর সেবার্চ্চনাদি সমাপন পূর্ব্বক মধ্যাহ্নে নিবেদিতান্ন ভোজন করিতেন। তিনি, ভোজনান্তে কিয়ৎকাল শয়ান ও নিদাবিষ্ট থাকিয়া, শয্যা হইতে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক প্রায়ই কোন না কোন ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন; এবং বেলাবসানে হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিয়া, পুনরায় জপমালা গ্রহণপূর্ব্বক হরিনাম জপ করিতেন। রাত্রিতে অভীষ্টদেবকে

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

নিবেদন করিয়া, তিনি যৎকথঞ্চিৎ দুগ্ধপান বা জলযোগ করিতেন এবং নিয়মিত সংখ্যাজপ সমাপ্তি পর্য্যন্ত কখনই শয়ন করিতেন না। প্রভু কৃষ্ণকমল নিশাকালে যে অতি অল্পক্ষণ-মাত্র নিদ্রা যাইতেন, তাহাতেও বাহ্যলক্ষণ দ্বারা প্রতীয়মান হইত যে, তাঁহার চিত্তবৃত্তি ইষ্টপদে সমাহিত থাকিত।

বাল্যকালে কৃষ্ণকমলদেব বৃন্দাবন হইতে একটি ধাতুময়ী রাধিকা মূর্ত্তি আনিয়াছিলেন; এতাবৎ তাহা তাঁহাদিগের গৃহদেবতা শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সিংহাসনে স্থাপিত ছিল। ঢাকা হইতে বাটীতে আসিয়া, জানি না, তাঁহার কি মনে হইল, তিনি সেই রাধামূর্ত্তি আনিয়া নিজের বাস গৃহে আসন সমীপে রাখিয়াছিলেন এবং কুমারীগণের ক্রীড়া পুত্তলিকাপ্রায় বসন ভূষণাদি দ্বারা সাজাইতেন।

ইতিমধ্যে তিনি অকস্মাৎ বাতরোগে আক্রান্ত হইলেন। চিকিৎসকেরা বাতব্যাধির আশঙ্কা করিয়াছিলেন; কিন্তু ভাগবৎ-কৃপায় রীতিমত ঔষধসেবনে প্রভু সত্বরেই আরোগ্য লাভ করিলেন। রোগমুক্ত হইয়া, কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় বাসকরতঃ গঙ্গাস্নান করিতে তাঁহার মনে ইচ্ছা হইল। তখন তিনি, শুশ্রূষার্থে একটি ভ্রাতুষ্পুত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া, ১৮০৯ শকাব্দীয় বৈশাখ মাসের প্রথমাংশে তথায় গমন-পূর্ব্বক প্রায় তিনমাস কাল অবস্থানকরত নিয়মিত রূপে নিত্য গঙ্গা-বগাহন করিতে লাগিলেন। এতাবৎ তিনি তাঁহার ঢাকাবাসী শিষ্য নিতাইচরণ নামক বসাকদিগের কলিকাতা বড়বাজারস্থ বাসবাটীতে অতি নিভৃতভাবে থাকিতেন। উক্ত শিষ্যগণ ভক্তিসহকারে গুরুদেবের সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

আষাঢ়ের অন্তভাগে তিনি, চুঁচড়ায় কন্যা জামাতা ও আত্মীয়-গণের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করিয়া, ভাজনঘাটে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি, তাঁহার পূর্ব্বোক্ত ক্রীড়া পুত্তলী রাধা ঠাকুরাণীর জন্য কলিকাতা হইতে নানাপ্রকার সাজ পোষাক ও গহনা কিনিয়া আনিয়াছিলেন।

আমি তখন ঢাকাঞ্চলে ছিলাম, আশ্বিনমাসে গৃহে আসিয়া প্রায় মাসকাল অবস্থানানন্তর পুনরায় বাহির হইবার জন্য পিতৃদেব প্রভু কৃষ্ণকমলের অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তিনি সস্নেহ সম্ভাষণে আমাকে এই কথা বলিয়াছিলেন, "আমি শীঘ্রই শ্রীবৃন্দাবন বাসের অভিলাষ করিয়াছি, তুমি আমার যাত্রাকাল পর্য্যন্ত বাটীতে থাক।" আমি তাঁহার আদেশানুসারে গৃহে রহিলাম; কিন্তু আর বৃন্দাবন যাত্রা সম্বন্ধে তাঁহার কোন চেষ্টা দেখিতে পাই না। এখন তিনি জনসঙ্গ অতি অল্পই করিতেন; পূর্ব্ববৎ ইষ্টসেবাদি নিয়মিত কর্ম্মগুলি করিতেন এবং অবসর সময়ে পূর্ব্বাচার্য্য গোস্বামী পাদ কৃত "ষট সন্দর্ভ" নামক ভক্তি পন্থীয় তত্ত্ব শাস্ত্র ও "উজ্জ্বল নীলমণি" নামক রস শাস্ত্রের অনুশীলনে নিবিষ্টচিত্ত থাকিতেন। একদিন প্রভু আমার হস্তে একখানি পুস্তক দেখিয়া আমাকে জিজ্ঞাসিলেন "তোমার হাতে ওখানি কি পুস্তক?" আমি বলিলাম, "নারদ শাণ্ডিল্যকৃত ভক্তিসূত্র।" পিতৃদেব বলিলেন, "সূত্র সংগ্রহ করিয়া পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুতের প্রয়োজন কি? তৈয়ারী কাপড়ই পাওয়া যায়।" এইরূপে পরিহাস বাগ্বৈদগ্ধ্য প্রকাশপূর্ব্বক আমার চিত্তাকৃষ্ট করিয়া প্রভু আমাকে "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" পড়িতে অনুমতি করিলেন।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

ভাবিয়াছিলাম যে, প্রভু শীতান্তে বৃন্দাবন যাত্রার আয়োজন করিবেন ; কিন্তু ইতিমধ্যে যে তাঁহার পার্থিব জীবনাভিনয়ে যবনিকা-পতন হইবে, একথা একবারও মনে করি নাই ; তাঁহার কার্য্যগতি দেখিয়া মনে করাও অসম্ভব। যদিও কখন কখন তিনি ইঙ্গিতে আভাস দিয়াছেন, কিন্তু সে আভাসে এমন অপ্রীতিকর সর্ব্বনেশে কথা মনের কাছে আসিলেও মন স্থান দিতে চাহে নাই। পৌষমাসের শেষভাগে প্রভু কৃষ্ণকমলের শরীর কিছু অসুস্থ হইল ; তাহাতে তিনি স্নানভোজন বা নিত্য-ক্রিয়াদি বন্ধ করেন নাই। পরে মাঘের প্রথমেই তাঁহার জ্বর হইল ; প্রভু তাঁহার সে জ্বরের পরিণাম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার ভাগিনেয় জগদীশচন্দ্র বাল্যাবধি তাঁহা-কর্ত্তৃক সন্তানবৎ পালিত ও শিক্ষিত হইয়া, ড়াক্তারি-বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ষ্টেশন পাকুড়ের নিকটস্থ কাঞ্চনতলা গ্রামে এক জমিদার-ভবনে ছিলেন। প্রভু জগদীশকে বুদ্ধিমান্ উদ্যোগী কার্য্যদক্ষ বলিয়া জানিতেন ও স্নেহ করিতেন। তিনি শীঘ্র তাঁহার পীড়ার সংবাদ তার-যোগে জগদীশকে জানাইতে আজ্ঞা করিলেন। জগদীশ, টেলিগ্রাফে মাতুলের পীড়ার সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র অতিমাত্র ব্যাকুলিত-চিত্ত হইয়া, বাড়ীতে আসিলেন। দেশস্থ কবিরাজ চিকিৎসক দিগের ব্যবস্থানুসারে প্রভুর চিকিৎসা হইতে লাগিল।

প্রভু কৃষ্ণকমলের একজন প্রিয় প্রতিবাসি-ভ্রাতা শাস্ত্রদর্শী ও বিজ্ঞ কবিরাজ মহিমচন্দ্র রায়. ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে, পৃষ্ঠাঘাত ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া, চিকিৎসার্থে কলিকাতায় গিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। এখন তাঁহার রোগের কিঞ্চিৎ অবশেষ ছিল ;

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন; কিন্তু নিশাযোগে উপর্য্যুপরি দুইবার স্বপ্নে দেখিলেন যে, কৃষ্ণকমল দেব, গ্রাম্যস্থ শ্রীরাধা-বল্লভকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া, শ্রীবৃন্দাবন-ধামে চলিতেছেন। আরও স্বপ্নে তিনি প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইলেন যে, গোস্বামী মহাত্মার পাদোদকে তাঁহার অবশিষ্ট ব্যাধির শান্তি হইবে। রাত্রি প্রভাত হইলে, প্রাতের ট্রেনে মহিমচন্দ্র বাড়ী আসিলেন; তাঁহার স্বপ্নবৃত্তান্ত আমাদের কাছে ব্যক্ত করিলেন এবং প্রভু কৃষ্ণকমলের চরণে প্রণতিপূর্ব্বক পাদোদক প্রার্থনা করিলেন। প্রভু তাঁহার একান্ত সানুনয় প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। মহিমচন্দ্রের স্বপ্নবিবরণে প্রাণ চমকিত হইল; প্রভুর জীবনসম্বন্ধে সন্দেহ আসিল; কল্পনাময় স্বপ্ন অসত্য মনে করিয়া মনের দুশ্চিন্তাবেগ ঠেলিয়া ফেলিলাম ও ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া পিতৃদেবের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম।

উত্তরোত্তর প্রভুর জ্বর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং তদুপরি হিক্কার উপদ্রব বাড়িল, কিছুতেই তাহার উপশম হইল না। জ্বরের সহিত একপ্রকার হিক্কা তাঁহার জীবনান্তক আশঙ্কা করিয়া, সমুদায় আত্মীয় ও চিকিৎসকগণ পরমর্শ স্থির করিলেন যে, এখন সত্বর তাঁহাকে লইয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী চুঁচড়ায় গিয়া রাখা হউক্। সেখানে তাঁহার মধ্যম জামাতার বাস, তাঁহারা সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করিতে পারিবেন এবং সুচিকিৎসক অনেক আছেন, রীতিমত চিকিৎসা হইবে। পরে যদি সেখানে থাকিয়া প্রভুর রোগের কিছু উপশম বোধ হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে লইয়া

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

তাঁহার চিরাভীপ্সিত বৃন্দাবনধামে যাত্রা করা হইবে। পিতৃদেবও এ পরামর্শ অনুমোদন করিলেন।

৯ই মাঘ প্রভু কৃষ্ণকমলকে লইয়া রেলপথে চুঁচড়ায় যাত্রা করা হইল। পূজনীয়া মাতৃদেবী, জগদীশ, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কামিনীকুমার এবং আমি এই চারিজন তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিলাম। গাড়ীর ভিতর একখানি বেঞ্চে শয্যোপরি পিতৃদেব শয়ান; প্রভুর চরণোপান্তে মাতৃদেবী, শেষাঙ্ক-শয়ান মাধবের অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী রামাদেবীর উপমা প্রদর্শন করত সমাসীনা, পতিচরণ সেবা করিতেছিলেন; আমরা তিনজন প্রভুর শুশ্রূষার্থে তদভিমুখীন হইয়া অপর বেঞ্চে উপবিষ্ট ছিলাম। সকলের বদনে বিষাদভাব অবলোকন করিয়া, প্রভু কৃষ্ণকমলের মনে বুঝি করুণার উদয় হইল, তিনি সস্নেহ-সম্ভাষণে ভাগিনেয় জগদীশকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "কেন বৎস, তোমরা বিষাদান্বিত হইতেছ? জননশীল জীবের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, ইহাতে শোক করার কোন ফল নাই। আমি ত অযথা সময়ে যাইতেছি না; এতদিন আমি তোমাদিগকে লইয়া রহিলাম; এখন তোমরা পুত্রাদি লইয়া থাক; কিন্তু প্রত্যানিবর্ত্তনার্থে উপায় সাধন যে মনুষ্য-জীবনের বিশেষ প্রয়োজন, একথা ভুলিও না।" ইত্যাদি বহুবিধ প্রবোধ-সূচক বচন বলিয়া এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণ-প্রদর্শন করিয়া, প্রভু সকলকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতে আমাদের মমতাচ্ছন্ন হৃদয়ে প্রবোধোদয় না হইয়া বরং শোক উথলিতে লাগিল, রেলগাড়ীর শব্দ বশতঃ তাঁহাকে উচ্চস্বরে কথা বলিতে হইয়াছিল। জগদীশ সাশ্রুনয়নে বলিলেন "মামা! আপনার শরীর দুর্ব্বল,

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

উচ্চ করিয়া কথা বলিতে কষ্ট হইতেছে, আর এখন কোন কথার প্রয়োজন নাই। আমরা আপনার উপদেশ-বচন শুনিয়াছি, কিন্তু প্রাণে ধারণার ক্ষমতা আপনার চরণের কৃপায় ও আশীর্ব্বাদে হইতে পারে।" এই বলিয়া তিনি অধো-বদনে বসনাঞ্চলে নিজের নয়নাশ্রু মুছিতে লাগিলেন। নৈহাটি ষ্টেশনে আসিয়া, আমরা সকলে গাড়ী হইতে নামিলাম এবং সন্তর্পণে প্রভুকে নামাইয়া লইয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী বাজারে এক দোকানদারের বাসাঘরে গিয়া রহিলাম।

চুঁচড়ায় প্রভু কৃষ্ণকমলের জামাতা লালবিহারীকে পূর্ব্বেই সমাচার পাঠান হইয়াছিল। লালবিহারী সস্ত্রীক নৌকারোহণে নৈহাটি আসিলেন এবং মাতৃদেবী ও প্রভুর পদে প্রণাম করিলেন। প্রভু তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বসিতে অনুমতি করিলেন। মমতাপূর্ণ কোমলহৃদয় লালবিহারী, প্রভুর পার্শ্বৈকদেশে উপবেশনপূর্ব্বক পিতৃবৎ-বাৎসল্যনিকেতন শ্বশুরের বর্ত্তমান কায়িক অবস্থা অবলোকন করিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পত্নী, পিতার চরণ ধারণ-পূর্ব্বক জননীর পদতলে পড়িয়া, সকরুণ বিলাপ-সহকারে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ক্রন্দনে ও বিলাপে আমাদিগের হৃদয়স্থ ধূমায়িত শোকানল প্রজ্বলিত হইল, আমরাও সে সময়ে রোদন সম্বরণ করিতে পারি নাই। আমাদের প্রভু কৃষ্ণকমল দেব তখন ধীরভাবে মধুময় প্রবোধ বাক্যে সকলকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন।

তদনন্তর, লালবিহারী বাবু, প্রভুর সম্মতি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে তাঁহার নৌকায় তুলিয়া লইলেন এবং আমাদিগের

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

সকলকে লইয়া, নিজ-ভবনাভিমুখে চলিলেন। গঙ্গাপার হইয়া আমরা চুঁচড়ার মাঠে উপনীত হইলাম। নৌকা হইতে অবতরণ কালে, দৌর্ব্বল্যবশতঃ আমাদিগের ভুজাবলম্বিত-কলেবর কৃষ্ণ-কমল দেবের নপ্তৃসহ পরিহাসভাসিত সেই সহাসবদনসুধাকর আহা! এখনও আমার অন্তরে জাগরিত রহিয়াছে। বোধ হইল, যেমন হিমাচলের অধঃপ্রদেশস্থ সিদ্ধগণ, গিরিমেখলা সঞ্চারী বারিদ কর্ত্তৃক উদ্বেজিত হইলে, শিখরদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন, অথবা যেমন শেষোদ্গীরিত প্রলয়ানলে লোকত্রয় দহ্যমান হইলে, ভগবৎপদাশ্রিত মুক্তাত্মাগণ উর্দ্ধতম সত্যলোকে যাইয়া অবস্থান করেন, যেন সেই প্রকার, জ্বরসন্তপ্তা-কলেবরে ক্লেশপরিহার করিবার মানসে পূর্ণানন্দ-মকরন্দ-কেতন কৃষ্ণকমল স্বীয় মুখ-মণ্ডল মাত্র অবলম্বন করিয়া প্রকাশমান রহিয়াছেন। ঘাটের সন্নিকটেই লালবিহারী বাবুর বাটী; প্রভুর সঙ্গে আমরা তথায় গিয়া রহিলাম। পূর্ব্বকার পরামর্শানুসারে পিতৃদেবের চিকিৎসা হইতে লাগিল। আমাদের সঙ্গে লালবিহারীও সপরিবার প্রভুর সেবায় ব্রতী হইলেন। এতাবৎ পিতৃদেব প্রভু কৃষ্ণকমলে চরিত-বর্ণনার প্রবাহে চিত্ত ভাসাইয়া, অভ্যন্তরে কথঞ্চিৎ সঙ্গ-সুখ অনুভব করত নিদারুণ বিরহ-সন্তাপের কিছু উপশম বোধ করিতেছিলাম। সে প্রবাহ প্রভুর চিরাভিলষিত, কিন্তু আমার ন্যায় মায়াবদ্ধ জীবের ভীতিকর—অবিজ্ঞাত, অপার অনন্ত নিত্যানন্দ সাগরের সন্নিহিত হইয়াছে, যে সাগরে আমার ক্লেশোপশমক শ্রীবিষ্ণুপাদ জনকের জীবনী প্রবাহ ফুরাইয়া যাইবে। যে চরণ অবলম্বন করিয়া জীবনপথে বিঘ্নবার্ত্তা আমি কোন দিন জানি নাই, যে চরণ প্রসাদে জীবনাবধি সুখে

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

কাটাইয়াছি, যে চরণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া সে সুখের কথা লিখিতেও সুখবোধ করিতেছিলাম, সে চরণ অচিরাৎ হারাইব, একথা মনে করিতে প্রাণের ভিতর কেমন করিয়া উঠে, লিখিতে লেখনী স্থগিত হয়। হায়! কিসে প্রাণ বাঁধিয়া সে কথা লিখিব? বিবেকে নয়,—কেন না, সে চরণ আমার ভবসাগরে তরণোপায়, জীবনের লক্ষ্য,— নিত্য সম্পদ। বৈরাগ্যে নয়,— কেন না, সে চরণে আমার মন চিরানুরাগী এবং তাহাতে অনুরাগই আমার ইহামূত্র কল্যাণহেতু বলিয়া জ্ঞান করি। তবে কিসে? পাষাণে প্রাণ বাঁধিয়া প্রভু কৃষ্ণকমলের চরিতোপসংহার লিখিতে হইল।

সে দিন, সে নিদারুণ দিন ১১ই মাঘ; সে দিন রাত্রি অনুমান ৩টার সময় প্রভু কৃষ্ণকমল নীরবে শয্যায় শুইয়া আছেন, তাঁহার ভাগিনেয় ডাক্তার জগদীশ প্রভুর হস্ত ধরিয়া, বিষণ্ণভাবে বলিলেন "নাড়ী ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, আর বিলম্বে কাজ নাই, এখনই তীরস্থ করা কর্ত্তব্য।" কৃষ্ণকমল দেবের জীবনাশার শেষ হইল। বাড়ীর সকলেই জাগিয়া উঠিলেন; পরিবার মধ্যে মহা ক্রন্দনরোল উঠিল। একখানি খাটিয়ায় তাড়াতাড়ি শয্যা প্রস্তুতপূর্ব্বক তদুপরি প্রভুকে শুয়াইয়া গঙ্গাঘাটে লইয়া যাওয়া হইল। তীরবর্ত্তী একটী প্রকাণ্ড অশ্বত্থ তরুতলে ভাগীরথীপ্রবাহ প্রভুর নেত্রপথবর্ত্তী স্থাপিত হইল। এপর্য্যন্ত প্রভু কৃষ্ণকমল নিমীলিত-নেত্র নিস্তব্ধ ভাবে রহিয়াছেন; অনেকের মনে হইয়াছে যে, তিনি সংজ্ঞা-রহিত হইয়া আছেন। তাঁহার জামাতা লালবিহারী তাঁহাকে সযত্নপূর্ব্বক বলিলেন, "বাবা, আপনাকে লইয়া

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

গঙ্গাঘাটে আসিয়াছি, জননী জাহ্নবীকে দর্শন করুন।" দেব কৃষ্ণকমল নয়ন উন্মীলিত করিয়া, সুরধুনি-সন্দর্শনকরত কৃতাঞ্জলি ভাবে স্তব করিলেন, পরে বাক্যদ্বারা নমস্কার করিয়াছিলেন। অনন্তর, প্রভু সস্মিত মধুর বচনে নিজজামাতা লালবিহারীকে বলিলেন, "কি বলিলে? বৎস! ঘাটে আসিয়াছি? নৌকা কোথায়?" লালবিহাবী বাবু, বোধ করি, সে সময়ে প্রভুর একথার তাৎপর্য্যার্থে মনোনিবেশ না করিয়া, রোগধর্ম্ম প্রলাপ-বচন মনে করিয়াছিলেন; কহিলেন, "তাত, কোন্ নৌকার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন?— যে নৌকায় গঙ্গাপার হইয়াছিলেন?" প্রভু উত্তর করিলেন, "না বৎস, যে নৌকায় পার হইব।" খাটিয়ায় প্রভুর মস্তকোপধান-পার্শ্বে তাঁহার নিত্যার্চ্চিত শ্রীগিরিধারি শিলা ও রাধাকৃষ্ণের চরণছাপা (একটি পিতলের ঝাঁপি মধ্যে) এবং তাঁহার জপমালা (থলি সহিত) রক্ষিত হইয়াছিল। লালবিহারী, ঝাঁপি হইতে চরণছাপা বাহির করিয়া, প্রভুর সম্মুখে ধরিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতঃ, এই নৌকার কথা কি বলিতেছেন?" প্রভু সহাস্য-বদনে বলিলেন, "ভাল মোর বাবা!" এবং জামাতার পৃষ্ঠে সাদরে করার্পণপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন, "চিরজীবী হও।" তৎপরে তিনি তাঁহার বক্ষোপরি রাধাকৃষ্ণের চরণছাপা দু'খানি স্থাপন করিতে আদেশ করিলেন। চরণছাপা তাঁহার বক্ষঃস্থলে রক্ষিত হইল।

শীতকাল, রাত্রি শেষ, তাহাতে আবার গঙ্গাতীরের শীতল বাতাসে সকলেরই শীতবোধ হইতেছিল। প্রভু, তাঁহার ভাগিনেয় জগদীশকে ডাকিয়া, সকলের শীত নিবারণার্থে

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

আগুন জ্বালিতে আদেশ করিলেন। মাঘ মাসে, বিশেষতঃ সেদিন ভীম একাদশীর উপবাস গিয়াছে, নিশান্তে ব্রাহ্ম-মূহূর্ত্তে গঙ্গাবগাহন করিতে অনেকগুলি প্রাচীন স্ত্রীলোক ও পুরুষ গঙ্গাঘাটে সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই সেখানে দাঁড়াইয়া, ইহলোক-জিহাসু মহাত্মা কৃষ্ণকমলদেবকে দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখোক্ত কথা শুনিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই বলিয়াছিলেন যে, এমন সজ্ঞান ব্যক্তিকে কেন তীরস্থ করা হইয়াছে? মরণের ত কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। আমাদের প্রভু, সেই সময়ে সকলকে বাচনিক সম্মান প্রদান করিয়া, আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। জগদীশ, সাশ্রুনয়নে তাঁহার চরণোপান্তে বসিয়া বলিলেন, "মামা যদি আপনার মনে কোন বাসনা থাকে দাসকে আজ্ঞা করুন।" দেব কৃষ্ণকমল উত্তর করিলেন, "কিছুই নাই।" জগদীশ বলিলেন "আজ্ঞা হয় ত, কিছু দুগ্ধ আপনার পানার্থে আনিয়া দিই?" প্রভু নিষেধ করিলেন; ক্ষণকাল পরে কহিলেন "উঃ! যেমন শীত তেমনি দাহ; সের খানিক গঙ্গাজল আন দেখি।" জগদীশ তৎক্ষণাৎ নদী হইতে জল আনিয়া দিলেন। প্রভু তাহার কিঞ্চিৎ পান করিলেন ও কিঞ্চিৎ হস্তে লইয়া লোচনে, ললাটে ও মস্তকে দিলেন।

ব্রাহ্ম-মূহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানে বলা উচিত যে, কৃষ্ণকমলদেব চিরদিন ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তের মর্য্যাদা করিতেন। শিশিরাবরণ ভেদ করিয়া, প্রাতঃ প্রভাকরের রক্তিমাকৃতি ক্ষুণ্ণভাবে আভাসিত হইতেছিল। বিরাটব্যাপিনী বৎসলা জগৎপ্রকৃতি, কৃষ্ণকমল বালক কোলে পাইয়া নিজসুতজ্ঞানে

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

গঙ্গাঘাটে আসিয়াছি, জননী জাহ্নবীকে দর্শন করুন।" দেব কৃষ্ণকমল নয়ন উন্মীলিত করিয়া, সুরধুনি-সন্দর্শনকরত কৃতাঞ্জলি ভাবে স্তব করিলেন, পরে বাক্যদ্বারা নমস্কার করিয়াছিলেন। অনন্তর, প্রভু সস্মিত মধুর বচনে নিজজামাতা লালবিহারীকে বলিলেন, "কি বলিলে? বৎস! ঘাটে আসিয়াছি? নৌকা কোথায়?" লালবিহাবী বাবু, বোধ করি, সে সময়ে প্রভুর একথার তাৎপর্য্যার্থে মনোনিবেশ না করিয়া, রোগধর্ম্ম প্রলাপ-বচন মনে করিয়াছিলেন; কহিলেন, "তাত, কোন্ নৌকার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন?— যে নৌকায় গঙ্গাপার হইয়াছিলেন?" প্রভু উত্তর করিলেন, "না বৎস, যে নৌকায় পার হইব।" খাটিয়ায় প্রভুর মস্তকোপধান-পার্শ্বে তাঁহার নিত্যার্চ্চিত শ্রীগিরিধারি শিলা ও রাধাকৃষ্ণের চরণছাপা (একটি পিতলের ঝাঁপি মধ্যে) এবং তাঁহার জপমালা (থলি সহিত) রক্ষিত হইয়াছিল। লালবিহারী, ঝাঁপি হইতে চরণছাপা বাহির করিয়া, প্রভুর সম্মুখে ধরিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতঃ, এই নৌকার কথা কি বলিতেছেন?" প্রভু সহাস্য-বদনে বলিলেন, "ভাল মোর বাবা!" এবং জামাতার পৃষ্ঠে সাদরে করার্পণপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন, "চিরজীবী হও।" তৎপরে তিনি তাঁহার বক্ষোপরি রাধাকৃষ্ণের চরণছাপা দু'খানি স্থাপন করিতে আদেশ করিলেন। চরণছাপা তাঁহার বক্ষঃস্থলে রক্ষিত হইল।

শীতকাল, রাত্রি শেষ, তাহাতে আবার গঙ্গাতীরের শীতল বাতাসে সকলেরই শীতবোধ হইতেছিল। প্রভু, তাঁহার ভাগিনেয় জগদীশকে ডাকিয়া, সকলের শীত নিবারণার্থে

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri

আগুন জ্বালিতে আদেশ করিলেন। মাঘ মাসে, বিশেষতঃ সেদিন ভীম একাদশীর উপবাস গিয়াছে, নিশান্তে ব্রাহ্ম-মূহূর্ত্তে গঙ্গাবগাহন করিতে অনেকগুলি প্রাচীন স্ত্রীলোক ও পুরুষ গঙ্গাঘাটে সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই সেখানে দাঁড়াইয়া, ইহলোক-জিহাসু মহাত্মা কৃষ্ণকমলদেবকে দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখোক্ত কথা শুনিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই বলিয়াছিলেন যে, এমন সজ্ঞান ব্যক্তিকে কেন তীরস্থ করা হইয়াছে? মরণের ত কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। আমাদের প্রভু, সেই সময়ে সকলকে বাচনিক সম্মান প্রদান করিয়া, আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। জগদীশ, সাশ্রুনয়নে তাঁহার চরণোপান্তে বসিয়া বলিলেন, "মামা যদি আপনার মনে কোন বাসনা থাকে দাসকে আজ্ঞা করুন।" দেব কৃষ্ণকমল উত্তর করিলেন, "কিছুই নাই।" জগদীশ বলিলেন "আজ্ঞা হয় ত, কিছু দুগ্ধ আপনার পানার্থে আনিয়া দিই?" প্রভু নিষেধ করিলেন; ক্ষণকাল পরে কহিলেন "উঃ! যেমন শীত তেমনি দাহ; সের খানিক গঙ্গাজল আন দেখি।" জগদীশ তৎক্ষণাৎ নদী হইতে জল আনিয়া দিলেন। প্রভু তাহার কিঞ্চিৎ পান করিলেন ও কিঞ্চিৎ হস্তে লইয়া লোচনে, ললাটে ও মস্তকে দিলেন।

ব্রাহ্ম-মূহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানে বলা উচিত যে, কৃষ্ণকমলদেব চিরদিন ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তের মর্য্যাদা করিতেন। শিশিরাবরণ ভেদ করিয়া, প্রাতঃ প্রভাকরের রক্তিমাকৃতি ক্ষুণ্ণভাবে আভাসিত হইতেছিল। বিরাটব্যাপিনী বৎসলা জগৎপ্রকৃতি, কৃষ্ণকমল বালক কোলে পাইয়া নিজসুতজ্ঞানে

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

পোষণ করত কত আশা হৃদয়ে রোপণ করিয়াছিলেন ; কত আদরে বালক কোলে লইয়া, কত ভাবে নাচাইয়াছিলেন ; বালকের নৃত্যলীলা-কৌতুক দেখিয়া, নিরবধি আনন্দনীরে ভাসিতেছিলেন। কৃষ্ণকমল আর তাঁহার কোলে থাকিবেন না, আর তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিবেন না, তাঁহার আঙ্গিনায় তেমন করিয়া নাচিবেন না। বালক নিজ-জননীর সমাচার পাইয়াছেন। জননী. বহুদিন সন্তানের মুখ না দেখিয়া, ব্যাকুল অন্তরে ডাকিতেছেন, দেব কৃষ্ণকমল অচিরাৎ সেই তুরীয়া মাতার কোলে যাইবেন, জানিতে পারিয়া জগৎপ্রকৃতি শোকান্বিতা। তাঁহার লোচন-রূপ কিরণমালী শোকে রক্তিমাকার ধারণ করিয়াছে—শিশিরচ্ছলে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছে। দেব কৃষ্ণকমল বাচনিক নমস্কার করিয়া যেন অরুণদেবের নিকট হইতে বিদায় লইলেন, কারণ, তিনি এখন দেব দিবাকরের অগোচর ধামে যাত্রা করিতেছেন, "যাঁহা চন্দ্র সূরয নাহি আওয়ে, যাঁহা শোকতাপ নাহি পাওয়ে, যাঁহা নহি জমিন আশমানা।"

গঙ্গার যে ঘাটে থাকিয়া এতক্ষণ দেব কৃষ্ণকমল তাঁহার নিত্যধামগমনের শুভ সময় প্রতীক্ষা করিতেছেন,সে ঘাটকে সেখানকার লোক ঢালাঘাট, কেহবা বাবুঘাটও বলিয়া থাকে। সেই ঘাটের উপরি-প্রদেশে পথ-পার্শ্বে সাধু কেদারনাথ নামক জনৈক প্রবয়া সন্ন্যাসীর আশ্রম কুটীর। সন্ন্যাসীটীর পূর্ব্বাশ্রম-সম্বন্ধে, তিনি একজন পশ্চিমবঙ্গ-প্রদেশীয় শিক্ষিত ভদ্রকুলোদ্ভব বলিয়া বোধ হয়। কার্য্যকলাপে বা বাক্যালাপে তাঁহার কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা লক্ষিত হইত না। চুঁচড়াবাসী ও তৎসমীপস্থ জনসাধারণের নিকট তিনি বিদ্বান্ ও সদাচারিত,

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri Siddhanta Foundation

নিরভিমানী এবং যথার্থ বিরক্ত-স্বভাব সাধু বলিয়া পরিচিত ও অনেকেরই শ্রদ্ধা ভক্তির ভাজন ছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে যোগবলে বাস্তবিক অধ্যাত্ম-জ্যোতিঃ সর্ব্বদা ভাসমান হইত। ফল কথা, সাধুজনোচিত গুণ-সম্পত্তি সাধু কেদারনাথের চরিত্রে প্রায় সকলগুলিই বর্ত্তমান ছিল। প্রতিবাসি-লোক তাঁহাকে "বাওয়াজী মহাশয়" বলিত। সে যাহা হউক্, কৃষ্ণকমলজীবন-প্রবাহের অনন্ত সঙ্গম সন্নিহিত আমাদের নৈরাশ্যসিক্ত হৃদয়ের ন্যায় শিশিরসিক্তনিশান্ত সময়ে, যখন প্রভুর স্বজনগণের জীবন-সুখ সঙ্গে লইয়া, শুক্লা-দ্বাদশীর অংশহীন অংশুমালী অস্তাচলে গমনোন্মুখ, আমরা প্রভুকে লইয়া বিষাদাচ্ছন্ন মনে হরিধ্বনি করিতে করিতে সাধু কেদারনাথের আশ্রম দ্বার পথে গঙ্গাভিমুখে গমন করিতেছিলাম; তখন, বোধ করি, সাধু তাঁহার কুটীর মধ্যে ধ্যানপর আসীন ছিলেন; সহসা হরিনামের ধ্বনি, তাঁহার শ্রুতিপথে হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া, প্রতিধ্বনিত হইল। বলিতে পারি না, কি ভাবে, কি ভাবিয়া, উদার-চরিত ভাবুক-ভক্ত কেদারনাথ উচ্চরবে হরিবোল বলিয়া কুটীর ইইতে বহির্গত হইয়াছিলেন এবং অননুরুদ্ধ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গা-ঘাটে আসিয়াছিলেন। যতক্ষণ কৃষ্ণকমল দেব দেহ-সম্বন্ধ পরিহার না করিয়াছিলেন, ততক্ষণ সাধু গঙ্গাতীরে সেই মাঘ-মাসের নিশান্ত-কালীন দুরন্ত শীতে, অনাবৃত কলেবর, কৌপীন-মাত্র বসন, অচলভাবে তাঁহার সন্নিকটে দণ্ডায়মান ছিলেন। কত কালের বন্ধুর মত, তিনি আমাদিগের প্রতি তাৎকালিক কর্ত্তব্যতার নির্দ্দেশ করিতেছিলেন। সাধু কেদারনাথ সেই ধুজ্জটিভাষ্ট সিদ্ধধাম-গত কাম সাধকবর কৃষ্ণকমলের সহর্ষ

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

প্রয়াণ-বিধির সাধুবাদকরত সোল্লাস মনে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "ওহে ! উনবিংশ শতাব্দীর অবিশ্বাসী যুবক সাধকের সাধের মরণ দেখিয়া যাও।"

এখন প্রভু কৃষ্ণকমলের জীবনাবসানের সহিত তাঁহার জীবনীর শেষ হইয়া আসিল। সেই শকাব্দা ১৮০৯ সন ১২৯৪ সাল, ১৮৮৮খৃষ্টাব্দ. ১২ই মাঘ শুক্লা দ্বাদশী তিথি, বুধবার প্রভুর প্রত্যেক সেবক ও স্বজনের স্মৃতি-পত্রে বিরহানল-সন্তপ্ত শোকায়ঃশলাকায় দগ্ধাঙ্কিত, যে দিন ব্রাহ্মমূহূর্ত্তে কৃষ্ণকমল দেব, দেব বিভাকরের নিকটে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া, নীরবে শয়ান রহিলেন। এতাবৎ আমি প্রভুর শ্রীচরণ পরাঙ্মুখ সেবা সুখ বঞ্চিত দুরদৃষ্ট তনয়, প্রয়োণোন্মুখ পিতৃদেবের পার্শ্বে, খাটিয়ায় বাহুতে বাহুদ্বয় রাখিয়া, মৃদাসনে নিস্তব্ধ বসিয়া আছি ; কখন ভক্তজনের ধ্যানসুখাস্পদ আনন্দঘন সেই মুখ-চন্দ্রমা অনিমেষনয়নে নিরীক্ষণ করিতেছি, যাহার সকল প্রকাশে মানসাকাশ-বিকীর্ণ বিশ্ব বাসনা রূপ নক্ষত্রকুল ক্ষীণপ্রভ ও অদৃশ্য হইয়া যায় ; কখন বা সেই হৃদয়োল্লাসকর, তরুণারুণ-রক্তিম, পরিণাম সম্পদ্ চরণারবিন্দ সন্দর্শন করিতেছি, হৃৎ-সরোবরে যাহার বিকাশে ত্রিতাপ সন্তপ্ত প্রাণ শীতল হয়। কখন মোহ-শোকে হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিতেছে, কখন বা বিবেক বৈরাগ্য আসিয়া তাহা বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে। মনে হইতেছে যেন, সর্ব্বত্র বিস্তারিত মৃত্যুদ্বার উদ্ঘাটিত, অখিল জীব তাহাতে প্রবেশপূর্ব্বক প্রভুর পাদমূলে বিলয়-প্রাপ্ত হইতেছে। এই নিখিল বিশ্ব যাহার লীলা-বিলাস-হেতু, তাঁহার লীলাবসানে, যেন তাঁহাতেই বিলীন হইতেছে। আমি

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

আছি কি নাই আমি বুঝিতে পারিতেছি না, যেন সকল শূন্যময় হইল ; আবার অহম্বোধের আনুসঙ্গিক হইয়া সকল প্রকাশমান হইল। এইরূপে উপাধিময় জগতের ভবাত্যয় যেন ক্রমান্বয়ে আমার সমক্ষে গতাগতি করিতেছে। মনে হইল যে প্রভুর এ দিব্য-বিগ্রহ প্রত্যক্ষ-ভাবে এ জীবনে আর দেখিতে পাইব না; পিতৃদেবের শান্তিকর সন্নিকর্ষে থাকিয়া, আনন্দকর শ্রীমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া, হৃদয়োল্লাসকর "বাবা" সম্বোধন করিয়া, জীবনে স্বভাবতঃই যে বাল জীবন সম্পৎ পবিত্রতার সঞ্চার হইত, হায় ! আমি দুরদৃষ্ট হেতু এ জীবনের মত তাহাতে বঞ্চিত হইলাম। বিষাদ বাষ্প-পূরিত লোচনে তূর্য্যপাদ মাধুর্য্য-সদন প্রভুর শ্রীমুখ-মণ্ডলে চাহিয়া কাতর-স্বরে জন্মের মত ডাকিলাম "বাবা" ! পিতৃদেব প্রসন্ন নয়নে দয়ার্হ তনয়ের পানে তাকাইয়া বলিলেন "কেন বৎস ?" পরে তিনি, আমাকে শোকাতুর জানিয়া, সান্ত্বনার্থে বলিলেন "বৎস, কাতর হইও না ; দেখ আমি যথা-সময়েই যাইতেছি, ইহাতে শোকের কারণ নাই। ইষ্টদেবে ভক্তি রাখিও, ভয় কি ? দুঃখ পাইবে না, অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। এখন বিষাদে অবসন্ন হইলে চলিবে না, ধৈর্য্য ধর, সাহসে বুক বাঁধ, যাহা কর্ত্তব্য তাহা কর।" বলিলাম, "পিতঃ ! আপনার প্রাণোপম নিত্য-সেবার ঠাকুর শ্রীগিরিধারিজীর সেবা কে করিবে ? আমি কি সেবাজ্ঞা পাইতে পারি ?" পিতৃদেব উত্তর করিলেন, "গিরিধারী আমার প্রাণ, জগৎ গিরিধারীর দাস, জগৎ-গিরিধারীময় ; তোমরা গিরিধারীর, এই জ্ঞানে আমি এতাবৎ তোমাদের সেবা করিয়াছি, পালন করি নাই। প্রতি-পালনের কর্ত্তা—গিরিধারিকেই জানিও, এই ভাব লইয়া

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

সংসার করিও।" এই প্রকার উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক প্রভু কহিলেন "গিরিধারী যাহা বলেন তাহাই বলি,, কর্ত্তা, নেতা, সকলই তিনি ; গিরিধারী আমার সঙ্গে যাইবেন।"

তদন্তর কৃষ্ণকমলদেব তাঁহার কণ্ঠাধঃপ্রদেশে শ্রীগিরিধারী-দেবকে স্থাপন করিতে কহিলেন। প্রভুর আদেশ মত গিরিধারী স্থাপন পূর্ব্বক বিচলনাশঙ্কায় তাঁহার সংখ্যানাম জপার্থ সুলম্ব তুলসীমালা থলি হইতে বাহির করিয়া, তদ্দ্বারা ঠাকুরকে দৃঢ়ভাবে বেষ্টিত করা হইল। সেই সময়ে সাধু কেদারনাথ বারম্বার ধন্যবাদ-করত উদ্দীপ্তভাবোল্লাসে আবার উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন, "কে কোথায় আছ উনবিংশ শতাব্দীর অবিশ্বাসী নব্য-যুবক, ভক্ত সাধকের সাধের মরণ—মরণ নয়, ·· আনন্দময় অমৃতধামে শুভ-যাত্রা, একবার আসিয়া দর্শন কর, জীবন পবিত্র হইবে।

দেব কৃষ্ণকমল, স্বহস্তে তাঁহার গাত্রস্থ গীতগোবিন্দ। রেশমী নামাবলীবিশেষ) টানিয়া লইয়া, তদ্দ্বারা বক্ষ ও মস্তক আবৃত করিলেন। তদন্তর তিনি, ক্ষণকাল ধ্যানস্থভাবে থাকিয়া, স্বহস্তেই মুখমণ্ডলের বসনাবরণ উদ্ঘাটন করিলেন, এবং আমার করধারণপূর্ব্বক জামাতা লালবিহারীর হস্তে স্থাপন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "নিত্যগোপাল সংসার-ব্যাপারে অনভিজ্ঞ, ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিও।" এইমাত্র বলিয়া, তিনি আমার পানে একবার কৃপাবলোকনে তাকাইলেন, সহাসবদনে যেন ইঙ্গিতে বলিলেন, "চলিলাম।" এই আমার পিতৃদেব প্রভু কৃষ্ণকমলদেবের জীবন্ত-মূর্ত্তির অন্তিম-দর্শন। সেই মুক্তাবলি-সদৃশ স্মিতোল্লসিত-দশনকান্তি, চিদ্ধাম-মাধুর্য্য-মাজ্জিত মুখ-

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

মণ্ডলের ছবি, আমারস্মৃতিপটাঙ্কিত তাঁহার জীবিত-কালের সকল ছবি আবৃত করিয়া, ভাসমান হইল। ক্ষণকাল পরেই তিনি নয়নদ্বয় নিমীলিতকরত হেয় প্রপঞ্চে দৃষ্টিগতি অবরুদ্ধ করিলেন। কেহই বুঝিতে পারিলাম না, প্রভু, তাঁহার ভৌতিক শরীর পরিত্যাগ করিয়া, কোন্ পথে স্ব-ধামে চলিয়া গেলেন।

সাধু কেদারনাথের ব্যবস্থানুসারে প্রভুর কণ্ঠাধঃস্থাপিত গিরিধারীশিলা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করাই সকলের অনুমোদিত হইল; আশ্চর্য্যের বিষয় যে, প্রভুর বক্ষোপরি-সংরক্ষিত জপমালা-পরিবেষ্টিত সে শিলাময় ঠাকুর আর পাওয়া গেল না; পাতি পাতি করিয়া অন্বেষণ করা হইল, গিরিধারী-শিলা কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল না। মালা রহিয়াছে, গিরিধারী নাই। প্রভু কৃষ্ণকমল ত বলিয়াছেন, "গিরিধারী আমার প্রাণ" সত্যই তবে, তাঁহার প্রাণঘন শিলাকৃতি গিরিধারী তাঁহার প্রাণে বিলীন,—তাঁহার সহিত অন্তর্হিত হইয়াছেন? তিনি ত বলিয়াছেন, "গিরিধারী আমার কর্ত্তা, নেতা।" সত্যই তবে, তাঁহার সচ্চিদানন্দঘন প্রাণের ঠাকুর স্বীয় প্রিয়তম ভক্তকে লইয়া স্বধামে যাত্রা করিয়াছেন! আর এই দৃশ্যমান্ বিশ্বসংসারে দেব কৃষ্ণকমলের কমনীয় মূর্ত্তি নেত্র-গোচর হইবে না! তাঁহার প্রাণময় জীবনাধার গিরিধারীও আর ইহজগতে দর্শনীয় নহে, অন্বেষণ করা বৃথা।

তৎকালে মহাত্মা কেদারনাথের হৃদয় সুমহান্ পবিত্রভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছিল; তাঁহার সেই ভাব-পূর্ণ হৃদয় হইতে যে ভূরি ভূরি ধন্যবাদ ও হরিধ্বনির তরঙ্গ উঠিয়াছিল, সে তরঙ্গ, উদ্বেলিত হইয়া দর্শকমাত্রেরই চিত্ত ভাবাভিষিক্ত করিয়াছিল।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

সেইভাবে এবং শিবাবাস-নিষেসিত বিবেক ও বৈরাগ্যের আবির্ভাবে স্বভাবতঃই আমার মনোমধ্যে মোহশোক প্রবেশ করিতে পারে নাই ; কিন্তু প্রভুর শবদেহ সৎকারান্তে গৃহে প্রত্যাগমন-কালে শ্মশান-সম্ভব সে বিবেক-বৈরাগ্য, মায়াধাম গৃহাশ্রমগত মোহানুরক্তির আভাস দূরতঃ দর্শন মাত্র স্বস্থানে পলায়ন করিল। ঘরে আসিয়া পরিজনগণের সমতিব্যাহারে তদীয় বিরহ বেদনায় বিহ্বল হইয়া দিনাতিপাত করিলাম।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

তালিকা—১

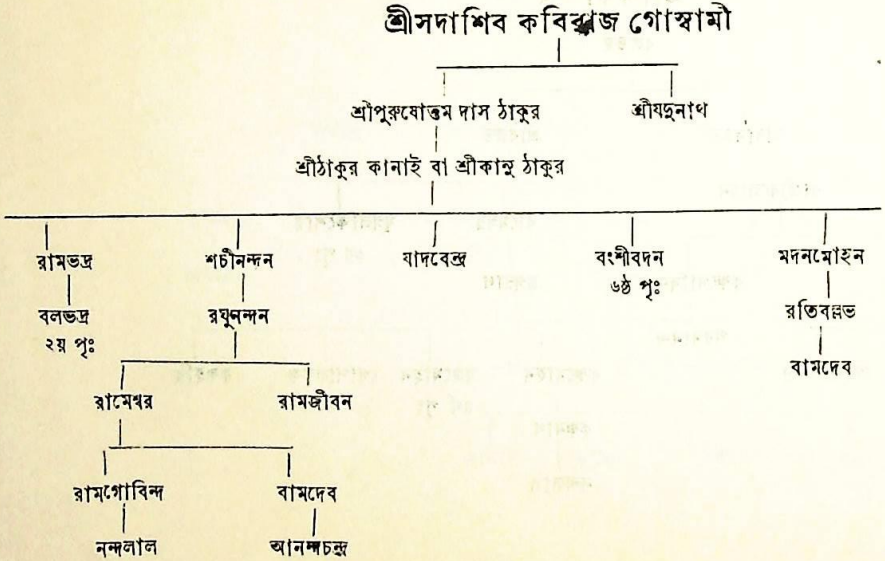

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

তালিকা—২

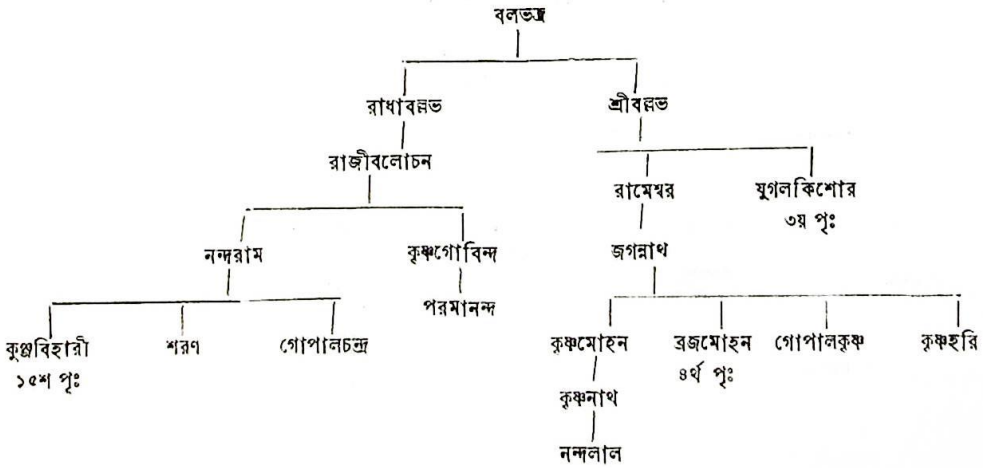

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

তালিকা—৩

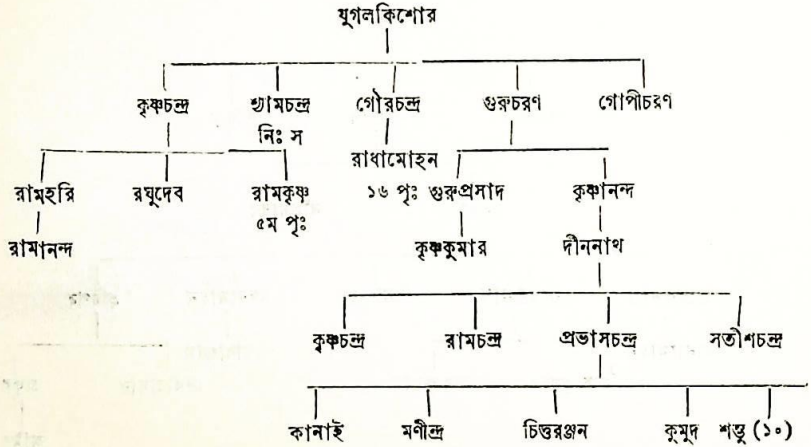

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

তালিকা—৪

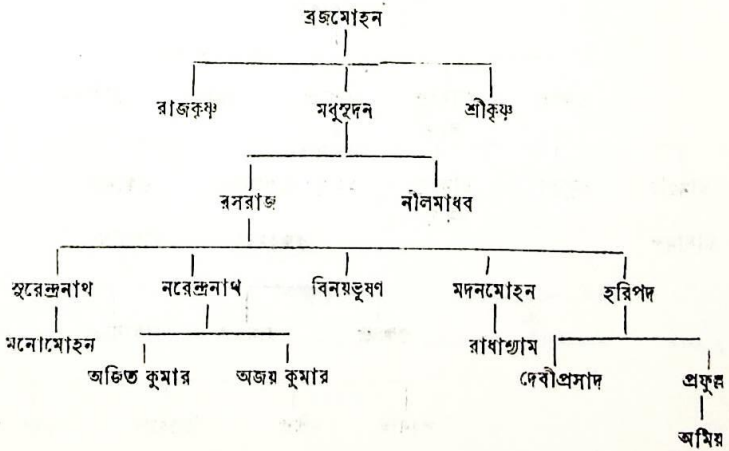

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

তালিকা—৫

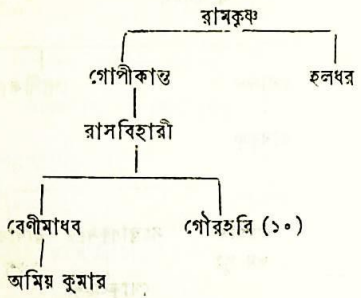

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

তালিকা—৬

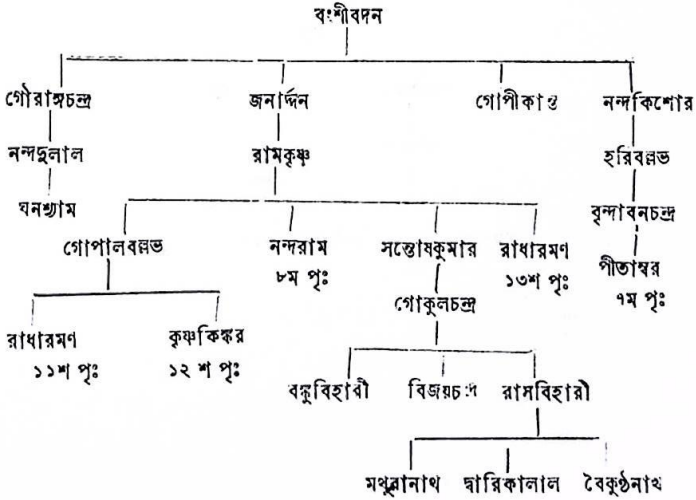

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

তালিকা—৭

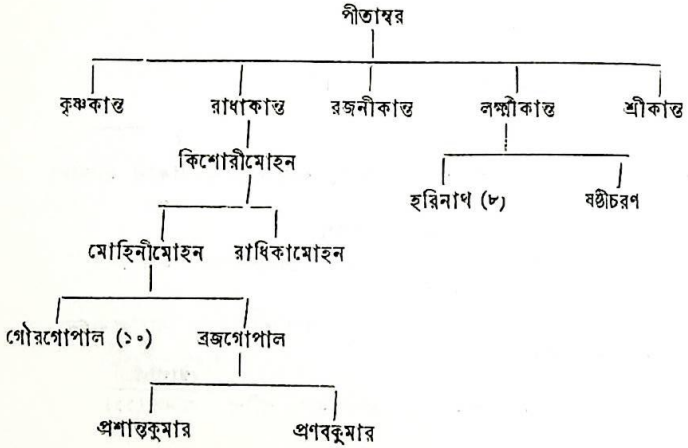

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

তালিকা—৮

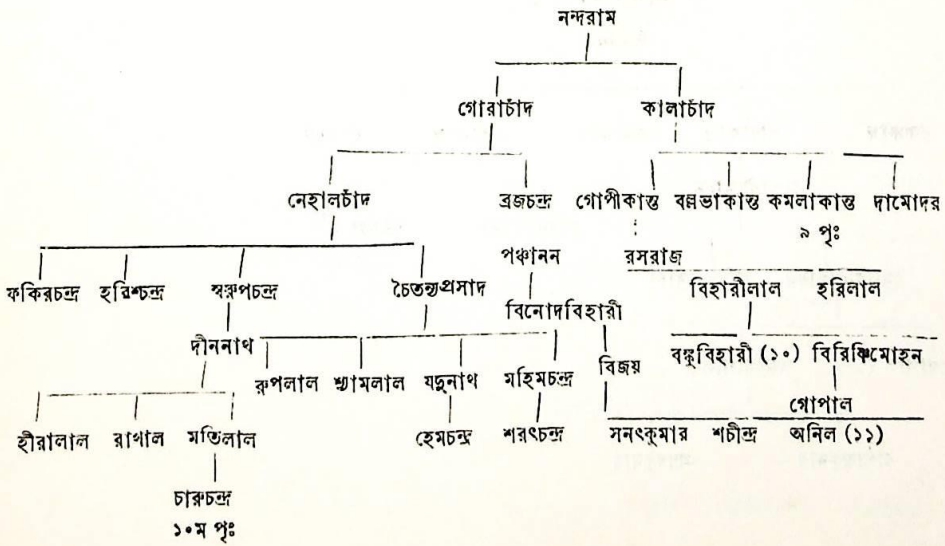

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

তালিকা—৯

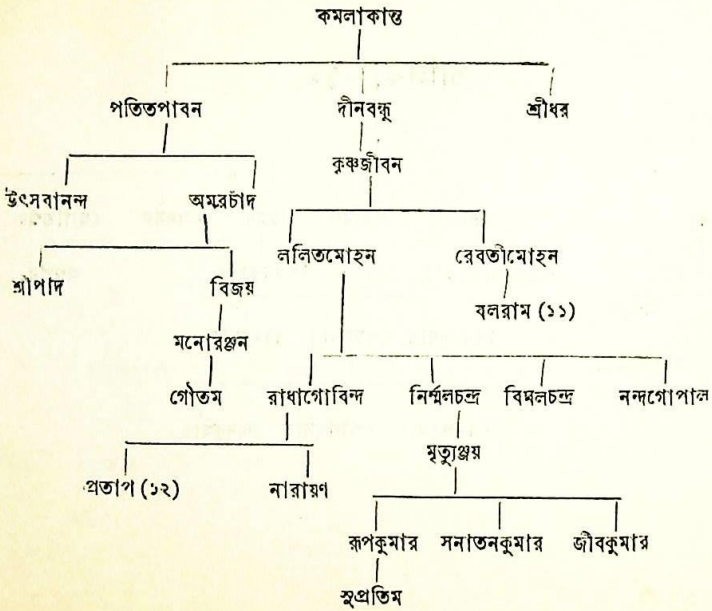

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

তালিকা—১০

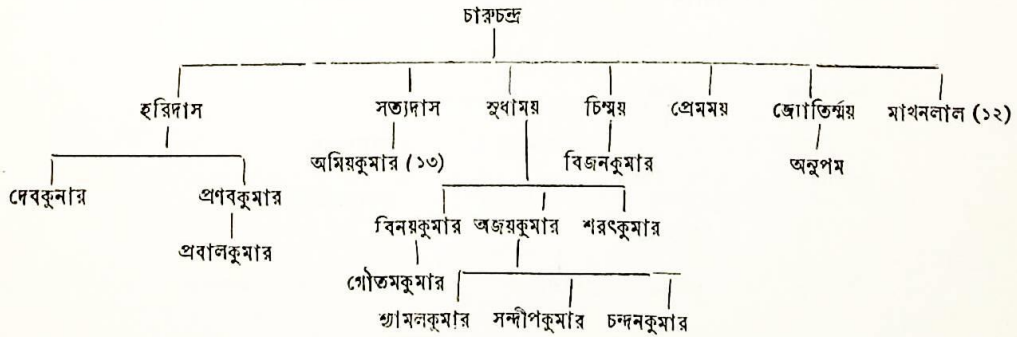

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

তালিকা—১১

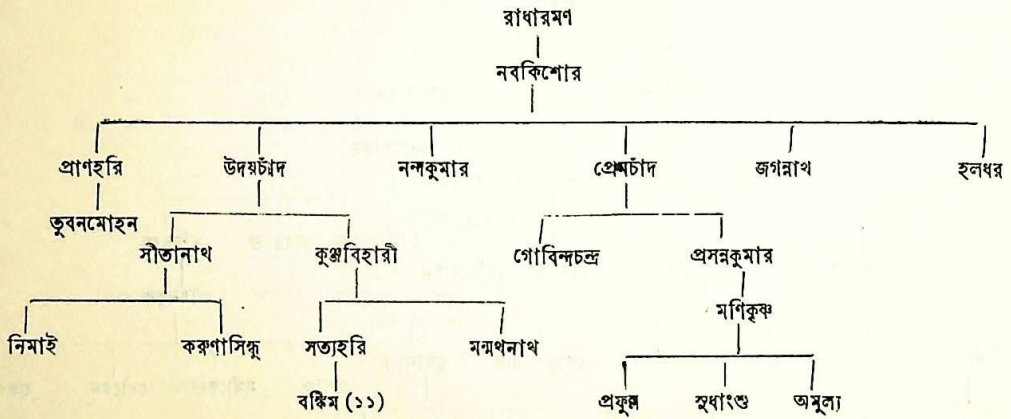

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

তালিকা—১২

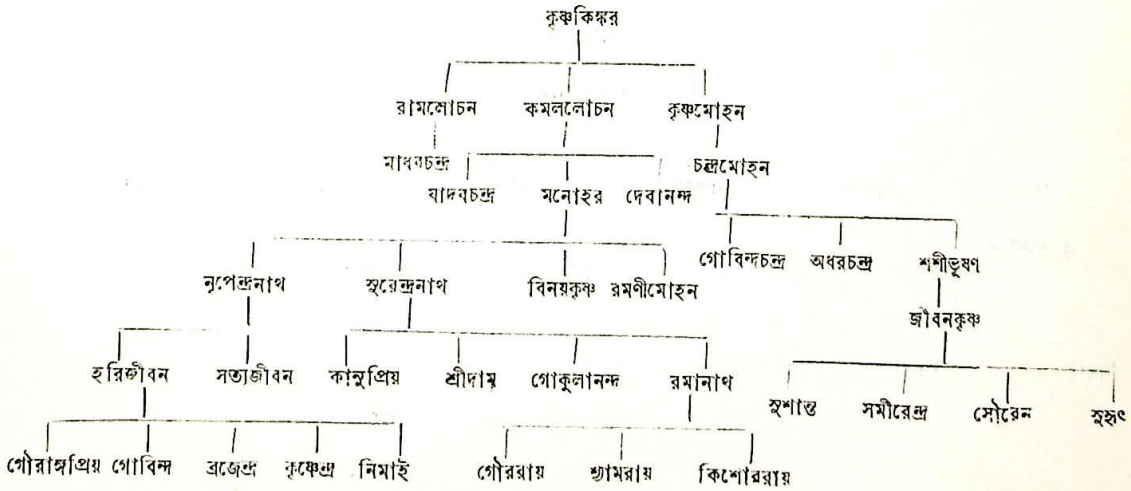

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

তালিকা—১৩

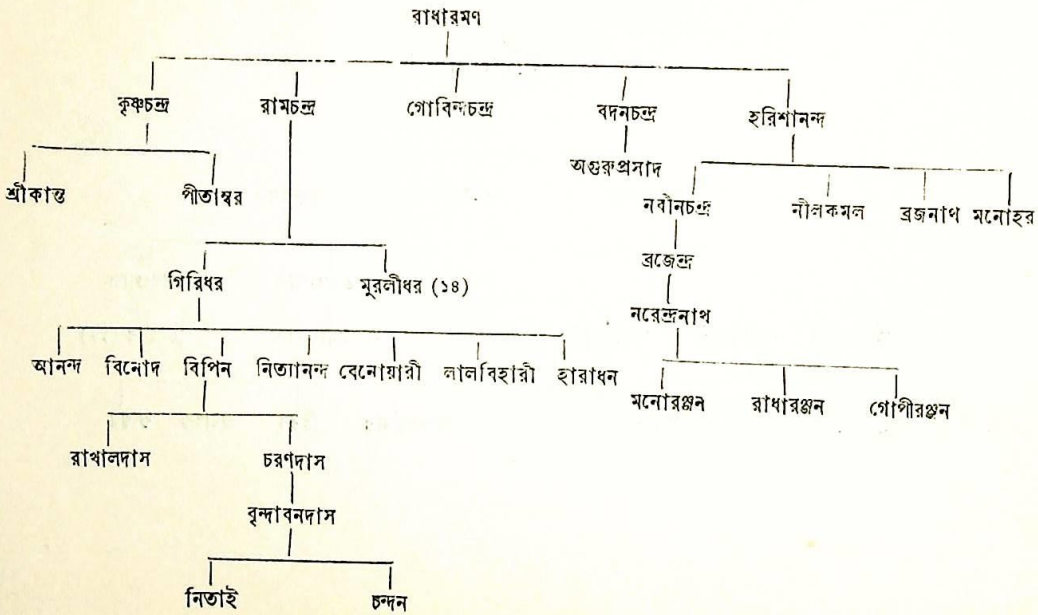

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

তালিকা—১৪

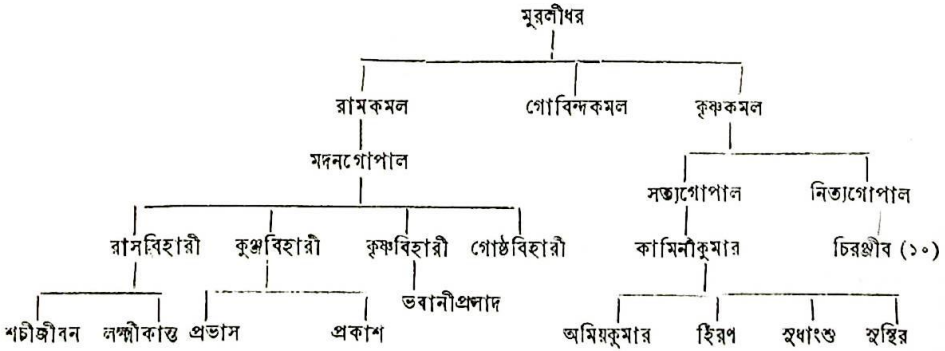

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

তালিকা—১৫

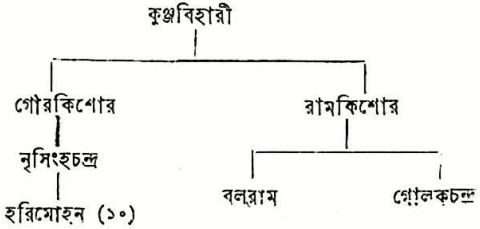

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

তালিকা—১৪

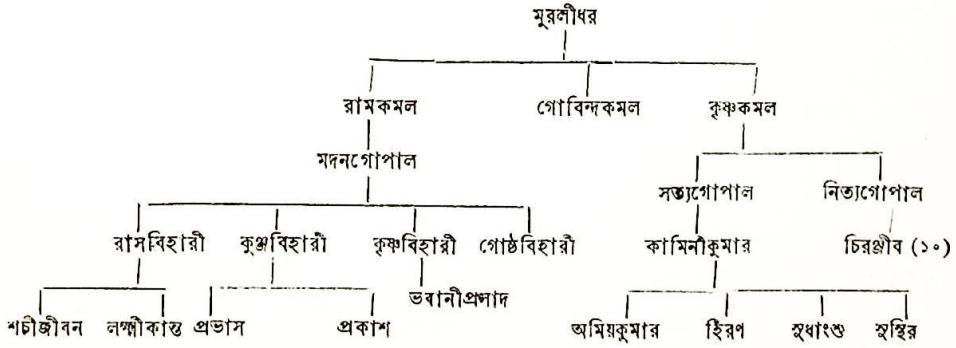

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

তালিকা—১৫

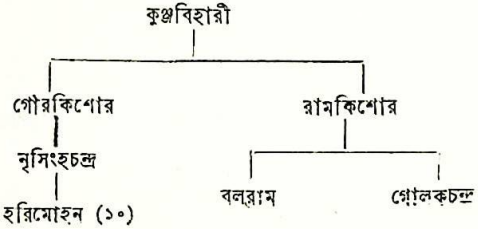

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

তালিকা—১৬

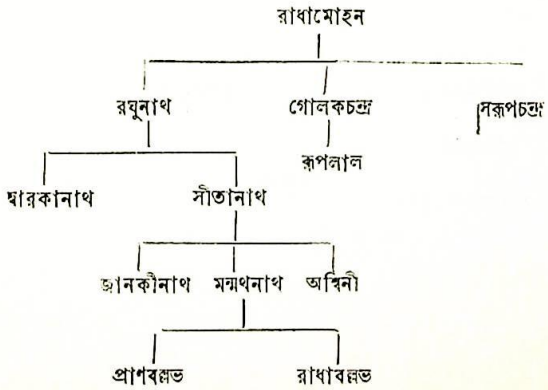

(শ্রীমৎ বিহারীলাল গোস্বামীপ্রভু কৃত "শ্রীকানু তত্ত্ব নির্ণয়" গ্রন্থ হইতে গৃহীত।)

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

প্রকাশকের নিবেদন

পূজ্যপাদ সজ্জন-সম্মানিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের তিরোধানের পর, তাঁহার রচিত সমুদয় গ্রন্থাবলী, "কৃষ্ণকমল-গীতিকাব্য" নামে তদীয় উত্তরাধিকারিগণ কর্ত্তৃক যে কয়টি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়া থাকিবে, তন্মধ্যে সম্ভবতঃ যথাক্রমে শেষ দুইটি সংস্করণ হইতেছে—(১) গ্রন্থকারের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমৎ নিত্যগোপাল গোস্বামিপ্রভু কর্ত্তৃক বাঙ্গলা ১৩১৭ সালে সম্পাদিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ ; এবং (২) গ্রন্থকারের জ্যেষ্ঠ পুত্রের পুত্র, শ্রীমৎ কামিনী কুমার গোস্বামিপ্রভু কর্ত্তৃক ১৩৩৮ (?) সালে সম্পাদিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ। ইহার পর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহোদয় সঙ্কলিত উক্ত গ্রন্থাবলীর অংশ বিশেষ যাহা তৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইয়া, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গলা এম, এ, পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল বলিয়া শোনা যায়।

তাহার পর এ যাবৎ উক্ত গ্রন্থের অপর কোন সংস্করণ মুদ্রিত না হওয়ায় ইহা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থরূপে গণনীয় হইয়া, ব্রজ-লোকের অপ্রাকৃত চিন্ময় উজ্জ্বলরসবিদ্ সজ্জনগণের পক্ষে তদভাবে বিশেষ আক্ষেপের বিষয় হইতেছিল।

ইহার প্রতিকার নিমিত্ত, সম্ভবতঃ শ্রীভগবানেরই কৃপার প্রেরণায়, সম্প্রতি এই অভাব স্বয়ং অন্তরে অনুভব করিয়া এবং শ্রীবৃন্দারণ্যবাসী কতিপয় ভজনানন্দী ও অপ্রাকৃত প্রেমভক্তি রসিক বৈষ্ণব মহাত্মার অনুরোধে, কোন স্বনামধন্য উদারচেতা

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

এবং প্রসিদ্ধ শ্রীমন্ত হইয়াও স্বয়ং ভজনিষ্ঠ মহানুভব কর্ত্তৃক স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে উক্ত কবিবরকৃত গীতি-কাব্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে অন্যতম ও শ্রেষ্ঠতম "দিব্যোন্মাদ" বা 'রাই-উন্মাদিনী' নামক এই গ্রন্থখানি গ্রন্থকারের জীবনী ও অন্যান্য বিবরণ সহ মুদ্রাঙ্কণের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার গৃহীত হইয়াছে।

কেবল অর্থব্যয়ই নহে, তদীয় মূল্যবান সময় ব্যয় করিয়াও তিনি এই গ্রন্থ প্রকাশ বিষয়ে ঐকান্তিক আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত সর্ব্বদিকে লক্ষ্য রাখিয়া ও সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থা করিয়া যেরূপ সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন, ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচার বিষয়ে এরূপ ঐকান্তিকতা ও মহাপ্রাণতা আজিকার দিনে অতীব দুর্ল্লভ। তাঁহার বিশেষ নিষেধ থাকায় এই পবিত্র গ্রন্থসহ তদীয় পুণ্য নাম মুদ্রিত করিতে না পারিয়া, মণিকাঞ্চন সংযোগের সুযোগ হারা হইয়া বিশেষ দুঃখানুভব করিতেছি। তথাপি আমরা কেবল তদীয় সুদীর্ঘ জীবন ও সর্ব্বাঙ্গীন কুশল কামনার সহিত নির্ব্বাধ ভজনানুকূল্য লাভের জন্য শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ চরণ কমলে আন্তরিক প্রার্থনা জানাইতেছি। এই গ্রন্থ দ্বারা কাহারও কিঞ্চিৎ মাত্র উপকার সাধিত হইলে, তিনি উক্ত মহানুভবের মঙ্গল উদ্দেশ্যে শ্রীভগবৎ চরণে প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন—ইহাই সবিনয় নিবেদন।

পূর্ব্বোক্ত শেষ সংস্করণ দুইটি হইতেই এই নব প্রকাশিত গ্রন্থের সকল উপকরণ, কোথাও সম্পূর্ণভাবে এবং কোথাও বা কিঞ্চিৎ সংক্ষেপে সংগৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থ অনুশীলনে সজ্জনবৃন্দের আগ্রহ পরিদৃষ্ট হইলে ভবিষ্যৎ গ্রন্থকারকৃত সমগ্র গ্রন্থাবলী মুদ্রিত করিবার বাসনা রহিল।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

আমার অজ্ঞতা ও অনবধানতাবশতঃ এই গ্রন্থের যে সকল ত্রুটি পরিদৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা, সদাশয় পাঠকগণ কৃপা পূর্ব্বক উহা সংশোধন করিয়া লইবেন অথবা জানাইলে পরবর্ত্তী সংস্করণে উহা সংশোধন করা হইবে। ইতি—

ভক্ত চরণরেণুপ্রার্থী
প্রকাশক

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

"দিব্যোন্মাদ"—পরিচয় *

"হ্লাদিনীর সার—'প্রেম,' প্রেমসার—'ভাব'।
ভাবের পরমকাষ্ঠা—নাম—'মহাভাব'॥
মহাভাব-স্বরূপা—শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণ-খনি, কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি॥"

(শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত। ১।৪।৫৯)

"মহাভাব"

[ইহা যথাক্রমে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ; এবং কেবল ব্রজদেবীগণ ইহার আশ্রয়]

(১) রূঢ়-মহাভাব

(২) অধিরূঢ়-মহাভাব

(৩) মোদন
[পূর্ণ সম্ভোগে বা মিলনে। ইহার আশ্রয় কেবল শ্রীরাধা ও তদীয়া যূথস্থা গোপিকানিকর। এই অবস্থায় বিচ্ছেদ ঘটিলে তাহাই 'মোহন' হয়।]

(৪) মোহন
[পূর্ণ বিরহে বা বিপ্রলম্ভে। ইহার আশ্রয় কেবল শ্রীরাধা।]
মোহনের অনুভাব

(৫) মাদন
পূর্ণ সম্ভোগ মধ্যে পূর্ণ বিপ্রলম্ভ। যেমন সমুদ্রে বাড়বানল। ইহার আশ্রয় শ্রীরাধা ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ নাই। ইহা 'সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী'।]

"দিব্যোন্মাদ" (উদ্‌ঘূর্ণা, চিত্রজল্পাদিভেদ)

সর্ব্বোভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ।
রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥ (উজ্জ্বল। স্থায়ি ১৫৫)

অর্থ,—হ্লাদিনীসারভূত কৃষ্ণপ্রেমরস সকলভাবে উল্লসিত হইলে, তাহাকে 'মাদন' কহে। ইহা একমাত্র শ্রীরাধিকাতেই সদা বিরাজিত।

উক্ত 'মোহন' ও 'মাদনাখ্যা' মহাভাবময়ী শ্রীরাধার প্রেমরসসীমা আস্বাদনের প্রলোভনে শ্রীরাধা সনে শ্রীমাধবের একীভূততনুই—**শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর**। মাদনের সকল অনুভাব ও তৎসল মোহনের সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব সকল একমাত্র শ্রীগৌরতনুতেই প্রকটিত দেখা গিয়াছে। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। ২।১৩।৯৭ ১০৩ দ্রষ্টব্য)

---

(৩) 'মোদ'—আনন্দ, অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমানন্দের পরিসীমা।

(৪) 'মোহ'—ভ্রমাভা, অর্থাৎ ভ্রমসদৃশী চেষ্টা।

(৫) 'মোদ'—মত্ততা, অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমানন্দস্বাদনের মত্ততা বা উন্মাদন।

* কেবল [illegible] দিগ্‌দর্শিত হইল। বিস্তারিত আলোচনা শ্রীউজ্জ্বল উজ্জ্বলাদি ভক্তিরঙ্গ শাস্ত্র দ্রষ্টব্য।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri

দিব্যোন্মাদ
বা
রাই-উন্মাদিনী

গৌরচন্দ্র

রাগিণী—বেহাগ, তাল—ধ্রুপদ

চিন্ত চিত্ত শ্রীচৈতন্য-বদান্যপ্রধান মান্য,
শরণ্য-বরেণ্য-গণ্য কারুণ্যৈকসিন্ধু ধন্য।
করিতে জীবনিস্তার, করুণা করি বিস্তার,
তারয়ে ভব-দুস্তার আপনি হয়ে প্রসন্ন।

রুদ্র—তাল

প্রেম-চিন্তামণি-ধনী গৌরমণি,
এমনি দাতা-শিরোমণি কে ভুবনে ?
শিব-বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত ধনে, অসাধনে,
যেচে যেচে কৈল বিতরণে দীনজনে।

তাল—একতালা

না স্মরি পাসরি গৌর-কিশোর,
দিবানিশি বসি করিছ কি সোর ?
জান না ব্রজের যশোদা-কিশোর,
(ধ্রুপদ) জীব তরাইতে অবতীর্ণ।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

তাল—সোয়ারী

তিন ভাব মনে করি, স্বাদিতে নিজ মাধুরী,
রাধার স্বরূপ ধরি, নবদ্বীপে অবতরি,
নিজ-ভাব পরিহরি নাম ধরি গৌরহরি,
হরির বিরহে হরি কাঁদে বলে হরি হরি।

তাল—সুরফাক

মরি! দুটি চক্ষে বহে ধারা অনিবার,
দুঃখে বলে বার বার,—
(সোয়ারি) সেরূপ স্বরূপ! দেখা রে একবার,
—নতুবা এবার মরি।

তাল—একতালা

ক্ষণে গোরাচাঁদ হয়ে দিব্যোন্মাদ,
উদ্দীপন-ভাবে ভেবে কালাচাঁদ,
(ধ্রুপদ) ধর্‌তে চায় করিয়ে দৈন্য।

———

প্রস্তাবনা

যে অবধি ব্রজে নন্দ, হ'য়ে এল নিরানন্দ,
গোবিন্দ রাখিয়ে মধুপুরে;
সে অবধি যত দুঃখ, কহিলে সহস্র মুখ,
সে দুঃখ বর্ণিতে নাহি পারে।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

ব্রজেশ্বরী ব্রজেশ্বরে, করে করি ক্ষীরসরে,
উচ্চৈঃস্বরে বলে গোপাল আয় ;
শোকে জ্বলে দিবারাত্র, ক্ষান্ত নহে ক্ষণমাত্র,
নেত্রজলে গাত্র ভেসে যায়।
ক্ষণে করেন ক্রন্দন, ক্ষণে হয়ে নিস্পন্দন,
নন্দন-চরিত্র চিন্তি চিতে ;
উৎকণ্ঠায় হয়ে পূর্ত্তি স্বপ্নে দেখে সেই মূর্ত্তি,
বাহ্য-স্ফূর্ত্তি হয় আচম্বিতে।
কৃষ্ণশূন্য শয্যা হেরি, উঠে হাহাকার করি,
হরি হরি ! কে হরি হরিল,
বিষাদে যশোদারাণী, নিজ-শিরে হানি পাণি,
বিধাতারে কহিতে লাগিল।

শ্রীনন্দালয়

যশোদা ও সখীগণ

রাগিণী—মালকোষ, তাল—একতালা

যশোদা। ওহে দারুণ বিধি ! তোর এ দারুণ বিধি,
বিধি হ'য়ে তুই অবিধি করিলি,
—কেন দত্ত-অপহারী-হ'লি ?
ত্রিভুবনে যার নাহি প্রতিনিধি,
কৃপা করি দিলি হেন গুণনিধি ;

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

দিয়ে দুখ নিরবধি, দুঃখিনীরে বধি,
কি বাদ সাধি নিধি হ'রে নিলি।
কত শিবেরি সাধন, গৌরী আরাধন, ক'রে
আমি প্রাণভরা ধন কোলে পেয়েছিলাম ;
সে যে ধনের মত ধন, মনের মত ধন,
কি দোষে সে ধন হারাইলাম ?
বিনে কৃষ্ণধন আছে আর কি ধন,
জুড়াব জীবন হেরিয়ে কি ধন ?
সে যে আমার বাছাধন, জগৎবাছা ধন,
কি ব'লে সে ধনে বঞ্চনা করিলি।
বিধি, তোর সনে কি বাদ, ছিল রে সে বাদ, সেধে
নিয়ে গোকুলের চাঁদ মধুপুরে দিলি ?
আমার যত ছিল সাধ, না পুরিল সাধ,
সাধে কি বিষাদ ঘটাইলি ;
যদি বল, হরি হরিল অক্রুর,
বৃথা কেন মোরে কহ এত ক্রূর ?
বলি, তুই অতি ক্রূর, হইয়ে অক্রূর,
সুখের ব্রজপুর শূন্য করিলি।

———

সখি। (সুরে) গাম্ভীর্য্যে সাগর তুমি ধৈর্য্যে বসুমতী
ত্রিভুবনে তব সম নাহি বুদ্ধিমতী।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

ধরণী কাঁপিলে স্থির নহে কোন জন,
তেমনি তোমার দুঃখে দুঃখী সর্ব্বজন।
(মা গো) পাষাণ গলিত হয় শুনিলে বিলাপ,
ধৈর্য্য ধর ব্রজেশ্বরি ! যা'বে মমস্তাপ।

যশোদা। সখি ! আমি কি ক'রে ধৈর্য্য ধরি ? আমি যে আপন দোষে আমার নীলমণি হার্'য়েছি।

রাগিণী—ললিত-যোগিয়া, তাল—আড়া

হায় ! আমি কি করিলাম, পেয়ে রতন হারাইলাম,
পরের কথায় ঘরে দিলাম অনল গো !
অক্রূর বা কোথাকার কে, সে আমা সবাকার কে,
তাহাকে বা চিনে কে,—
সে কেন নীলমণিকে হ'রে নিল গো !

তাল—একতালা

আমায় কি ব'ল্‌বে বা লোকে, হায় ! যে বালকে,
পলকে পলকে শতবার হারাই ;
এখন হেন শশধরে, কোন্ পরাণে ধরে,
করে ধ'রে বিদায় ক'রে ঘরে যাই।

তাল—আড়া

এ ঘর হ'তে ও ঘর যেতে, অঞ্চল ধ'রে সাথে সাথে
ব'লত দে মা ননী খেতে,
সে নবনী অবনীতে প'ড়ে র'ল গো।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

ব্রজ-পথ

সুবল

সুবল। (সুরে) ওরে, আয় রে প্রাণের শ্রীদাম ভাই !
দাম, বসুদাম, সুদাম ভাই !
ত্বরায় তোরা আয় ভাই সবাই,
ভাই কানাই নিয়ে বনে যাই।

(শ্রীদামাদি রাখালগণের প্রবেশ)

রাগিণী—ভৈরব, তাল—রূপক

শ্রীদামাদি। প্রাণের ভাই সুবল ! বল্‌রে ভাই বল,
ভাই ব'লে ভাই বল্, মিছে আর ডাকিস্ কি কারণ ?
(ও ভাই) যে হ'তে নাই রাম-কানাই বল্, বসিলে উঠিতে নাই বল
কা'র বলে আর বনে যাই বল্, ক'রতে সুখের গোচারণ।

তাল—যদ্

বিনে কৃষ্ণ-গুণধাম, সুখের বৃন্দাবনধাম,
হয়েছে ক্রন্দনধাম, শ্রীহীন শ্রীধাম।
কি ডাকিস্ ভাই বলে শ্রীদাম ;
শ্রীদাম আর কি আছে শ্রীদাম ?
শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম,—
জীবন মাত্র আছে নাম।

তাল—রূপক

যত ধেনু বৎসগণ, দুখেতে হয়ে মগন,
মুখেতে না ধরে তৃণ, ধরায় পড়ে অচেতন।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

তাল—যৎ

কই কই সে প্রাণ কানাই, কই কই সে দাদা বলাই,
কই সে সবার সে বল কই ? কই সে দিন কই ?
কা'রে ল'য়ে বনে যাব, কা'রে বনফুলে সাজা'ব,
কা'রে দে'খে প্রাণ জুড়া'ব, কা'রে দুখের কথা কই ?

তাল—রূপক

গেলে কাননে সকলে, ঘেরিলে ভাই দাবানলে,
মরিলে সব বিষজলে. বল্ কে বাঁচাবে জীবন।

রাগিণী—যোগিয়া-মিশ্র, তাল—লোভা

সুবল। আজ নিশি অবসানে, রাখালরাজে করি মনে,
অচেতনে ছিলাম কতক্ষণ।
দেখি সেই কালশশী, মোর কাছে আসি বসি,
করে চাপি ধরিল নয়ন।
বদন দিয়ে শ্রবণে, কহে মোর কাণে কাণে,
"বল্ সুবল, আমি কোন জন ?"
দু'করে ধরিয়া কর, দেখি, অতি কোমল কর,
বল্‌রাম "তুমি ব্রজেন্দ্র নন্দন।"
তখন সম্মুখে আসি, আলিঙ্গিয়ে হাসি হাসি,
ব্রজবাসীর শুভ সুধাইল ;
স্পর্শেতে চেতন পেয়ে, হর্ষেতে দেখিলাম চেয়ে,
সে কালীয় কোথা লুকাইল।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

না দে'খে ভাবিলাম মনে, প্রিয় সখাগণ সনে,
সাক্ষাৎ করিতে বুঝি গেল ;
তাই সুধাই ভাই তোদের ঠাঁই, দে'খেছিস্ কি ভাই কানাই ?
দেখা দিয়ে কেন হেন কৈল ?
রাখালগণ। শুন ওহে সুবল ভাই, তোর ভাগ্যের সীমা নাই,
তোরে দেখা দিল সে ত্রিভঙ্গ ;
আলিঙ্গনে পেলি স্পর্শ, আয় ভাই তোরে করি স্পর্শ,
তোর স্পর্শে জুড়াইব অঙ্গ।
জানা গেল যে সম্প্রতি, সবা হ'তে তব প্রতি
অতি প্রীতি করে কালাচাঁদ ;
দেখি তোরে সকাতর, আসি প্রাণসখা তোর,
দেখা দিয়ে নাশিল বিষাদ।

রাগিণী--টোরি, তাল—মধ্যমান

তাই বলি রে ভাই রে সুবল, তুই ত কানাই পেয়েছিলি।
না বুঝে তার চতুরালি, হারাধন পেয়ে হারালি।
যখন শ্যাম-সুধাকরে, নয়ন ধরেছিল করে,
তখনি তার করে ধ'রে মোদের কেন না ডাকিলি।
পুনঃ যদি কোন ক্ষণে, দেখা দেয় কমলেক্ষণে,
যতনে ক'রে রক্ষণে জানা'বি তৎক্ষণে,
কেও ধর্‌ব তার কমল করে,
কেও থাক্‌ব তার চরণ ধরে,
তবে আর আমাদের ছেড়ে যেতে না'র্‌বে বনমালী।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

শ্রীরাধা-নিকেতন

শ্রীরাধা বিষণ্ণভাবে আসীনা

(সখিগণের প্রবেশ)

সখীগণ। (সুরে) উঠ উঠ বিনোদিনি ! কথা বল্ গো শুনি ;
কেন কমলিনি ! হ'য়েছ মলিনী ?
কি ভাব গো, ব'সে একাকিনী ?

রাধিকা। (সুরে) এস সবে মোর প্রিয়-নর্ম্মসহচরি ?
বঁধু ত এল না ব্রজে, বল কি আচারি ?

রাগিণী—জংলাট; তাল—একতালা

মরি হায় ! কি হ'ল !
সই, কি করি বল্, বিচার করি বল্,
ছিল যার বলেতে আমার করি-বল
ও সে হরি-বলকে বল্ কে হরিল ?

তাল—যদ্

(আমার) মনসাধ না পুরিতে, শ্যাম গেল মধুপুরীতে,
ত্বরিতে আসার আশা দিয়ে ; -প্রাণসজনি গো ;
(আমার) প্রাণ র'ল তার আশাবদ্ধ, হ'ল গো, তার আসা বদ্ধ,
—(সে যে আ'স্‌ব ব'লে আর ত ব্রজে এল না গো
বুঝি কার আশাবদ্ধ হ'য়ে—প্রাণসজনি গো।

তাল—একতালা

শুন ওগো বিশাখিকে ! মন বিনে দুঃখের সাথী কে ?
সেবিয়ে কল্পশাখীকে (আমার) কল্পনা অল্প না পুরিল ?
(আমার কল্পতরু সে নই)—

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri

তাল—যদ্

(বঁধূর) দুরূহ বিরহদাহে, অহরহ মন দহে,
বন দহে যেন দাবানলে,—প্রাণ সজনি গো ;
(সখি) শ্যামজলদ অভাবে, বল্ সে অনল কে নিবাবে
বুঝি ভাবে, মর্‌তে হ'বে জ্ব'লে প্রাণসজনি গো।

তাল—একতাল

যেমন ক্ষুধিত ফণী, উগারিল নিজ মণি,
ভেকে ভুকিল অমনি, ও সে মণি শোকে ফণী মরিল।
—(আমার তাই যে হল)

———

—(সুরে)—শুন প্রাণ সখি, মোর দুঃখের নিদান ;
প্রাণনাথ গেলে, তবু নাহি যায় প্রাণ !
ওরে অভাগীর প্রাণ ! তোরে তাই বলি ;
শ্রীকৃষ্ণ বিমুখ হ'য়ে কোন্ কাজে রলি ?

রাগিণী—ঝিঁঝিট, তাল—একতালা

কি কাজ নিলাজ প্রাণ, তোরে বলি,
এ দুখে, কি সুখে আর অন্তরে রলি ?
ওরে ! যখন শ্যামরায় গেল মথুরায়,
তুই কেনে তার সনে নাহি বাহির হলি ?
কুলাদি বিরহে [illegible]

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

প্রশংসা-বিরহে থেকে কি সুসার,
ত্য'জে সুধাসার, ভুঞ্জে কে বিষ আর
এখন বুঝে সারাসার, সার সার বলি।

—(অভাগিনীর পরাণ !)—

সে সব কি তব নাহি পড়ে মনে,
ধৈর্য্য ধ'রে র'লি কি ভাবিয়ে মনে,
আমি পাব ব'লে মন, দিয়ে প্রাণ মন,
দাসী হ'য়েছিলাম সে রাঙ্গাচরণে ;
প্রাণনাথ যখন ক'রেছেন গমন
তাঁর পাছে পাছে গেছে মোর মন,
তুই রে কেমন, না ক'রে গমন,
বলি, এ দেহে থাকিয়ে কি সুখ পাইলি ?

—(অভাগিনীর পরাণ)

ওরে ! যার আদরে তোর ছিল শতাদর,
সে যদি ত্যজিল ক'রে হতাদর,
এখন কার আদরে বল্ হবে সমাদর,
থাকিয়ে কি ফল হ'য়ে অনাদর ;
যে প্রাণবল্লভ কোটি-প্রাণাধিক,
জগতে কি আছে তাহার অধিক,
ধিক্ ধিক্ ! হিয়ে, কি কাজ রহিয়ে,
ওরে, এখনো ফাটিয়ে কেন না পড়িলি ?

—(অভাগিনীর হিয়ে)

বিশাখা। ভেবো না ভেবো না ধনি, বসিয়ে বিরলে
উজ্জ্বল কলহ, কণ্ঠ বাড়ায়ে সেবিলে।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

রাধিকা। মনোদুঃখ কারে কই, কেবা বুঝে সই ?
কি ছিলাম, কি হ'লাম আরো কিবা হই !

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা

সখি ! শ্যাম-প্রেম-সুখ-সাগরে,
সদা আমি মীনের মত ডু'বে রইতাম।
তখন আমি দুঃখের বেদনা জা'নতাম না গো।
ভা'বতাম্ এ সাগর কি শুকাইবে ;
আমার এম্‌নি ভাবে জনম যা'বে।
—(এই বৃন্দাবন-মাঝে)—
যখন উঠিত মানের তরঙ্গ,
তখন কতই বাড়িত রঙ্গ।
—(বঁধুর মনে, আমার মনে)—

তাল—খয়রা

ছিল প্রখর মুখর দুর্জ্জন-নিকর,
শরদভাস্কর-প্রায় গো ;-(তখন কতই বা ছিল)
হ'য়ে প্রবল-প্রতাপ সদা দিত তাপ,
লা'গ্‌ত না সে তাপ গায় গো।-(কত জ্বালাইত)

তাল—লোভা

তখন শ্যাম-নবজলধরে,
সবা থাক্‌ত শীতল ছায়া ক'রে।
—(তাদের সে তাপ লাগ্‌বে কেন)—

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

সে যে লীলামৃত বরষিয়ে,
আমার জুড়াইত তাপিত হিয়ে।

তাল—খয়রা

ছিল প্রেমবিবাদিনী পাপ ননদিনী,
কুন্তীরিণীর মত ফি'র্‌ত ;—(সে সাগরের মাঝে)
সদা থা'ক্‌ত তাকে বাকে, দে'খতে তা'কে বা কে
আপনি বিপাকে প'ড়্‌ত।—(পাপ ননদিনী)—

তাল—লোভা

আমি ভাসিয়া বেড়া'তাম সখি,
একবার চাইতাম না পালটি আঁখি।
—(পাপ ননদিনীর পানে)—

তাল—খয়রা

(হায় ! এমন সময়—)
দারুণ অক্রূর আসিয়ে অগস্ত্য হইয়ে,
গণ্ডুষে গ্রাসিয়ে গেল গো ;(আমার সুখের সাগর)
সে যে হ'রে নিল ইন্দু,শুকাইল সিন্ধু,
এক বিন্দু না রহিল গো। (আমার কপালদোষে)

তাল—লোভা

সেই সুখের সাগর সখি শুকাইল,
এখন আমার মেঘের পানে চাইতে হ'ল।
—(তৃষিত চাতকের মত)—

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা

শুন শুন সখীগণ, শ্রীকৃষ্ণ হিয়ার ধন,
কোথা গেল মোরে উপেখিয়ে ?
— (আমার প্রাণবল্লভ গো)—
কি হইল হায়-হায় ! প্রাণ মোর বাহিরায়,
কৃষ্ণমুখচন্দ্র না দেখিয়ে !
—(আমার প্রাণ যে যায় গো)—
যাহা-বিনে অতি অল্প, কাল হয় যেন কল্প
কত না উদ্বেগ হয় চিতে ;
—(সে দুখ ব'ল্‌ব বা কারে গো)—
না দেখিয়ে তার মুখ, বাড়িতেছে কত দুখ,
আর প্রাণ না পারি ধরিতে।
—(এখন তারে না দেখিয়ে গো)—
যদি ছাড়ি গেল সেহ, কি কাজ রাখিয়ে দেহ,
মন স্থির করা নাহি যায় ;
—(প্রাণবল্লভ বিনে গো)—
কি করিব কোথা যা'ব, কোথা গেলে কৃষ্ণ পা'ব
সখীগণ, বল না উপায়।

———

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—তেতালা-ঠেকা

বঁধু বিনে কেমনে বাঁচিব ?
আমার উপায় ব'লে দে গো সই !
আমি কি করিব, কোথায় যা'ব গো ?

Digitized by Sarayu Trust. Funding by Trust and eGangotri, Delhi

সজনি ! ও প্রাণ-সজনি গো !—
আমার মনের দুঃখ কারে ক'ব গো ?
বঁধুর বিরহানলে, মন-প্রাণ সদা জ্বলে,
জলে গেলে দ্বিগুণ জ্বলে, কি দিয়ে নিবা'ব ;
(সখি) বনের অনল দেখে সবে, মনের অনল কে দেখিবে,
এনে ছুরি দে গো, তবে চিরিয়ে দেখা'ব ;
সজনি ! ও প্রাণসজনি গো !—
বস্ কিসে প্রাণ জুড়াইব গো ?
যে করে আমার অন্তরে, জানে আমারি অন্তরে,
জা'ন্‌বে কেন জনান্তরে, কারে বা জানা'ব ;
(সখি) না হেরে বঁধুর মুখ, বিদরিয়ে যায় বুক,
সে মুখবিমুখ-মুখ কোন মুখে দেখাব ;
সজনি ! ও প্রাণসজনি গো !—
আমি এখনি প্রাণ ত্যজিব গো।

———

রাগিণী—আলাইয়া. তাল—রূপক

ললিতা। ধনি ! ধৈর্য্য ধর্ ও গো রাজনন্দিনী !
এখন কাঁ'দ্‌লে আর কি হ'বে বিনোদিনি ?
শঠে প্রাণ দিয়ে চিরকাল যা'বে কান্দিয়ে,
ব'লেছিলাম যাই, শু'ন্‌লি রাই, কাণ্ দিয়ে ;
এখন ফ'ল্‌ল তাই সুধাকর-বদনি !

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

তাল—একতালা

তাই বলি বার বার, ধৈর্য্য ধরিবার,
নইলে কি এবার প্রাণ হারা'বে ?
হ'ল যা হ'বার চিন্তা কি পা'বার,
কৃপা-পারাবার ঘরে ব'সে পা'বে ;
সৌভাগ্য-পরবের উদয় হ'বে যবে,
সেই কৃপাসিন্ধু উথলিবে তবে ;
ও গো রাজকন্যে ! হ'বে প্রেমের বন্যে,
এই বৃন্দারণ্যে পুনঃ ভাসাইবে।

তাল—রূপক

সে রাধারমণ, রাই ব'লে যখন হ'বে মন,
ব্রজে তখনি হ'বে বঁধুর আগমন ;
তাই ভেবে মন স্থির কর কমলিনি !

রাধিকা। (সুরে) শুন শুন সখীগণ !—সখীগণ ?—
তাই বলি শুন, আমার এই নিবেদন ;
যদি ছেড়ে গেল প্রাণের প্রিয়জন,
তবে, আর আমার ছার প্রাণে কি প্রয়োজন ?

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা

এখন আমার বেঁচে আর ফল কি বল্ সজনি ?
আমার বিচ্ছেদ-জ্বালায় প্রাণ জ্বালায়,
কিবা দিবা, কি রজনী গো সজনি !
কৃষ্ণশূন্য বৃন্দারণ্য, জীবন হ'ল প্রেমশূন্য,
আমার যথা গৃহ তথারণ্য, মরিলে বাঁচি এখনি
—গো সজনি !

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

তাল—একতালা

আমি এই ব্রজমাঝে রমণী-সমাজে,
ছিলাম শ্যাম-গরবিণী গো—সজনি ;
হ'ল দারুণ বিধি বাম, হারাইলাম শ্যাম,
হ'লাম প্রেম-কাঙ্গালিনী গো, সজনি !

তাল—লোভা

যখন ছিলাম কৃষ্ণধনে ধনী, ব'ল্‌ত মোরে কৃষ্ণধনী,
এখন সার হ'য়েছে কৃষ্ণধ্বনি, হারা'য়ে সে চিন্তামণি
—গো সজনি।

তাল —একতালা

আমি ধরি তব পায়, রচ সে উপায়,
যে উপায় করি', মরি গো সজনি ;
আমার বিনে শ্যামরায়, ভয় কি মরায়,
মরিলে ত্বরায় তরি গো সজনি।

তাল—লোভা

সখি, গরল খাইয়ে মরি, কিম্বা বিষধর ধরি'
নইলে, অনলে প্রবেশ করি' ত্যজিব জীবন আপনি—
—গো সজনি !

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা

সখীগণ ! শুন শুন গো রাধিকে, তুই যে মোদের প্রাণাধিকে,
(মোর) তোকে দে'খে রে'খেছি জীবন ;

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

বলিয়ে দারুণ কথা, ব্যথার উপর দিস নে ব্যথা,
বল্ গো, কোথা যা'বে গোপীগণ ?
কৃষ্ণশূন্য বৃন্দাবনে, তোর বিধুমুখ বিনে,
গোপীগণের জুড়া'তে কি আছে ?
তুই যদি যা'বি গো মরি', তব সব সহচরী,
বল্ কিশোরি, যা'বে কার কাছে ?
জগতে না কার পতি, পরবাসে করে গতি,
কোন্ যুবতী পরাণ ত্যজেছে ?
হ'স্ না ধনি, এত ব্যস্ত, পুনঃ পা'বি সে সমস্ত,
উদয়-অস্ত চিরদিন আছে।
না ক'রে উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি, স্থির কর মন বুদ্ধি,
কার্য্যসিদ্ধি হ'বে ধৈর্য্য হ'লে ;
চরণ ধরি যূথেশ্বরি ! আর বলিস্‌নে (মরি মরি)
মরি মরি ! শুনে প্রাণ জ্বলে।

———

ললিতা। (সুরে) শুন ওগো বিনোদিনি ! বিনোদিনি-গো
রাজনন্দিনি !
তুই যে শ্যামের আহ্লাদিনী, জানি মোরা চিরদিনি ;
তাই বলি, রাই, ভাবনা কি তোর ?—অনুমানি,
যেতে যায় নাই ধনি, এই বড় ছেড়ে কোন্ দিনি।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri

রাগিণী—জংলাট, তাল—একতালা

বিধুমুখি ! শোন্ বলি শোন্, আমার এই নিবেদন।
হেন মনে লয়, কৃষ্ণগুণালয়,
সুখের নন্দালয় করিয়ে প্রলয়,
যায় নাই কংসালয় তোর সে মুরলীবদন।
সে ত জানে কত মায়া, মোদের কত মায়া—
জান্‌তে, অক্রূর-মায়া প্রকাশিল ;
সখি, মন জানিবার আশে, শরতের রাসে,
এম্‌নি ধারা সে ত ক'রেও ছিল ;
চল চল ধনি, বিপিনে পশিয়ে,
দেখে যেয়ে সবে শ্যাম অন্বেষিয়ে,
বুঝি, কোন কুঞ্জে আছে বা বসিয়ে,
রসিক-শেখর মদনমোহন।

———

রাগিণী—মল্লার, তাল—একতালা

রাধিকা।—ভাল, ভাল ত বলেছ সখি !
তোমার কথার ভাবে, আমার মনের ভাবে,
দুয়ের ভাবে ভাবে একই হল যে দেখি।
—(সখি, ভাল কথার মিছেও ভাল—
—তোর কথা শুনে প্রাণ জুড়াল দেখি)—

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

বলি শুন দেখি. মনে ভেবে দেখি,
না থাকিলে তারে বৃথা কি দেখি ;
শয়নে স্বপনে. কিবা জাগরণে ;
ভবনে কি বনে দেখি।
যখন বিরলে বসিয়ে, নয়ন মু'দে দেখি,
তখন যেন প্রাণ সই গো !—
ও সে নটবর-বেশে দাঁড়ায় এসে দেখি
দিয়ে গলে পীতাম্বর, বলে পীতাম্বর,
"রাধে ! বিধুমুখি !—
একবার বদন তু'লে নয়ন মেলে দেখ দেখি"
অম্‌নি, দেখি ব'লে, যদি আঁখি মে'লে দেখি,
দেখি দেখি করি, পুনঃ নাহি দেখি,
না দেখিলে দেখি. দেখিলে না দেখি,
এ কি দেখি, বল দেখি ?

———

—তবে চল সখি, শ্যাম অন্বেষিয়ে দেখি।—

[কাননাভিমুখে রাধিকার অভিসার,
এবং সখীগণের তদনুগমন]

(কিয়দ্দূর যাইয়া কৃষ্ণোদ্দেশে—সুরে)—

কোথা রইলে প্রাণনাথ ! ওহে নিঠুর মুরলীবদন !

Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

কোথা রইলে প্রাণনাথ ! ওহে নিঠুর মুরলীবদন !

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

রাগিণী—ঝিঁঝিট

ললিতা।—দেখ দেখি, বিধুমুখীর প্রেমের মহিমা !
ত্রিভুবনে রাধাপ্রেমের কেবা পায় সীমা ?
বসিলে উঠিতে নারে কেহ না ধরিলে ;
কৃষ্ণ-অন্বেষণে সেও যায় সিংহবলে !
কিন্তু কৃষ্ণবিচ্ছেদেতে ক্ষীণ কলেবর ;
দেখ না, চলিতে প্যারী কাঁপে থর থর।
এলা'য়ে পড়েছে ধনীর সু-দীঘল কেশ ;
অনুরাগে কমলিনীর পাগলিনী-বেশ।
চকিত নয়নে ধনী চারিদিকে চায় ;
ডেকে বলে "প্রাণনাথ ! রহিলে কোথায় !"

রাধিকা। (চলিতে চলিতে, সুরে) কোথা রইলে প্রাণনাথ।
(ইত্যাদি।)

সখীগণ। (পশ্চাতে থাকিয়া)—

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা

রাই ! ধীরে ধীরে চল্ গজগামিনি !
অমন ক'রে যাস্‌নে যাস্‌নে গো ধনি !
—তোরে বারে বারে বারণ করি, রাই !
—ধীরে ধীরে চল গজগামিনি !
একে বিষাদে তোর কৃশ তনু—(রাধে প্রেমময়ী)—
মরি মরি ! হাঁটিতে কাঁপিছে জানু গো।
তুই কি আগে গেলে কৃষ্ণ পা'বি ?
—(চঞ্চলা হইলি কেন)

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

না জানি কোন গহন বনে প্রাণ হারা'বি গো।
কত কণ্টক আছে গো বনে ;
—(দে'খে চল্ গো কমলিনি
ও রাই ! ফুটিবে দুটী চরণে গো।
কত বিজাতি ভুজঙ্গ আছে ;—(গহন-কানন-মাঝে)
ও তোর কেমল-পদে দংশে পাছে গো।
হ'ল নয়নধারায় পিছল পথ ;
—(আর কাঁদিস্‌নে বিনোদিনি)
বলি, যা'স্‌নে রাধে, এত দ্রুত গো।
মোদের কাঁধে দুটি বাহু থু'য়ে ;
—(আমরা ত তোর সঙ্গে যা'ব)
কমলিনি, চল্ গো পথ নিরখিয়ে গো।

রাধিকা। আমার আবার কণ্টকাদির ভয় কি ?

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা

যখন নব অনুরাগে, হৃদয়ে লাগিল দাগে,
বিচারিলাম আগে, পাছের কাছে ;
—(যা' যা' কর্'তে হ'বে গো, সখি, আমার বঁধুর লাগি)—
(জানি) প্রেম ক'রে রাখালের সনে, ফি'র্‌তে হ'বে বনে বনে
ভুজঙ্গ-কণ্টক-পঙ্কজ-মাঝে।—(সখি, আমার
যেতে যে হ'বে গো—রাই ব'লে বাজিবে বাঁশী)—

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri (Delhi)

অঙ্গনে ঢালিয়ে জল, করিয়ে অতি পিছল,
চলাচল তাহাতে করিতাম ;—(সখি, আমার চল্‌তে
—যে হ'বে গো—বঁধুর লাগি পিছল পথে)—
হইলে আঁধার রাতি, পথমাঝে কাঁটা পাতি,
গতাগতি করিয়ে শিখিতাম ।—সদায় আমায়
—ফি'রতে হ'বে গো—কত কণ্টককানন-মাঝে)—
এনে বিষবৈদ্যগণে, বসিয়ে নির্জ্জন স্থানে,
তন্ত্রমন্ত্র শি'খেছিলাম কত ;
—(কত যতন ক'রে গো—ভুজঙ্গদমন লাগি)—
বঁধুর লাগি ক'র্‌লম যত, একমুখে কহিব কত,
হত বিধি সব কৈল হত !—(হায় ! সে সব
—বৃথা যে হ'ল গো—সখি, আমার করম্‌-দোষে)—
(অভিসার)

———

বন

শ্রীরাধিকা ও সখীগণ

রাধিকা। (কাননে উপনীত হইয়া বনের অবস্থা দর্শনপূর্ব্বক সাক্ষেপে, সুরে) বলি বলি, প্রাণ-আলি !
এ বনে বা কেন এলি ? বিনে বনমালি,
দেখ বনমালি,
যেন জ্ঞান হয় দিয়েছে কেও কালী ঢালি !

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা

না দে'খে সে বাঁকানন, কত সুখের বা কানন,
সে কানন কানন হ'য়েছে ;
—(প্রাণবল্লভ বিনে গো,—কত শোভার বৃন্দাবন)—
শুষ্কপ্রায় তরুলতা, নাহি কারো প্রফুল্লতা,
ফুল পাতা ঝরিয়ে প'ড়েছে ;
(হায় সে শোভাই ত নাই গো,-যার শোভা তার সঙ্গে গেছে)
এই না বকুল-কুঞ্জে, কুসুমিত লতাপুঞ্জে,
পুঞ্জে পুঞ্জে গুঞ্জে অলিরাজ গো ;
—(অতি মধুর স্বরে গো)—
সব ভ্রমরা ভ্রমরী, দেখ, যেন আছে মরি',
মরি মরি ! কোথা রসরাজ গো !
দেখ, যত শুকশারী, পাসরি' সে সুখ-সারি,
(আছে) সারি সারি ব'সে অধোমুখে ;
—(অতি মনোদুখে গো)—
দে'খে বৃন্দাবনের কুহু, পিকগণ না বলে কুহু,
উহু ! উহু ! দে'খে বাজে বুকে।
—(বুক ফেটে যায় গো,—বৃন্দাবনের দশা দে'খে)—
সকল দেখি শোকার্ত্তা, দেহে যেন নাহি আত্মা,
বঁধুর বার্ত্তা কারে বা শুধা'ব।
—(সকলেরই আমার দশা গো—
দেখ বংশীবট ঐ, (চল) যাই তার নিকট সই,
দুঃখ কই, তবে বুঝি পা'ব।

———

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

বিশাখা। ভাল, চল সই। (সকলের বংশীবট নিকটে গমন)

রাধিকা। (সুরে) শুন শুন বৃক্ষরাজ! বল কোথা রসরাজ?
না হে'রে গোবিন্দে, মরে গোপীবৃন্দে,
একবার দেখাও দেখাও সে মুখারবিন্দে।

রাগিণী—সুরট, তাল—আড়াঠেকা

ওহে! বল বল বংশীবট!
কোথা শঠশিরোমণি সে রমণীলম্পট?
তুমি ত সুবংশী বট,
নহে ত সামান্য বট, আমা সবার মান্য বট;
তোমার ছায়াতে বসি, বাজায় বাঁশী কালশশী,
তাতেই তুমি নাম ধ'রেছ বংশীবট;
কাননে প্রশংসী বট, কৃষ্ণপ্রেমের অংশীবট।

তাল—খয়রা

ওহে তমাল, তাল, হিন্তাল, ধব;
রসাল, সাল, শিংশপ হে!
(বলি) শুন হে সরল! তুমি ত সরল,
বল বল. কোথা কেশব হে?
—(যদি দে'খে থাক, ব'লে দেও হে)—
তোমরা তীর্থবাসী পরহিতকর,
এ বিপদে মোদের পর হিত কর;
বল, কোথা আছে ব্রজশীতকর—
—গোপী-চকোর-নিকর-বল্লভ হে?

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

তাল—আড়াঠেকা

মরে হে গোপিকা-সবে, দেখাও দেখাও তাকে সবে,
তা দেখিলে সে কেশবে, কে স'বে আর এ সঙ্কট।

তাল—খয়রা

ওগো মালতি, জাতি, কুন্দলতিকে,
যদি, কনকযূথিকে গো ;
(ওগো) লবঙ্গলতিকে ! চপলমতিকে
দে'খেছ কি যেতে অন্তিকে গো,
অবশ্য দে'খেছ বল্লভ রাধার,
মকরন্দছলে বহে অশ্রু-ধার ;
সবায় দেখি প্রেমাঞ্চিত, ক'রো না বঞ্চিত,
নারী হ'য়ে নারীজাতিকে গো।

তাল—আড়াঠেকা

যদি কেহ দে'খে থাক, দেখাইয়ে প্রাণ রাখ,
নইলে প্রাণ আর বাঁচে না গো, উচিত নহে কপট।

———

(সখির প্রতি) সখি ! দেখ, অভাগিনীর দুর্দ্দশা দে'খে এরা কেও কোন কথা ব'ল্‌লে না ! চল, আমরা ঐ কদম্ব-তলায় যাই।

Digitized by Sri Sri Ma Anandamayee Charitable Foundation Trust and eGangotri, Delhi

ললিতা। আমরা তোমার অনুগত, প্যারি! তুমি যেখানে যা'বে সেইখানেই যা'ব। রাই, তবে চল যাই। (স্বগত) আহা প্রেমময়ী প্রেম-বিহ্বলা হ'য়ে বনের বৃক্ষলতাকে বঁধুর কথা জিজ্ঞেস করছেন! হায়! কৃষ্ণপ্রেমের পরিণাম কি এই?—রাজনন্দিনী, রাই, উন্মাদিনী!

(সকলের কদম্বকাননে গমন)

রাধিকা। (কদম্ববন দর্শনপূর্ব্বক সাক্ষেপে সখীপ্রতি)

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা

এই ত কাননে গো, এই ত কাননে,
সখি গো! এই ত কাননে, কানু চরাইত গো ধেনু;
এই ত কদম্বমূলে বাজাইত বেণু;-মনের কতই বা সুখে।
বেণুরবে ধেনু চরাইত; মনের কতই বা সুখে।
আমি তোমা-সবায় নিয়ে সনে,
সদা আসিতাম শ্যাম-দরশনে;—মনের কতই বা সুখে।

তাল—খয়রা

এই কদম্বের মূলে, নিয়ে গোপীকুলে
চাঁদের হাট মিলাইত গো;
—(সেরূপ মনে জাগিল, এই বনে এ'সে)—
কভু প্রিয়সখার অঙ্গে, হেলায়ে শ্রীঅঙ্গে,
ত্রিভঙ্গ হ'য়ে দাঁড়া'ত গো।—(বঁধু কতই রঙ্গে)—
যত সহচরদলে, ফুলে ফলে দলে,
কি কৌশলে সাজাইত গো;

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

তখন সে মুরলীধরে, সে মুরলী ধ'রে,
নাম ধ'রে বাজাইত গো ;—(অভাগিনী রাধার)

তাল—দশকুশি

তখন শুনিয়ে মুরলীধ্বনি, (আমি) হ'তাম্ যেন পাগলিনী,
পথ বিপথ নাহি জানি ;—
—(অমনি বের হ'তাম গো, সখি, বঁধুর লাগি)—
সখি, চলিতে চরণে কত, বিষধর বেড়িত,
মণিময় নূপুর মানি।
—(ফিরে চাইতাম না গো, চরণ-পানে)—

তাল—লোভা

আমি আসিতাম বাঁশীর টানে,
তখন কেবা চাই'ত পথ-পানে !—মনের কতই বা সুখে।

তাল—খয়রা

একদিন চম্পকের ফুল, হেরিয়ে ব্যাকুল,
হইল গোকুলশশী গো ;
অমনি (কোথা রাধা) ব'লে, পড়িল ভূতলে,
ধরিল সুবল আসি' গো।—(হায় ! কি হ'ল ব'লে)—
সে যে দে'খে অচেতন, করিল যতন,
চেতন যদি না হ'ল গো ;
তখন বঁধুর সে বোল যাইয়ে সুবল,
[illegible] (আমার বঁধুর কেঁদে)

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri

তাল—দশকুশি

তখন শুনিয়ে বঁধুর কথা, (আমার) মরমে লাগিল ব্যথা,
উপায় না দেখি বিচারিয়ে ;
—(হায় ! কি করিব গো,—আমি বঁধুর লাগি)—
তখন আপন ভূষণ দিয়ে, সুবলকে রাই সাজাইয়ে,
গেলাম আমি সুবল হইয়ে।
—ধড়া চূড়া প'রে গো ;—সুবলের—
দেখি, নীলগিরি ধূলায় পড়ে, (অমনি) তু'লে নিলাম ধূলা ঝেড়ে,
রাখিলাম শ্যাম হিয়ার উপরি ;
—(কত যতন ক'রে গো—সে যতনের ধনে)—
আমার পরশে চেতন পেয়ে, বলে আমার মুখচেয়ে,
'কোথা আমার পরাণ-কিশোরী।'
—(সুবল বল্ বলরে—কেঁদে কেঁদে বলে)—

তাল—লোভা

কইলাম, আমি তোমার সেই দাসী,
—(আমায় বুঝি, চিন নাই হে নাথ)—
অম্‌নি হৃদয়ে ধরিল আসি ;—বঁধু কতই বা সুখে।

———

(সুরে) নিকুঞ্জকাননে সখি, ঐ দেখা যায় ;
নিকুঞ্জবিহারী হরি বিহরে যথায়।
চল সখি, ঐ কুঞ্জে করি অন্বেষণ ;
বুঝি বা, বাজিয়ে আছে মুরলীবদন।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

ললিতা। তবে চল রাই।

(সকলের নিকুঞ্জবনাভিমুখে গমন)

রাধিকা। (কুঞ্জবনদর্শনে সখেদে)—

রাগিণী—সিন্ধু, তাল—রূপক

মরি হায় গো সখি! এইত নিভৃত নিকুঞ্জে।
কত সুখে নিশি কাটাইতাম,
দে'খে মনে প'ল বঁধুর গুণ যে।
সে কুঞ্জ শূন্য র'য়েছে, শ্যাম গেছে, তার চিহ্ন আছে,
সখি! দে'খে দ্বিগুণ জ্বলে মনাগুণ যে!

তাল—খয়রা

বঁধু চরণ দুখানি, পসারি সজনি!
এইখানে বসিত গো।
কত আদরে বিনোদ-নাগর আমারে
উরু'পরে ক'রে বসাইত,
করে করি' করি-দশন-চিরুণী,
আচরি' চিবুক বানাইত বেণী,
সে বেণী সম্বরি' বাঁধিত কবরী,
(আবার) মালতীর মালে বেড়াইত গো।

তাল—রূপক

কত সাধে সাজাইত, মুখপানে চেয়ে রইত,
বঁধুর বিধুবদন ভেসে যেত—
দুটি নয়নের জল-পুঞ্জে।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

তাল—খয়রা

বঁধু আপন শ্রীকরে, কুসুম-নিকরে
তুলিয়ে আনিত, গো।
কত যতন ক'রে মনের মত ক'রে
মনমথ-শয্যা নিরমিত।
শয়ন করিয়ে সে কুসুম-শেষে,
হৃদয়ের মাঝে রেখে মোরে সে যে
কতই বা কৌতুকে মনের উৎসুকে,
সারানিশি জেগে পোহাইত, গো।

তাল—রূপক

কি মোর পাষাণ হিয়ে, হেন বঁধু হারা হ'য়ে
হিয়ে যায় নাই কেন বিদরিয়ে,
থাকিয়ে কি হ'ল গুণ যে।

(সচকিতভাবে অবস্থিতি)

———

রাগিণী—ঝিঁঝিট

ললিতা। দেখ না বিশাখে! রাইয়ের কি ভাব হইল;
কি ভেবে শ্যামভাবিনী নীরবে রহিল?
শতমুখে কইতেছিল পূর্ব্ব-সুখ-কথা,
কহিতে কহিতে কিবা উপজিল ব্যথা?

Digitized by Sarayu Trust. Courtesy Prof. Ramesh Bangotri, Delhi

ললিতা। তবে চল রাই।

(সকলের নিকুঞ্জবনাভিমুখে গমন)

রাধিকা। (কুঞ্জবনদর্শনে সখেদে)—

রাগিণী—সিন্ধু, তাল—রূপক

মরি হায় গো সখি! এইত নিভৃত নিকুঞ্জে।
কত সুখে নিশি কাটাইতাম,
দে'খে মনে প'ল বঁধুর গুণ যে।
সে কুঞ্জ শূন্য র'য়েছে, শ্যাম গেছে, তার চিহ্ন আছে,
সখি! দে'খে দ্বিগুণ জ্বলে মনাগুণ যে!

তাল—খয়রা

বঁধু চরণ দুখানি, পসারি সজনি!
এইখানে বসিত গো।
কত আদরে বিনোদ-নাগর আমারে
উরু'পরে ক'রে বসাইত,
করে করি' করি-দশন-চিরুণী,
আচরি' চিবুক বানাইত বেণী,
সে বেণী সম্বরি' বাঁধিত কবরী,
(আবার) মালতীর মালে বেড়াইত গো।

তাল—রূপক

কত সাধে সাজাইত, মুখপানে চেয়ে রইত,
বঁধুর বিধুবদন ভেসে যেত—
আঁখি নয়নের জল-পুঞ্জে।

Digitized by Sri Sri Ma Anandamayee Ashram Trust and eGangotri, Delhi

তাল—খয়রা

বঁধু আপন শ্রীকরে, কুসুম-নিকরে
তুলিয়ে আনিত, গো।
কত যতন ক'রে মনের মত ক'রে
মনমথ-শয্যা নিরমিত।
শয়ন করিয়ে সে কুসুম-শেষে,
হৃদয়ের মাঝে রেখে মোরে সে যে
কতই বা কৌতুকে মনের উৎসুকে,
সারানিশি জেগে পোহাইত, গো।

তাল—রূপক

কি মোর পাষাণ হিয়ে, হেন বঁধু হারা হ'য়ে
হিয়ে যায় নাই কেন বিদরিয়ে,
থাকিয়ে কি হ'ল গুণ যে।

(সচকিতভাবে অবস্থিতি)

———

রাগিণী—ঝিঁঝিট

ললিতা। দেখ না বিশাখে! রাইয়ের কি ভাব হইল;
কি ভেবে শ্যামভাবিনী নীরবে রহিল?
শতমুখে কইতেছিল পূর্ব্ব-সুখ-কথা,
কহিতে কহিতে কিবা উপজিল ব্যথা?

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

বিশাখা। শুন গো ললিতে! রাধা প্রেমের সাগর,
ভাবের তরঙ্গ তাহে উঠে নিরন্তর।
সারস-পক্ষীর ধ্বনি করিয়ে শ্রবণ,
মুরলীর ধ্বনি ধনীর হ'ল উদ্দীপন।

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা

রাধিকা। অতি দূরে বুঝি সই, বাজে ঐ মুরলী।
—(তোরা শ্রবণ পাতিয়ে শোন্ গো)—
ঐ শোন্ নাম ধ'রে বাজে বাঁশী,
সখি, চল্ গো, একবার দে'খে আসি।
—(ধৈরয না মানে প্রাণে)—

তাল—খয়রা

বল্ কে কে যা'বে, চল্ গো যে যা'বে,
শশীমুখে বাঁশী কতই বাজা'বে?
গেলে কুল যা'বে, ব'লে যে না যাবে,
না যা'বে না যা'বে আমার কি যা'বে?
কেন যা'বে না যাবে, ক'রে সময় যা'বে,
বিলম্ব দেখিয়ে সে রসময় যাবে;
যে যাবে, সে যাবে, থাক্ যে মা যা'বে,
(এখন) না গেলে আমার পরাণ যে যা'বে।

তাল—লোভা

বুঝি এতদিন পরে বিধি,
আমার মিলাইল হারামণি।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

তাল—খয়রা

শোন্ গো নীরবে, বাজে ঐ কি রবে,
বল্ দেখি, এ রবে কে ঘরে রবে ?
শু'নে যে এ রবে, কুলের গৌরবে,
ঘরে র'বে, তবে র'বে র'বে র'বে ;
গোকুলশশী ত্যজি' যে রাখে দু'কুল,
দুকূল দিয়ে বেঁধে রাখুক্ সে দু'কুল,
আমাদের দুকুল কৃষ্ণ অনুকূল,
তা' বিনে মোদের এ দুকুল কি র'বে ?

তাল—লোভা

আমার বিলম্ব না সহে প্রাণে ;
আমি বের হ'লাম শ্যামদরশনে।
—(তোরা লো সই, যাস্ বা না যাস্)

———

ললিতা। ওগো বিশাখিকে ! দে'খেছিস্ বিধুমুখীকে ?
মেঘ দে'খে ধনী কেন স্তব্ধ হ'য়ে র'ল !

রাগিণী—যোগিয়া-মিশ্র, তাল—লোভা

বিশাখা। দেখ দেখি শ্রীরাধার, কিবা প্রেম অসাধার,
কত ধার বহে তিলে তিলে ;
দে'খে নবজলধর, ভেবেছে মুরলীধর,

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

অতঃপর আসি দেখা দিলে।
ইন্দ্রধনু দে'খে ধনী, ভাবে শিখিপুচ্ছশ্রেণী,
শোভে কিবা চূড়ার উপর ;
বকশ্রেণী যায় চ'লে, ভাবে মুক্তাহারে দো'লে,
বিদ্যুৎ দেখি ভাবে পীতাম্বর।
হেম-তনু রোমাঞ্চিত, প্রফুল্ল-কদম্বজিত,
যথোচিত শোভিত হইল ;
ক্ষুব্ধ-দেহ লুব্ধ-মনে, অনিমিষ দুনয়নে,
মেঘ-পানে চাহিয়ে রহিল।

রাধিকা। (সখীগণের প্রতি, সুরে)—
আয় আয় সজনি ! একবার দেখ্ সজনী !
সত্বর এ'সে এখনি ; অসাধনে চিন্তামণি,
বুঝি, বিধি দিল আনি, দুঃখিনীদের সময় জানি।

রাগিণী—ললিত, তাল—আড়া

আয় আয়, দেখ দেখি গো সবে, এই সে,
(মোরা) যার উদ্দেশে বনে এসে, দুখের সাগরে ভেসে,
—দেখিলাম সই, সকল।
ঐ দেখ, সে আমাদের ভাল বেসে,
আপনি এ'সে দেখা দিল।
এ যে বড় ভাগ্যোদয়,—
সে যে নিঠুর নিরদয় হইয়ে সদয়,
(মোদের) জুড়াইতে তাপিত হৃদয়, বৃন্দাবনে উদয় হ'ল,
শুন গো প্রাণসজনি, আজ বুঝি, গত রজনী,

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

হ'বে মোদের শুভ জানি, শুভক্ষণে পোহাইল।

তাল—একতালা

বহুদিনে অরি করি' পরাজয়,
ঘরে এল হরি, হ'য়ে গো বিজয়।
সহচরীচয়! শুভ পরিচয়
কর, ব'লে সবে 'হরি জয় জয়।'
হৃদয়ে করিয়ে কুঙ্কুম-লেপন,
মুক্তাহার তাহে দিব আলিপন;
পয়োধরে করি' ঘটের স্থাপন,
আম্রশাখা দিব কর-কিশলয়।

তাল—আড়া

হৃদাসনে বসাইয়ে,নয়নজলে চরণ ধু'য়ে
দিব কেশে মুছাইয়ে, হেরিব মুখকমল।

তাল—একতালা

(কিবা) দলিত-কজ্জল-কলিত উজ্জ্বল,
সজল-জলদ-শ্যামল-সুন্দর।
(যেন) বকালী-সহিত, ইন্দ্রধনুযুত,
তড়িত-জড়িত নবজলধর।
স্থূল-মুক্তাহার দুলিতেছে গলে,
জ্ঞান হয় যেন বকপংক্তি চলে,
চূড়ায় শিখণ্ড, ইন্দ্রের কোদণ্ড,
সৌদামিনীকান্তি ধরে পীতাম্বর।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

তাল—আড়া

আমরা গোপিকা যত, তৃষিত চাতকীর মত,
চেয়ে আছি বঁধুর পথ, তাইতে নীলাম্বর দিতে এল।

———

—(কৃষ্ণভ্রমে মেঘের প্রতি,—সুরে)—

এস এস গোপীর জীবন! দেও গোপীগণে জীবন।
মনে প'ড়েছে বুঝি বন; এস, দে'খে জুড়াই জীবন।
যে হ'তে গেছ ত্যজি বন; তখনি যেত এ জীবন,
ওষ্ঠাগত হ'য়েও জীবন, কেবল দে'খ্‌ব ব'লে যায় নাই
জীবন,—ও হে গোপীজীবন!

রাগিণী—ভৈরব, তাল—একতালা

কি ভাবিয়ে মনে, দাঁড়া'য়ে ওখানে?—এস হে,
একবার নিকুঞ্জকাননে কর পদার্পণ।
একবার আসিয়ে সমক্ষে, দেখিলে স্বচক্ষে,
জা'ন্‌বে, সবে কত দুঃখে রক্ষে ক'রেছে জীবন।
ভাল ভাল বঁধু! ভাল ত আছিলে?
ভাল, ভাল সময় আসি দেখা দিলে;
আর ক্ষণেক পরে দেখা দিলে সখা, দেখা হ'ত না
তোমার বিরহে সবার হ'ত যে মরণ।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

আমার মত তোমার অনেক রমণী,
তোমার মত আমার তুমিই গুণমণি ;
যেমন দিনমণির কত কমলিনী,
(কিন্তু) কমলিনীগণের একই দিনমণি ;
দেখ, নেত্রপলকে যে নিন্দে বিধাতাকে,
এত ব্যাজে দেখা সাজে কি হে তাকে,
বঁধু ! যা হোক্ দেখা হ'ল, দুখ দূরে গেল. যাক্, হে,
এখন গত কথার আর নাই প্রয়োজন।
আমার হৃদ্‌কমলে রাখিয়ে শ্রীপদ,
তিল-আধ ব'স, ব'স হে শ্রীপদ !
না সেবিয়ে পদ, হ'ল যে বিপদ,
সে বিপদ ঘুচাইব সেবি' পদ ;
যদ্যপি বিরহে তাপিত হৃদয়,
তাহে তাপিত না হ'বে পদদ্বয় ;
কোটি শশী-সুশীতল হ'তে সুশীতল, তোমার পদতল,
একবার পরশেই শীতল হইবে এখন।

———

—(কোন উত্তর না পাইয়া)—

রাগিণী—সুরট-যোগিয়া, তাল—আড়া

এই [illegible] তোমা [illegible] দেখা'ব শ্রীকৃষ্ণাবতার

Digitized by Sarayu Trust and eGangotri, Delhi

বঁধু ! মান ক'রে কি মৌন হ'য়ে দাঁড়া'য়ে র'লে ওখানে।
মানে যে কাঁদা'য়েছিলাম, পায়ে ধরে সাধা'য়েছিলাম,
কেঁদে কি তা শোধ করিলাম—
এখন ধ'র্‌তে হ'বে কি চরণে ?
বুঝি, কোন নূতন যুবতী, হ'বে নূতন রসবতী,
নূতন পড়া পড়া'য়েছে পেয়ে নূতন ভূপতি ;
পুরুষ হ'য়ে মান করে, নারী সাধে চরণ ধ'রে,
হ'বে না তা ব্রজপুরে, গোপী যদি মরে প্রাণে।
নূতন রাজ্যের নূতন রীতি, নূতন রাজার নূতন নীতি,
নূতন প্রেয়সীর প্রতি, নূতন দেখা'বে সম্প্রতি,
যেয়ে নূতন নূতন দেশে, উচিত নূতন প্রকাশে,
নূতন নূতন, নূতন এ'সে, মিশে কি সে পুরাতনে।

—(ধীরে ধীরে মেঘের গমন দর্শনে শশব্যস্তে সখীর প্রতি)—

রাগিণী—মল্লার, তাল--কাওয়ালি

সখি ! ধর ঝট, পীতপট নিপট কপট শঠ,
লম্পট-শিরোমণি যায়।
আসিয়ে নিকট কোথায় ঘুচাইবে সঙ্কট,
বিকট বিরহ যে ঘটায়।
ঠে'কে যে শঠের ঠাটে. ব্রজের অবলাপাটে,
গোঠে মাঠে ঘাটে বাটে কাঁদিয়ে বেড়ায় গো ;
সে যে হঠাৎ আসিয়ে হটে, দেখা দিয়ে পথে ঘাটে,
বাটে বাটে বাট্‌পাড়ি করিয়ে পলায়।
জান না কি চোর খাঁটি, দেখা দিয়ে পরিপাটি

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

ক'রে কত সাটিবাটি, বেড়াইত বাটি বাটি,
উহার বাঁশীটি না, সিঁদ্‌কাটি, নারীর বুকে সিঁদ্ কাটি,
মরমের গাঁটি কাটি, নিয়েছে মন লুটি-পাটি.
কাটাইয়ে কুটিনাটি, ক'রে মোদের কুল মাটি,
ত্যজিয়ে গোকুলমাটি যাইবে কোথায় গো ;
সখি ! কটিতটে আঁটি-সাটি, সবে মিলে মাল্‌সাটি,
আঁটি-সাটি দ্রুত হাঁটি চল না তথায়।

———

রাগিণী—মনোহরসহি-খাম্বাজমিশ্রিত, তাল—লোতা

গেল গেল সখি, হায়-হায় ! শ্যামকে ধরা ত, গেল না ?
ধরা গেল না, দুখ আর গেল না,
গেল না গেল না, তবু প্রাণ ত গেল না।
বঁধু গেল উপেক্ষিয়ে, প্রাণ র'ল আর কি দেখিয়ে,
কি হ'বে জীবন রাখিয়ে—
মরি মরি, সহচরি ! কি করি, তাই বল ?
বিধি যদি পাখা দিত, উ'ড়ে গেলে ধরা যেত,
এমন দারুণ বিধি, তাও ত দিল না।

———

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

—(মেঘের প্রতি)—

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা

ও হে তিলেক দাঁড়াও, দাঁড়াও হে,—
—অমন ক'রে যাওয়া উচিত নয়।
—(দাঁড়াও হে দুঃখিনীর বঁধু!)—
ও হে যে যার শরণ লয়,
নিঠুর বঁধু! বল, তারে কি বধিতে হয়?

তাল—পোস্তা

এথা থাক্‌তে যদি মন না থাকে, তবে যেও সেথাকে।
যদি মনে মন রত, না হয় মনের মত,
কাঁদলে প্রেম আর কত বেড়ে থাকে?
তাতে যদি মোদের জীবন না থাকে,
না থাকে না থাকে, কপালে যা থাকে, তাই হ'বে;
বঁধু, যেথা যে না থাকে, তাকে আর সেথা কে,
না থাকে না থাকে, কপালে যা থাকে, তাই হ'বে;
বঁধু, যেথা যে না থাকে, তাকে আর সেথাকে
ধ'রে বেঁধে করে রেখে থাকে?

তাল—লোভা

তুমি যেও যথা সুখ পাও,
অভাগিনীর দুটো মুখের কথা শু'নে যাও।

তাল—পোস্তা

বঁধু, মোরা ম'রে যাই, তায় ক্ষতি নাই, প্রেমে কলঙ্ক হ'বে।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

বলি শুন হে কেশব ! ব'ল্‌বে লোকে সব,
প্রেম ক'রে ম'ল গোপিকা সবে
আর এক দুখ, শুন হে কই তবে,
অকৈতব-ভাবে ঘটা'লে কৈতবে, এই হ'বে
বঁধু জম্বুনদ-হেম-সম যেই প্রেম,
হেন প্রেমের নাম আর কেও না ল'বে।

তাল—লোভা

আমরা মরিলে না দে'খব ত'াও ;
দুখের সময়, দুটো মুখের কথা ব'লে যাও।

তাল—পোস্তা

দাসীর এই নিবেদন, মনের বেদন, ওহে বংশীবদন !
বঁধু, আমরা কুলনারী, কিঙ্করী তোমারি
সইতে নারি দারুণ বিরহ-বেদন।
হ'য়েছিল যখন সে মথুরায় আসা,
ব'লেছিলে তখন হ'বে ত্বরায় আসা, শ্যাম হে !
মোদের আশাপাশ দিয়ে, গিয়েছ বাঁধিয়ে'
নিরাশ্বাস দিয়ে কর হে ছেদন।

তাল—লোভা

একবার বিধুবদন তু'লে চাও,—
—(জন্মের মত দে'খে লই হে)—
গোপীগণের প্রেমের মরণ দে'খে যাও।

(শ্রীরাধিকার মূর্চ্ছা)

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

সখীগণ।—(শশব্যস্তে ও সকাতরে)

রাগিণী—আলাইয়া, তাল—রূপক

ও তোর চরণে ধরিয়ে বলি, প্যারি! ধৈর্য্য ধর,
—নয়ন মেল্, মোদের বচন ধর্।
ও ত নয় তোর গিরিধর, চেয়ে দেখ্ ঐ বারিধর,
মরি! দুটি নয়নধারায় ধরা ভাসাস্ নে গো ধনি—,
—হে'রে নবীন ধারাধর।

তাল—খয়রা

রাই গো, অঙ্গের অম্বর, সম্বর সম্বর,
(ও তুই) বাঁ'চলে পা'বি তোর সে পিতাম্বর;
(বলি) শুন বিনোদিনী, গেছে এত দিনই, রাধে,—
কেন উন্মাদিনী হ'য়ে ত্যজিবি কলেবর?
—(ও সে বঁধুর লাগি)—
—(কেন মেঘ দে'খে রাই, এমন হ'লি)
—(কাল মেঘ বুঝি, তোর কাল হইল)—
—(তোরে কেন বনে বনে মোরা এনেছিলাম)—
—(বুঝি, বনে এনে তোরে হারাইলাম)—
—(আগে জা'ন্‌লে বনে আ'ন্‌তাম না গো)—
এম্‌নি ক'রে যদি পরাণ ত্যজিবি,
পেতে প্রেমের হাট কি আপনি ঘুচা'বি,
(ব্রজে) তব শোকানলে, মরিবে সকলে, রাধে,—
কথা শু'ন্‌লে কি আর সেথা বাঁচ্‌বে নটবর।
—(ও তোর মরণ-কথা গো ধনি!)—

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

—(তুই বাঁচিলে তোর বঁধু পা'বি)—
—(আবার শ্যামচাঁদের বামে দাঁড়াবি)—
—(যদি শ্যামবিরহে রাই, প্রাণ হারা'বি,
ও তোর সাধের বঁধু কারে দিয়ে যা'বি—
—(তাই বলি' বলি রাই গা তোল গো ধনি !)—

তাল—রূপক

কেন অধৈর্য্য হইলি গো রাধে !—
ও তুই হ'য়ে ধৈর্য্যের ধরাধর।

রাগিণী—ঝিঁঝিট

ললিতা। হায়-হায় ! বিশাখে ! ধনীর একি ধারা দেখি ;
মূর্চ্ছাগত হ'ল কেন, জলধর দেখি ?
শুন গো বিশাখে, সবে কর সুমন্ত্রণা।
যাহাতে রাধার শীঘ্র ঘুচে এ যন্ত্রণা।

বিশাখা। শুন গো ললিতে, তবে যে উপায় করি,
রাধার শ্রবণে আমি চেতনমন্ত্র পড়ি।
তোমরা রাইকে ঘি'রে কর কৃষ্ণসংকীর্ত্তন ;
দেখিবে, এখনি ধনী পাইবে চেতন।

ধুয়া—তাল—রূপক

সকলে। রাধে, একবার নয়ন মেল বিনোদিনি !
দেখ দেখ, দেখ কৃষ্ণগুণমণি।

———

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

রাধিকা। (প্রাপ্ত-চেতনা ও রূপমুঞ্জরীর ক্রোড়ে
শয়ানা চকিতনয়নে সখীগণের প্রতি)—

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা

এখানে বসিয়ে তোমরা কে গো বল দেখি ?

সখীগণ। এ কি সুধাও সুধামুখি ! আমরা তব সখী,—গো।
—(রাই কি চিন না চিন না !)—

রাধিকা। তোমাদের্ কোলেতে আমি কেবা কহ শুনি ?

সখীগণ। এ কি বল ! তুমি মোদের রাধাবিনোদিনী,—গো।
—(রাই কি ভু'লেছ ভু'লেছ !-আপনা চিনিতে নার)

রাধিকা। কোন্ রাধা হই আমি ? বল সখীগণ।

সখীগণ। বৃষভানুসুতা তুমি, মোদের প্রাণধন,—গো।
—(তা কি জান না জান না)—

রাধিকা। তবে বল দেখি, এ'সেছি কোন স্থানে ?

সখীগণ। ভু'লেছ কি বিধুমুখী ! এ'সেছ কাননে,—গো।
—(তা কি মনে নাই, মনে নাই)—

রাধিকা। রাজকন্যা হ'য়ে আমি কি জন্যে বা বনে ?

সখীগণ। কৃষ্ণহারা হ'য়ে বনে এলে অন্বেষণে,—গো।
—(সে কথা কি ভু'লেছ রাই !)—

রাধিকা। কোথা গেছে প্রাণনাথ আমাকে ছাড়িয়ে ?
(হায় হায় ! কি কহিলি গো)—

সখীগণ। মথুরাতে নিয়ে যেছে অক্রুর হরিয়ে,—গো।

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা

রাধিকা। (হায় হায়!) কি শুনা'লি কি শুনা'লি গো প্রাণ-সখি!

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri Delhi

—আমার বনমালী বুঝি ব্রজেতে নাই !
—(কি প্রমাদের কথা)—আমার মরমে
বেদনা দিলি)--(আমার নিবা আগুন জ্বালাইলি)—
তবে প্রাণনাথ বিনে, কেন এত দিনে,
ব্রজবুকীর প্রাণ বাহির হয় নাই।
—(প্রাণ কি পাষাণ হ'তেও কঠিন হ'ল)—
আমি ম'রেছিলাম, সে ত বেঁচেছিলাম আলি !
তোরা সখি আলি, কেন হেথা এলি ;
এলি এলি, পুনঃ ক'রে গো বাচালি,
কেন গো বাঁচালি ! বাচা'লি রাই
—(প্রাণনাথ আমায় ছেড়ে গেল,
আমার বাঁচন হ'তে মরণ ভাল !)—

———

(শ্রীরাধিকার পুনর্মূর্চ্ছা)

রাগিণী—বাহার, তাল –একতালা

সখীগণ। মরি ! কি হ'ল কি হ'ল, হায় হায় সখি।—
—ত্বরা এ'সে তোরা দেখ্ দেখি,
ও মা ! একি দেখি. বুঝি বিধুমুখী
দুঃখিনীগণে কি উপেখিয়ে যায়।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

খ'সে প'ল ধনীর বসন ভূষণ,
দেখ না, লেগেছে দশনে দশনে,
প'ড়ে ধরাসনে, বিচ্ছেদ-হুতাশনে,
রসময়ীর রস নাই রসনায় !
শীর্ণ কলেবর কাঁপে থর থর।
হ'ল এ কি জ্বর, ক'র্‌ল জরজর ;
দুনয়নে ধারা বহে দর দর,
সত্বর ইহার উপায় কর কর ;

(ধনীর) প্রতি লোমকূপ, যেন ব্রণরূপ,
রুধির উদ্গম তাহার উপর ;
গোবিন্দ বলিতে চাহে উচ্চৈঃস্বরে,
মুখে নাহি সরে, কেবল গো-গো করে ;
বিধুমুখ হে'রে হৃদয় বিদরে,
আজ্‌ বুঝি, রাধারে বাঁচান না যায়।
সুবর্ণ জিনিয়ে সু-বর্ণ যে ছিল,
দেখ, সে সুবর্ণ বিবর্ণ হইল ;
কর্ণযুগে ধনীর না পশিল ধ্বনি,
কমলিনী নয়নকমল মুদিল ;

(হায় !) নিদারুণ বিধির কি দারুণ বিধি,
দিয়ে রাধানিধি বঞ্চনা করিল ;

(বিধি) অক্রূর-রূপ ধরি, হ'রে নিল হরি,
সেই শোকানলে সবে জ্ব'লে মরি ;
আছে প্রাণ কেবল হেরিয়ে কিশোরী

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

(আবার) মেঘরূপে ব'ধে গেল কি রাধায় ?

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা

ললিতা। নয়ন মেল গো কিশোরি।
ব্রজের সুখের হাট কি ভেঙ্গে যাবি ?
বিশাখা। গা তোল গো কিশোরি !
তুই কিসের লাগি ধুলায় প'ড়ে।
চিত্রা। কথা কও গো কিশোরি !
এই যে বঁধুর কথা কইতেছিলি।
রঙ্গদেবী। হায় ! কি হ'ল ! কই সখি, রাই ত চাইল না !

রাগিণী—মনোহরসহি, তেতলা-ঠেকা

প্যারি বুঝি, পরাণ ত্যজিল !—
—ও গো প্রাণসজনি গো !
সখি, উপায় কি করি বল গো।
সখি গো, ওগো প্রাণ-সখি গো !
ব্রজ দিবসে যে আঁধার হ'ল গো।
কৃষ্ণবিচ্ছেদ-সাগরে, তরিবার আশা ক'রে,
ছিলাম রাই-তরণী ধ'রে, সে তরী ডুবিল ;
(হায় !) বিধি যারে বাদে লাগে, সে যে ডাল্ ধরে
সে ডাল ভাঙ্গে,
আমাদের কি কর্ম্মযোগে, তাই বুঝি ঘটিল ;
মোদের একূল ওকূল দুকূল গেল,—
মোদের সব গেছে, রাই উলোবিল গো।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

বড় আশা ছিল মনে, আসিবে শ্যাম বৃন্দাবনে,
সবে গিয়ে বনে বনে, কুসুম তুলিব ;
সাজায়ে রাই, ল'য়ে সনে, বসাইব একাসনে,
শ্যামসনে রাই-দরশনে নয়ন জুড়া'ব ;
মোদের সকল আশা ফুরাইল,—
মোদের ভাঙ্গা কপাল ভেঙ্গে গেল গেল গো।

তাল—খয়রা

চিত্রা। আর কি বৃন্দাবনে, তোমায় ক'রে মনে,
আসিবে সে কালশশী ;
—(বলি, কি ভেবে আজ এমন হলি, কমলিনি !)—
—(তুই কি ব্রজলীলা সঙ্গে নিলি ?—আজ্ অবধি)—
(হায় হায় !) আর কি বিধুমুখে, শ্যামসনে কৌতুকে,
দে'খ্‌ব না সে মধুর হাসি !
আর কি এ সবারে, ফুল আনিবারে,
ব'ল্‌বি না কাননে যেতে ;
—(বলি, কি স্মরি সব পাসরিলি ?—কিশোরি গো)—
(হায় !) আর কি শোভার, বৈজয়ন্তী-হার
গাঁ'থ্‌বি না শ্যামকে পরা'তে !
আর কি কদম-তলে, রাধা রাধা ব'লে,
বা'জ্‌বে না কানুর বেণু ;

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

—(পেতে প্রেমের হাট কি ভেঙ্গে গেলি ? কি করিলি !)
(হায় !) আর কি ক'রে ছল, ল'য়ে সখীদল,
যা'বি না ভেটিতে কানু !
আর কি বঁধু-সনে, বসি একাসনে,
ব'ল্‌বি না রসের বাণী ;
(হায় !) আর কি নয়ন-ভরি, যুগল-মাধুরী,
হে'র্‌ব না গো বিনোদিনি !
—(মোদের সকল সাধ কি ঘুচাইলি)—

তাল—লোভা

ললিতা। বিনে প্রাণের বিধুমুখী, যে দিকে ফিরাই আঁখি,
শূন্যময় দেখি ত্রিভুবনে ,
যেন হেন জ্ঞান হয়, ব্রজ কি হইল লয়,
রসময় রসময়ী বিনে।
বসুধা হইল শুধা, সুধাংশু হারা'ল সুধা,
সুধামুখী রাই যদি ম'ল ;
জ্ঞান হয় আজ অবধি, নিধিপতি হতনিধি,
রত্নাকর রত্নশূন্য হল !
বিশাখা। আনিয়ে কমলতন্তু নাসাগ্রে ধরিলাম, কিন্তু
দেখা গেল, না চলে নিশ্বাস ;
দেখিলাম ধ'রে নাড়ী, লক্ষিতে নাহিক পারি
তবে প্যারী বাঁচ্‌বে, কি বিশ্বাস।
—(ধনী বুঝি বাঁচে না বাঁচে না, দেখ কি আর ললিতে !)—
রাই যদি ত্যজিল দেহ, [illegible] কি রহ সন্দেহ,

Digitized by Sri Sri Ma Yogoda Satsanga Mission Trust and eGangotri, Delhi

অনুমতি দেহ সবে মি'লে ;

—(যদি রাই হারা'লাম গো, গহন কাননে এনে)—

লইয়ে কিশোরীর দেহ, চল যেয়ে ত্যজি দেহ,

ঝাঁপ দিয়ে শ্যামকুণ্ডের জলে।

—(প্রাণ আর রা'খ্‌ব না, রাখ্‌বই না, শ্যামবিরহে, রাই বিরহে)

চিত্রা। এত কি কপালে ছিল, রাধার মরণ দেখতে হ'ল

ব'সে সবে রাধার সম্মুখে !

যখন হরি গেল ছেড়ে, তখন যদি যে'তাম ম'রে

এ শেল ত পশিত না বুকে।

শু'নে রাধার এ বৃত্তান্ত, রাধা-শোকে রাধাকান্ত,

প্রাণান্ত কর্‌'বে গো তখনি।

না শুনিতে তার সে তত্ত্ব, স'বে হয়ে এক চিত্ত,

আত্মঘাত ক'র্‌ব এখনি।

ললিতা। আন গো বিশাখে, বিষ, খাইয়ে মরিব ;

প্যারী বিনে এ পরাণ কি কাজে রাখিব গো।

—(প্রাণে আর কি কাজ গো)—(মূর্চ্ছা)

বিশাখা। আমি যেয়ে, বিষহ্রদে জীবন ত্যজিব ;

শ্যামবিরহ, রাই-বিরহ সহিতে নারিব,—গো

—(এ প্রাণ রা'খ্‌ব না, রা'খ্‌বই না)—(মূর্চ্ছা)

চিত্রা। আমি ত এখনি সখি, অনলে পশিব ;

এ ছার জীবন আর কি কাজে রাখিব,—গো !

(—এ প্রাণ রা'খ্‌ব না, রাখ্‌বই না)—(মূর্চ্ছা)

চম্পকলতা। আমি ত যমুনার জলে ঝাঁপ দিয়ে মরিব ;

এ পাপ পরাণ রেখে কি আর করিব, গো !

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

—(প্রাণে কাজ কি আছে গো)—(মূর্চ্ছা)

রঙ্গদেবী ।—আমি ত এখনি যেয়ে, ভুজঙ্গ ধরিব,
নতুবা পর্ব্বতে চড়ি', অঙ্গ ঢেলে দিব, গো।
—(প্রাণ আর রাখ্‌ব না, রাখ্‌বই না)—(মূর্চ্ছা)

———

(শ্রীহরিবিরহে রাধার শেষদশা দেখি ;
মূর্চ্ছাগত হ'ল যত প্রিয়-নর্ম্মসখী।
হেন কালে হঠাৎ আসিয়ে চন্দ্রাদূতী ;
হেরিয়ে সবার দশা বিষণ্ণা যুবতী !)

রাগিণী—টহর-মল্লার, তাল—একতালা

চন্দ্রা। (সাশ্চর্য্যে)—
ও মা ! এ কি সর্ব্বনাশ আজ বিপিনে !
হায় হায় ! এ কি বিপদ হেরি বিপিনে !
এ সব কনকপুতলী. পড়িয়াছে ঢলি,
বিপিনবিহারী শ্রীহরি বিনে।
গজোৎখাতে যেমন কমলকানন.
মহাবাতে যেমন হেম-রম্ভাবন ;
আহা ! সেই দশা দেখি, হ'ল সম্ভাবন,
গোকুলের কুলযুবতীগণের।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

—(হায় ! কেন বা আজ এমন হ'ল কাননের মাঝে)—
"হায় হায় !" কেন আচম্বিতে, ত্যজিয়ে সম্বিতে,
এ সব বসিতে 'আছ' প'ড়ে অবনীতে ;
—(এদের ভাব যে বুঝিতে নারি)—
হে'রে বিপরীতে, ধৈরয ধরিতে,
নাহি পারি চিতে, হ'ল কি মরিতে ;
সহসা কি দশা হ'ল সবাকার,
সবাকার যেন, দেখি শবাকার ;
হায় হায় ! প্রতিকার করে কে'বা কার ?
সে বাঁকার বুঝি, এই ছিল মনে।
দেখি, কলাবতীগণ হ'য়েছে বিকলা,
অবিকলা যেন, কলানিধির কলা ;
সহজে সরলা, গোপকুলবালা,
পশ্চাৎ না গণি, ঘটায়েছে জ্বালা ;
কুটিল কালার প্রেম ফুলবনে,
বিচ্ছেদ ভুজঙ্গ ছিল, তা না জেনে,
কুসুমের লোভে পশিয়ে সে বনে,
ভুজঙ্গ দংশনে ম'ল কি প্রাণে।
মরি ! যে রাধার রূপ বাঞ্ছে শ্রীপার্ব্বতী,
যার সৌভাগ্য গুণ বাঞ্ছে অরুন্ধতী ;
যার স্থানে ব্রজ-যুবতী-সংহতি,
শিক্ষা করে কলাবিলাস-সন্ততি ;
যে রমণী রমণীর শিরোমণি,
শ্যামগুণমণির হিয়ার হৈমমণি ;

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

হায় ! সে রমণীর দশা দেখিয়ে এমনি,
—কোন্ রমণী ধৈর্য্য ধরে বা প্রাণে !

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা

(হায় গো !) যে ধনী আছিল শ্যামের হিয়ার হার,
—(বঁধুর হিয়ার ধন আজ ধুলায় প'ড়ে গো)
(মরি মরি !) হরি-হারা হ'য়ে হেন দশা কি তাহার !
(হায় গো ! কুন্দনকনক জিনি' তনুকান্তি ছিল ;
—(সোনার বরণ কাল হ'ল গো,—কাল ভেবে)
হেম-কমলিনী কেন মলিনী হইল !
(হায় গো !) কোটিচন্দ্র জিনি ধনীর মুখচন্দ্র শোভা
—(দশা দেখে কি পরাণে মানে গো,—বিনোদিনীর)—
সেই মুখচন্দ্র আজি দেখি হতপ্রভা !
(হায় গো !) নাটুয়া খঞ্জনজিনি নয়নচঞ্চল,
—(এনা নয়ন মনোমোহনের মন-মোহ গো)—
সে নেত্রযুগল দেখি, হ'য়েছে অচল !
হায় গো ! অতুল রাতুল কিবা চরণ দুখানি ;
—(চরণ-কমল হ'তেও সুকোমল গো)—
আলতা পরা'ত বঁধু কতই বাখানি !
হায় গো ! এ কোমল চরণে যখন চলিত হাঁটিয়ে ;
—(বঁধুর দরশন লাগি গো,—অনুরাগে)—
হেন বাঞ্ছা হ'ত তখন পাতিয়ে দি' হিয়ে ।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

—(স্বগতঃ, সুরে)

"দেখি, সব সখী ধুলায় প'ড়ে অচেতন ;
এ সবারে তুলি আগে করিয়ে যতন।
ইহাদের মুখে রাধার বৃত্তান্ত শুনিব ;
যে হয় কর্ত্তব্য, তাহা পশ্চাতে করিব।"

(প্রত্যেকের হস্ত ধরিয়া উত্থাপন)

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা

উঠ গো ললিতে সখি ! দেখ নেত্র মেলি ;
বল বল, কেন হেন হইলি সকলি ?
—(আজ একি দেখি গো,—উঠ উঠ ও ললিতে !
উঠ গো বিশাখে সখি ! দেখ না চাহিয়ে ;
বল গো, কি জন্যে সবে অরণ্যে পড়িয়ে ?
—(কেন এমন বা হ'ল গো, উঠ উঠ ও বিশাখে !)—
উঠ গো সুচিত্রে ! দেখ মেলিয়ে নয়ন ;
বল সবার এ দশা হ'ল কি কারণ ?
—(কি ভাবে আজ্ এমন হ'ল গো, ভাব ত বুঝিতে নারি)—
উঠ গো চম্পকলতা ! বল কথা শুনি ;
কি ভেবে আজ বিনোদিনী হ'ল গো এমনি ?
—(রাই কেন ধুলায় প'ড়ে গো—বল গো চম্পকলতে)—
উঠ রঙ্গদেবি ! দেখ, হইয়ে চেতন ;
বল গো, কি লাগি ধনীর ধরায় পতন ?
—(উঠ ও গো রঙ্গদেবি !)—

———

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

বিশাখা। ওগো চন্দ্রাসখি ! রাইকে দেখ এ'সে কাছে ;
রাই আমাদের আছে, কি না আছে প্রাণে বেঁচে ?

রাগিণী—ললিত-ভৈরব, তাল—যদ্

দেখ চন্দ্রাদূতি সতি ! তুমি ত সুমতিমতী,
শ্রীমতী শ্রীমতী-মোদের কেমতে এমতি হ'ল
হে'রে নব জলধরে, নয়নে না জল ধরে,
ভেবে শ্যাম, জলধরে ধ'র্‌তে গিয়ে ধরায় প'ল।
(আমরা) ভেবে ছিলাম রাইকে নিয়ে, গহন কাননে গিয়ে,
লীলাস্থান দেখাইয়ে করিব শীতল ;
ক'র্‌তে চাইলাম ভাল মনে, ম'র্‌তে রাই আনিলাম বনে,
(হায় !) হত্যে কি করিলাম বনে, কি কর্‌তে কি হ'য়ে গেল !

ললিতা। দেখ রাধার সম্প্রতিক, হ'ল ব্যাধি কি গতিক,
কফাত্মিক, বাতিল কি পৈত্তিক !
হ'ল কি সান্নিপাতিক ? নতুবা কি সাংঘাতিক
কিম্বা হ'ল অন্তিম সাত্ত্বিক ?

চন্দ্রা। ওলো, তোরা অত ব্যস্ত হ'স্ নে. কোন চিন্তা নাই।

ললিতা। তবে বল দেখি, এখন রাই বাঁচাবার উপায় কি ?

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

চন্দ্রা। আমি একটি উপায় মনে ক'রেছি, তা বলি শুন,—

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা

শুন বলি গো সজনি, চিত্রকারিণীকে আনি,
অচিরে রচিয়ে চিত্রপটে ;
বৃথা কি বিলম্ব কর, আমার মন্ত্রণা ধর,
আনি ধর রাধার নিকটে।
—(তোরা ত্বরা এই কর্ গো)—
কৃষ্ণ-অঙ্গ-পরিমল, মৃগমদ নীলোৎপল,
রাখ সখি, নাসা-অগ্রে ধ'রে ;
আমি রাইকে কোলে নিয়ে শ্রবণে বদন দিয়ে,
'কৃষ্ণ দেখ' বলি উচ্চৈঃস্বরে।
—(চৈতন্য হ'বে গো, কৃষ্ণনাম শুনে)—
সবে কর জয়ধ্বনি, ধ্বনিতে বুঝিবে ধনী
গুণমণি এল বৃন্দাবনে ;
যখন শ্যাম দে'খ্‌তে চা'বে চিত্রপট দেখান যা'বে,
স্থির হ'বে সে রূপদর্শনে।

———

সখিগণ। চন্দ্রে ! এ বেস্ পরামর্শ, তাই করা যাক্।

(রাধিকার নাসাগ্রে সৌগন্ধি-যোজনা ও সম্মুখে চিত্রপট স্থাপন।

চন্দ্রা। (রাধিকাকে ক্রোড়ে স্থাপনপূর্ব্বক—সুরে)—

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

ওগো রাধে চন্দ্রাননে ! ওগো হরিণ-নয়নে !
হের হের মেলিয়ে নয়ন ;
উঠাইয়ে বিধুমুখে, দেখ না তব সম্মুখে,
দাঁড়াইয়ে শ্রীবংশীবদন।

সকলে। জয় রাধাবল্লভ ! জয় শ্যামসুন্দর !

রাধিকা। (উত্থানপূর্ব্বক প্রেমবিহ্বল ও ব্যাকুলভাবে)—

রাগিণী—জয়জয়ন্তী, তাল—একতালা

কো-কো-কো-কোথা গো, বি-বি-বি-বিশাখে।
দে-দে-দে-দেখা সে, বঁ-বঁ-বঁ-বঁধুকে।
না-না-না-না দে'খে, বি-বি-বিধুমুখে,
প-প-পরাণ যে, যা-যা-যায় দুখে।
ম-ম-ম'রেছিলাম হ'য়ে গো বিসখা,
বাঁ-বাঁচালি, বলে দে-দেখা'বি সখা ;
দে-দে-দেখা সখা বি-বি-বি-বিশাখা,
ধ-ধ-ধরি হরি তা-তাপিত বুকে।
ব-বলিতে নার ল-বলিতে সই,
ললিত-ত্রিভঙ্গ ক-ক-ক-ক-কই,
চি-চি-চি-চিত্রে, সে সু-সুচিত্রে,
না হে'রে চিত্তে মা-মা-মানে কই,
কো-কো-কোথা বল চম্পকলতিকে !
লু-লু-লুকালি সে চঞ্চল-মতিকে ?

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

একবার তা-তা-তাকে দে-দে-দে-আমাকে,
নইলে মরি তো-তো-তোদেরি সম্মুখে।
শুন গো র-র-র-রঙ্গদেবিকে,
শ্যাম-দর্শন-পণে রা-রা-রাই যে বিকে,
সু-সু-সুদেবিকে! কি-কি-কিনিবি কে?
দে-দেখা'য়ে তারে, কি-কি-কিন্ আমাকে;
তু-তু-তু-তুঙ্গবিদ্যে! ইন্দুরেখে!
কি-কি-কি-কি কাজ আর এ জীবন রেখে,
ম-ম-ম-ম মরি, দে-দে-দেখা হরি,
জন্মের মত যা-যা-যা যাই দে'খে।

———

—(চিত্র দর্শন করিয়া)—

(সুরে) ও ললিতে! ও বিশাখিকে!
সবে দেখ্ এ'সে, সখি! প্রাণাধিকে!
আজ বুঝি, সুপ্রভাত হ'য়েছিল, তাতে দেখা হ'ল;
দে'খে বিধুবদন, নয়ন মন জুড়াইল।

(ঢপ্, তাল—রূপক)

যদি দেখা দিলে বঁধু, কৃপা ক'রে;
এস রাখি হে নাথ! রাখি হিয়ার মাঝে ভরে।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা

এস এস নাথ ! রাখি হিয়ার মাঝারে ভরিয়ে ;—
—যদি দাসী ব'লে দেখা দিলে, দুটি নয়ন প্রহরী করিয়ে।
আসিয়ে কংসের চরে, কাটিয়ে মোর এ পাঁজর
বঁধু, তোমায় নিতে আর নারিবে হরিয়ে।
বঁধু, আমার হৃদয়মাঝে বিচিত্র পালঙ্ক আছে,
তাতে সুখে শয়ন কর তুমি, দুটি শীতল চরণ সেবি আমি,
ও হে বঁধু, পরম যতন করিয়ে
বঁধু, তুমি আমার বক্ষের রতন, ধনে যেমন যক্ষের যতন,
ভুজঙ্গিনীর যেমন মণি তুমি আমার হও তেমনি ;
আর যে তোমায় প্রাণান্তে দিব না ছাড়িয়ে।

———

(চিত্রমূর্ত্তি স্পর্শপূর্ব্বক সখীগণের প্রতি)

রাগিণী—জয়জয়ন্তী, তাল—একতালা

হায় হায় ! সহচরি, কি করি কি করি,
হেরিলাম হরি, কি হ'ল কি হ'ল,
ওরূপ দর্শনে যেমন, জুড়াইল মন,—এ কেমন,—
হায় হায় ! পরশে তেমন কেন না হইল।
প্রাণসখি ও কি হ'ল গো, কি হ'ল,
বঁধু দেখা দিয়ে (আবার) কোথা লুকাইল ;
ভা'বলাম হারানিধি বিধি মিলাইল,

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

আমার কপালদোষে পুনঃ হ'রে নিল ;
যেমন তৃষ্ণাতুরে, মৃগতৃষ্ণা হে'রে
বারি জ্ঞান ক'রে গেল গো সত্বরে ;
গিয়ে না পাইল জল, হইল বিকল—মরিল,—
হায় হায় ! আমার কপালে তাই বুঝি ঘটিল।
তোরে ত দেখা'লি ব্রজেন্দ্র-তনয়,
পরশিয়ে দেখি, সে ত এ ত নয় ;
আমার দুখের সময়, আসি রসময়,—জ্ঞান হয়,—
ও সে রসময় বুঝি বিষময় হ'ল ;
কিম্বা, এ'সে নাগর আলি ! কৈল, নাগরালী,
না কি চতুর আলি ! তোদের চতুরালী ;
তোরা করিয়ে কপট, এনে চিত্রপট,—সন্নিকট,—
বুঝি, কহিলি লম্পট বৃন্দাবনে এল।

চন্দ্রা। রাধে ! শান্ত হও, কান্ত পা'বার উপায় করি।

রাধিকা। (সুরে) ওগো সখি ! দেহ মোরে যোগিনী সাজা'য়ে ;
বঁধু অন্বেষণ করি মধুপুরী যেয়ে।
ভিক্ষা ছলে বেড়াইব নগরে নগরে,
অবশ্য পাইব মোর বিনোদ নাগরে।

চন্দ্রা। (সুরে) কি কহিলি রাজকন্যে ; তুই যা'বি
বঁধুর জন্যে
যোগিনী হইয়ে, শুনিয়ে দহিছে হিয়া !
মোরা মরি নাই রাই ! এখনো আছি বাঁচিয়ে।

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা

তুই যে মোদের রাই, গরবিনী।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

ব্রজের রমণী মাঝে, রাই ধনি !
বলি, তুই কেন মথুরায় যা'বি ? রাই গরবিনি !
রাই, তোর যে গরব শ্যাম-গরবে ;
মোদের গরব তোর গরবে,—রাই গরবিনি !
ধনি, তুই কেন মথুরায় যা'বি ?
—(আমরা ত মরি নাই রাই)—
গিয়ে সবার গরব ঘুচাইবি,—রাই গরবিনি !
আমরা তোর হ'য়ে মথুরায় যাব ;
—(তুই রাজার মত থাক্ না ব'সে—
—ভাসিস্ নে গো রাজনন্দিনি)—
ও তোর প্রাণনাথকে এনে দিব,—রাই গরবিনি !
—(আবার পায় ধ'রে লুটা'বে এ'সে,—
তেম্নি ও ক'রে—রাই রাই, রাই রাখ ব'লে)—

রাধিকা। (সুরে)

শুন গো চতুরা চন্দ্রে ! আনিতে গোকুলচন্দ্রে
সাজ তবে অবিলম্ব করি',
যাত্রা কর স্মরি' হরি, মনের কপট পরিহরি,
হরি যেন ঘটান শ্রীহরি।

চন্দ্রা। ওগো রাধে চন্দ্রাননে ! আ'ন্‌তে নব-ঘনশ্যামে
যাই তবে মথুরাধামে।

রাগিণী—বেলড়, তাল—খয়রা

তবে যাই রাই, যাই মথুরা-নগরে,
আ'নতে তোমার বিনোদ-নাগরে।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

যেয়ে নগরে নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
দেখ্‌ব অন্বেষণ ক'রে ;—
যেখানেতে পা'ব, লম্পট মাধব,
রাধে, যেয়ে এনে যে দিব,
আমি চ'ল্‌লাম এ প্রতিজ্ঞা ক'রে।
তবে তোর আর ভাবনা কিসে,
রাধে ! প্রেমময়ি ! ভাবনা কি ? সে—
—ব'সে আছে তোর চরণ ধ'রে।
একবার হেসে কথা কও গো রাই !
অনেক দিন তোর শশিমুখের হাসি দেখি নাই ;
বলি বলি, যাত্রাকালে,—
তোর হাসি-বদনখানি দে'খে যাই পুরে।
তবে যাই রাই, যাই—

রাধিকা। (ঈষৎ হাস্যমুখে) তবে এখন যাও চন্দ্রে !

চন্দ্রা। তবে চল্‌লাম।

(প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ)

রাধিকা। চন্দ্রে ! ফি'রে এলে কেন ?

চন্দ্রা। রাই, ফি'র্‌বার কারণ আছে।
—একটি কথা মনে প'ল, তা'তে ফি'রে আ'স্‌তে হ'ল;
দিয়েছিল দাসখত, স্বহস্তের দস্তখত,
আছে ত রাই হস্তগত, প্রশস্তমত ?
দে দেখি, সে খতখান মোরে,
যদি যেতেই হ'ল সে মধুপুরে,
তবে ল'য়ে যাই তা'ই হস্তে ক'রে।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

রাধিকা। খত নিয়ে কি ক'রবি চন্দ্রে ?

চন্দ্রা। রাই ! খত নিয়ে এই ক'র্‌ব,)

—বল্‌ব আগে রীতি মত, তাতে যদি না হয় রত,
দেখা'য়ে এই দাসখত বাঁধ্‌ব আপন-জোরে ;
লোকে যদি সুধায় মোরে, কেন বাঁধ রাজার করে,
তখন আমি ব'লব গরব ক'রে,
(ব'লব) আমাদের আমাদের, আমাদের রাজার,—
খতের খাতক নিলাম ধ'রে।
—(তারে মোদের ভয় কি ? রাজা হোক্ না কেন,—
—সে মথুরার রাজা হোক্ না কেন,—
সে'ত আমাদের প্রাণবল্লভ বটে)—

———

রাধিকা। তবে চন্দ্রে ! এই খত নেও। (খত অর্পণ)
(চন্দ্রাদূতীর হস্ত ধরিয়া)—

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা

তুমি চন্দ্রা সুচতুরা, নিশ্চয় যা'বে মথুরা
আনিতে মোর পরাণ-বল্লভে ;
আমার শপথ লাগে, বলি সখি, তোমার আগে,
মোর এই কথাটি রাখিবে।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

বেঁধো না তার কোমল করে, ভৎর্সনা ক'রো না তারে,
মনে যেন নাহি পায় দুঃখ।
আহা! যখন তারে মন্দ ক'বে, চন্দ্রমুখ মলিন হ'বে
তাই ভেবে ফাটে মোর বুক।

———

চন্দ্রা। বলি রাধে!—
সহিতে না পার যদি ব'ল্‌লে কিছু কান্তে;
তবে কি বল গো, তাঁর চরণ ধ'রে আন্‌তে?
রাধিকা। কি ব'ল্‌লে চন্দ্রে? তার চরণ ধ'র্‌বে? ছি! ছি!
ভৎর্সনও ক'রো না, চরণও ধ'রো না।
(সুরে) ব্রজের বিপদ সব জানা'বে ভঙ্গীতে;
সেই মাত্র বুঝে, যেন না বুঝে সঙ্গীতে।
সভা বু'জে ক'বে কথা, নইলে না কহিবে;
আসে কি না আসে হরি, নিশ্চয় জানিবে।
চন্দ্রা। রাজনন্দিনি! আমি এখন যাই তবে;
ভাল, যা' হয় তা' করা যাবে। —(চন্দ্রার যাত্রা)

(যাত্রাকালে কাত্যায়নী-স্তব)

রাগিণী—খাম্বাজ, তাল—একতালা

ওমা যোগেশ্বরি! জগদীশ্বরি! যোগমায়ে! জগদম্বে!
তোমায় স্মরণ করি, যাই যাত্রা করি,

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

পাই যেন শঙ্করি ! হরি অবিলম্বে।
ওমা ! বৃন্দাবনে তব নাম কাত্যায়নী,
কৃষ্ণসুখের তুমি হও অত্যায়নী ;
ওগো নারায়ণি ! সর্ব্বপরায়ণি !
তোমা-পরায়ণীর কি দুঃখ সম্ভবে ?
জগদম্বালিকে ! নগেন্দ্রবালিকে !
এ সব বালিকে মা, তব বালিকে ;
তুমি মহামায়া মহেন্দ্রজালিকে !
মোহ নাহি হয় তবেন্দ্রজালে কে ?
কৃপা কর নর-মস্তক-মালিকে।
ত্বরা যেন পাই সে বনমালিকে ;
ও গো ত্রিকালিকে ! তোমা বই কালিকে !
মনের কালী কে বল ঘুচা'বে ?

———

মথুরানগর

রাজপথ

(কলসীকক্ষে নাগরীগণের গান করিতে করিতে প্রবেশ)

রাগিণী—জংলাট, তাল—একতালা

ও লো ! চল্ নাগরি, নিয়ে গাগরি,
যমুনার বারি আ'নতে যা'ব।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

যা'ব জলের ছলে, সবাই মি'লে,
ভুবনমোহন রূপ দেখ্‌তে পাব।
—(আমাদের রাজার)—
যা'ব রাজগরবে গরব ক'রে,
রাজপথে কারে ভয় করিব ?
দিব ঘোম্‌টা টেনে, আড়্‌-নয়নে,
লোকের পানে কেন চা'ব।
—মোরা গরব ক'রে)—

১ম নাগরী। (দূরতঃ চন্দ্রাকে আসিতে দেখিয়া অপর নাগরীর প্রতি)

রাগিণী—গৌরসারঙ্গ, তাল—আড়া

ও মা! দেখ্‌ নাগরি, ও কি হেরি :
এল ভুবন আলো ক'রে।
মরি কি রূপমাধুরী! নিল মোদের মন হ'রে।
সৌদামিনী প'ল সখি, না কি অকলঙ্ক শশী,
উর্ব্বশী কি ও রূপসী, পশিল মথুরাপুরে ?
মরি! কত রূপের নারী! আছে এত রূপের নারী,
দেখা থাক্‌, শুনি নাই ; নারীরূপে নয়ন ধ'র্‌তে নারি :
এ নারী যে, হরনারী বিনা, নয় অপর নারী,
তা' নইলে কি হ'য়ে নারী, নারী, নারীর মন ভুলা'তে পারে।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

(চন্দ্রার প্রবেশ)

—নারীটির পরিচয় জিজ্ঞেস্ কর

চন্দ্রার প্রতি—কীর্ত্তনীয় সুর, তাল—ঠুংরী

২য় নাগরী। পরিচয় বল সতি ! কি নাম, কোথা বসতি,
এখানে আগতি কি কারণ ?
সধবা, না কি বিধবা, অথবা হতবান্ধবা,
নতুবা সহায়হীনা কেন ?
সজল দুটি নয়ন, চঞ্চল গমন মন
বন-দগ্ধে যেমন হরিণী ;
যে দেখি রূপলাবণ্যা, জ্ঞান হয় রাজকন্যা,
সেই ধন্যা যে তব জননী।

চন্দ্রা। প্রেমকাঙ্গালিনী নাম, কোথা পা'ব গ্রাম ধাম
বনে বাস করি নিরবধি ;
নহি সধবা বিধবা, নহি গো হতবান্ধবা,
কিন্তু অধবা ক'রেছে দারুণ বিধি।
আমি রাজকুমারী নই, রাজকুমারীর দাসী হই,
ত্রিভুবন জয়ী যাঁর রূপে ;
তাঁর হ'য়েছে অচিন্ ব্যাধি, সে ব্যাধির মুখ্যৌষধি,
হেথা আছে, পাই বল কিরূপে ?

১ম নাগরী। সুরূপে ! কি বল্‌লে ? তোমার নাম
প্রেমকাঙ্গালিনী ?
রাজকুমারী নও, রাজকুমারীর দাসী ? ও গো, আবার
কি শু'ন্‌লাম —সধবা নও, বিধবা নও, অধবা ?

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

চন্দ্রা। হাঁ!

কীর্ত্তনীয় সুরে, তাল—ঠুংরি

১ম নাগরী। মরি মরি! এত রূপবতী যার দাসী;
না জানি, সে রাজকন্যা কতই বা রূপসী!—

২য় নাগরী। ওগো, আর একটি কথা সুধাই?

চন্দ্রা। সুধাও!

২য় নাগরী। সধবা, বিধবা নারী, এই মাত্র জানি;
কিন্তু অধবা কাহাকে কহে, কভু নাহি শুনি।

চন্দ্রা। চির-পরবাসে থাকে যে যুবতীর পতি,
সে নারী অধবা, তার বড়ই দুর্গতি।

———

৩য় নাগরী। ওগো বিজ্ঞে! কখনো যা শুনি নাই,
ভাল, তুমি আজ শুনা'লে তাই।
ওগো, তুমি যে ঔষধ চাও, তা' আছে কার কাছে?

চন্দ্রা। ওগো! যে তোমাদের মথুরাতে নূতন ভূপতি হ'য়েছে।

কীর্ত্তনীয় সুরে, তাল—ঠুংরি

৩য় নাগরী। (সে কি গো, কাঙ্গালিনি!)—
আমাদের মহারাজ, নহে কভু কবিরাজ,
ঔষধ পাইবে কি করিয়ে?—

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

চন্দ্রা। (ওগো)

—নহে যদি কবিরাজ, আসিয়ে মথুরামাঝ,

কুব্জীর কুব্জ কে দিল সারিয়ে ?

নাগরী। (অপর নাগরীর প্রতি) ওলো ? হাঁ-লো ! সত্যিই ত ব'লেছে ;—সে কথাও যে জানে ! (চন্দ্রার প্রতি) ওগো ! তবে তুমি সেখানে যাও।

চন্দ্রা। (সুরে) ওগো-ওগো নাগরি !—

আমাকে তাই ব'লে দে গো ;

কেমন ক'রে রাজার কাছে যা'ব ?

কোথা গেলে রাজার দেখা পা'ব ?

ওগো, বল দেখি তাই, কি সন্ধান ক'রে যাই ?

কীর্ত্তনীয় সুরে, তাল—ঠুংরী

১ম নাগরী। যা'বে যদি বিদেশিনি ! রাজসন্নিধানে ,

যাও তবে, সেই মতে, বলি যে সন্ধানে।

সম্মুখের সপ্তদ্বারে আছে দ্বারিগণ ;

সে সব দ্বারে প্রবেশিতে নারিবে কখন।

অতএব যাও তুমি অন্তঃপুর-দ্বারে ;

লক্ষ লক্ষ দাসী তথা যাতায়াত করে।

প্রবেশ করিও যেয়ে তাদের সঙ্গতি ;

দেখিতে পাইবে যথা আছেন ভূপতি।

চন্দ্রা। ওগো, তবে আমি চ'ল্‌লাম।

(প্রস্থান)

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

মথুরা-রাজভবন

সিংহাসনে কৃষ্ণ আসীন

(চন্দ্রার প্রবেশ)

চন্দ্রা। (স্বগতঃ) ঐ ত কৃষ্ণ ব'সে আছেন। ভাল হ'য়েছে, কাছে কেও নাই। হঠাৎ দেখা দিব না, আগে মনের ভাবটা দেখা উচিত। কি ক'রে জা'ন্‌ব ? একটু অন্তরালে থেকে রাধানাম করি ; দেখি, সে নাম কাণে গেলে, তাঁর মনের ভাব উদ্বেলিত হয় কি না। (প্রকাশ্যে) "জয় রাধে, শ্রীরাধে, জয় রাধে, শ্রীরাধে !"

কৃষ্ণ। (চমকিত ভাবে সিংহাসন হইতে অবতরণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিক্ষেপকরতঃ) আহা ! কি শু'ন্‌লাম ? এ মথুরাপুরে রাধানাম কে ক'র্‌লে ?

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা

হায় ! কে শুনা'লে রে,—
সুধামাখা সুধামুখী রাধানাম !
—(মধুর মধুর মধুর-স্বরে)
রাধানাম শু'নে শ্রবণ জুড়াইলে।
যেন আমার হৃদয়-মরুস্থলে ;
মরি মরি ! ও কে যেন সুধা বরষিলে।

তাল—দশকুশি

ও নাম শুনিয়ে মোর দুটি কর্ণ সাধ ক'রে কোটি কর্ণ
দুটি বর্ণ ধরে কি মাধুর্য্য !

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

—(মধুমাখা রাধানামের গো)—

ওষ্ঠাবলী চাহে ওষ্ঠ, (নাম) হৃদয়ে হয়ে প্রবিষ্ট

নষ্ট ক'র্‌ল সর্ব্বেন্দ্রিয়-কার্য্য।

—(নামের বালাই যে যাই রে)—

তাল—লোভা

বিধি কতই বা অমিয় ঢেলে,

না জানি, এই দুটি বর্ণ নিরমিলে।

তাল—দশকুশি

আমার বৃন্দাবন মনে প'ল, রাজ্যপদ তুচ্ছ হ'ল,

(হায় !) কোথা র'ল প্রাণের কিশোরী !

—(যার নামে প্রাণ মাতাইল রে)—

কোথা মা যশোদা পিতা নন্দ, কোথা সে সব সখাবৃন্দ,

(হায় !) সে আনন্দ র'য়েছে পাসরি !

—(ধিক্ ধিক্। মথুরারাজ্যে রে)—

তাল—লোভা

মরি ! রাধা নামটি যে বলিলে ;

সে যে আমায় বিনা মূলে কি'নে নিলে।

চন্দ্রা। (স্বগতঃ) যা হোক, জানা গেল, ভুলে নাই, এখন

নিকটে যাই। (কাছের নিকটে গমন)

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

কৃষ্ণ। (চন্দ্রাকে দেখিয়া) কাঙ্গালিনি !
কি নাম তোমার নারী ! কোথায় বসতি ?
কি কারণে, কহ মোরে, এথায় আগতি ?

চন্দ্রা। মহারাজ !

কীর্ত্তনীয় সুরে, তাল—খয়রা

নিকটে কি তব দিব পরিচয় ;
মনেতে স্মরণ কিছু নাহি হয়।
কি জানি দেশেতে, কি জানি গ্রাম,
কি জানি রাজার, কি জানি নাম ;
—(আমি ভু'লে যে গেলাম,—
—ওহে, হেথা এ'সে সব ভু'লে যে গেলাম)—
কি জানি আমি ত কাহার দাসী,
কি জানি কাজেতে এখানে আসি ,
কি জানি কহিতে কি জানি কই ;
থাক্, পাওয়া যা'বে ক্ষণেক বই।
—(ভাল, বলা যে যা'বে,—
—পরে মনে হ'লে কথা বলা যে যাবে)—
আমি কাঙ্গালিনী, তুমি মহারাজ ;
এত পরিচয়ে আছে কিবা কাজ ?

———

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

কৃষ্ণ। কাঙ্গালিনি। হেথা এ'সে সব ভুলে গে'লে? ভাল
এক স্থান হ'তে যদি যায় অন্য স্থানে;
পূর্ব্ব কথা কিছুই কি তার নাহি থাকে মনে?

চন্দ্রা। হাঁ মহারাজ! তাই ত বোধ হয়!
না জানি, মথুরাপুরের আছে কি ক্ষমতা;
যে এখানে আসে, সেই ভুলে পূর্ব্ব কথা!

কৃষ্ণ। যা হোক্ কাঙ্গালিনি! একটি কথা জিজ্ঞেস করি!

চন্দ্রা। কর!

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা

কৃষ্ণ। রসময় রাধানাম, অমিত অমৃতধাম,
কিরূপে তোমার জানা শুনা?
—(এ নাম কোথা পেলে হে)—

চন্দ্রা। শুন বলি গুণধাম! রসময় রাধানাম,
আমা-সবার হয় উপাসনা।
—(তাতেই জানা যে আছে হে,—
—আমাদের সাধনের ধন)—

———

কৃষ্ণ। বিদেশিনি! তোমার কথায় বড়ই সন্তুষ্ট হ'লাম; তুমি যে ধন চাও তাই দিব।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

চন্দ্রা। কি ধন দিবে মহারাজ ?

কৃষ্ণ। রজত, কাঞ্চন, মণি যত চাও।

কীর্ত্তনীয় সুরে, তাল—ঠুংরী

চন্দ্রা। রজত, কাঞ্চন, মণি, ধন ব'লে নাহি গণি
চিন্তামণি তুমি মোদের দেশে ;
কল্পতরু বৃক্ষ সব, কত রত্ন হয় প্রসব
কি দিবে কেশব সবিশেষে ?
—(কিসের অভাব বা আছে হে,—চিন্তামণিভূমে)

মহারাজ ! আমরা ধনের কাঙ্গালিনী নই ; কেবল দুটো কথা জা'ন্‌তে এ'সেছি।

কৃষ্ণ। কি কথা বল।

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা

চন্দ্রা। আমার যূথেশ্বরী, মন প্রাণ পণ করি
কি'নেছিল অমূল্য রতন ;
সাধ ক'রে প'র্‌তেন বক্ষে, রাখ্‌তেন সদা চক্ষে চক্ষে
যক্ষে যেমন রক্ষে করে ধন।
—(কত না যতন ক'রে হে)—
যেয়ে দুষ্ট কংসচরে, দিবসে ডাকাতি ক'রে
সে মাণিক হরিয়ে এনেছে ;
মাণিক্ শোকে সে রমণী, মণি-হারা যেন ফণী
উন্মাদিনী, তেমনি হ'য়েছে।
—(তার দশা আর কি ব'লব হে)—

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

আপনার সুবিচার, সুপ্রচার সদাচার,
সমাচার পাইলে সে ধনী ;
পাঠা'য়ে দিলেন মোরে, মহারাজের সুবিচারে,
পাইতে পারেন কি না মণি।
—(তাই জা'ন্‌তে এসেছি, হে)—

কৃষ্ণ। তোমাদের যে মাণিক, হয় যদি প্রামাণিক,
সে মাণিক পাইবে নিশ্চয় ;

চন্দ্রা। যে আজ্ঞা কৈলে রাজন, দিব বহু নিদর্শন,
তবে তব হ'বে ত প্রত্যয় ?—

কৃষ্ণ। হাঁ, তা হ'লে।

চন্দ্রা। ভাল ভাল ! পেলাম তবে। এখন এক কথা বলি,—
—শুন হে সুবিচারক, তুমি সর্ব্ব-সম্পাদক,
সে ধনীর খাতক এক জনে ;
—(তাই বলি হে মহারাজ, সে যে বড় দুঃখের কথা)—
হ'য়ে বিশ্বাসঘাতক, আপাতক পলাতক,
সে খাতক আছে এই স্থানে।
—(তারে দেখা'য়ে দিব হে, এখন আর পলা'তে না'র্‌বে
তা'র দস্তখত খত, আছে মোর হস্তগত,
সাক্ষী যত র'য়েছে জীবিত ;
—(কেও এখন ও মরে নাই হে, শুন ওহে সুবিচারক)—
নিবেদিলাম তব পায়, বল, করি কি উপায়,
ধনী ধন পায় হে ত্বরিতে ?
—(ও তাই বল হে মহারাজ, তুমি ত চতুর বট)—

কৃষ্ণ। [illegible] সে খাতকের যথাসর্ব্বস্ব বেচে আদায় কর।

Digitized by Sri Sri Ma Anandamayi Charitable Foundation Trust and eGangotri, Delhi

চন্দ্রা। ভাল, মহারাজ!—

দেখ দেখি বিচার ক'রে সর্ব্বস্ব নিলাম ধ'রে,
তাতেও যদি না হয় পরিশোধ?

কৃষ্ণ। আজ্ঞা দিলাম তোমারে, বন্ধন করিয়ে তারে,
কারাগারে কর নিয়ে রোধ।

চন্দ্রা। যে আজ্ঞা মহারাজ! খাতক যদি রাজ-পরিবারের কেহ হয়?

কৃষ্ণ। অবোধিনি! রাজাজ্ঞা কি কখনও লঙ্ঘন হয়? রাজ সম্পর্কীয় থাক, যদি আমিও হই, তথাপি ঐ আজ্ঞা বলবতী।

চন্দ্রা। ভাল সুবিচার বটে! মহারাজ! এখন আমি একটি কথা জিজ্ঞেস্ ক'রতে চাই।

কৃষ্ণ। কি ব'ল্‌বে, বল।

চন্দ্রা। দেখিলাম স্বসাক্ষাৎ, রাধানামে অশ্রুপাত,
কি জন্যে হইল মহাশয়?
না জানি, সে রাধা কে, জান কি সে রাধাকে
সে রাধা তোমার কেবা হয়?

কৃষ্ণ। চতুরে! ত্রিলোকে পৃথিবী ধন্যা যাতে বৃন্দাবন।
তাহে গোপী মধ্যে রাধা আমার জীবন।
সে সম্বন্ধে গোপীগণ মোর হয় সব;
সহায়, গুরু, শিষ্য, দাসী, রমণী বান্ধব।

চন্দ্রা। ভাল ভাল! ওহে রাধারমণ!
যদি এমন, তবে কেন এমন?

কৃষ্ণ। দেখ কেমন?

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

চন্দ্রা। কথায় যেমন, কাজে ত নয় তেমন।

কৃষ্ণ। মুখরে! তুমি যে কথায় কথায় ব্যঙ্গ ক'র্‌ছ; তোমাকে চিনি চিনি ক'র্‌ছি, কিন্তু চিন্‌তে পার্‌ছি নে।

চন্দ্রা। কি ব'ল্‌লে সুশীল?

কীর্ত্তনীয় সুরে, তাল—ঠুংরী

চিনিতে না পার, কিন্তু কর চিনি চিনি;
চিটাতে মজা'লে মন কোথা পা'বে চিনি?
যখন তোমার মন ছিল হে চিনিতে;
জ্ঞান হয়, তখন বুঝি পারিতে চিনিতে।

কৃষ্ণ। চপলে! যাই বল, তোমার সঙ্গে যেন কোথায় দেখা শুনা ছিল।

চন্দ্রা। ওহে সুধীর! আমাকে চি'ন্‌তে পার্‌ছ না?

রাগিণী—কালংড়া, তাল—আড়া

এখন আমায় চি'ন্‌বে কেন,—
আর কি চেনার কাল র'য়েছে?
যে কালে চিনিতে হে শ্যাম সে কালেরে কালে খেয়েছে।
শুন বলি বাঁকা সোনা, যদি থাকে দেখা শুনা,
তবে হবেই চেনা শুনা, শুনা চেনার কি কাজ আছে।
একে দুখে প্রাণ বাঁচে না, কেবা ব'সে দিবে চেনা;
যে চেনায় দুখ ঘুচে না, কাজ কি সে চেনা?
যদি থাকে চেনার চেনা, তবে চেনা হ'বে পাছে।
কালস্য কুটিলা গতি, যেন ভুজঙ্গের গতি,
সদা করে গতাগতি, হয় কোথা স্থিতি;

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

সে কাল বিষমভাবে, র'য়েছে যে সমভাবে,
কুবুজী কু-বুঝি, ভাবে বুঝি, ধুলপড়া দিয়েছে।
—(খত দেখাইয়া) মহারাজ !—
দেখ দেখি এই খত, কা'র হাতের দস্তখত ?—
কৃষ্ণ। হাঁ, এখন আমি তোমাকে চিনেচি)—
তুমি চন্দ্রা সুচতুরা, থাক বৃন্দাবনে ;
তা' নইলে এমন কথা কহিতে কে জানে ?

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা

চন্দ্রা সখি, বল বল, বৃন্দাবনের সুমঙ্গল
কুশলেতে ত আছে বন্ধুগণ ?
পিতা নন্দ মহাশয়, পরম করুণাময়,
কিরূপে বা রেখেছেন জীবন ;
মাতা মোর যশোমতী, যেন স্নেহ মূর্ত্তিমতী,
মন বেঁধে আছেন কি মতে ?
না দেখিয়ে এক ক্ষণ, বৎসহারা ধেনু যেন,
কাঁদিয়ে ফিরিতেন পথে পথে।
কেমন আছে সখাগণ, যাদের সনে গোচরণ,
করিতাম কাননমাঝে সুখে ;
মরি ! তাদের কতই প্রীতি, ছিল যে আমার প্রতি,
খেয়ে ফল দিত মোর মুখে !
যত ব্রজ-গোপ রামা, আমার পরাণ সমা,
কেমন আছে আমা-হারা হ'য়ে ?
কেমন আছে শ্রীরাধিকা সে যে মোর প্রাণাধিকা,
হিয়ার হেমহার কোথা প্রিয়ে ?

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

চন্দ্রা। লম্পট! বৃথা কথার প্রয়োজন কি?

রাগিণী—সিন্ধুভৈরব, তাল—একতালা

বলি থাক্, ও সে সব কথা থাক্,
ও সে সুখে থাক্, কিম্বা দুখে থাক্,
বেঁচে থাক্, থাক্ বা না থাক্,
তার কথায় আর কাজ কি?
তুমি ত শ্যাম সুখে আছ পেয়ে পরের রাজকী।
চাতকিনী বারি বিনে, পিপাসায় মরিলেও প্রাণে,
চেয়ে থাকে মেঘের পানে,—
সে তাহাকে বধে প্রাণে শিরে পেড়ে বাজ কি?
তু'লো না অবলার কথা, তার কথা কি বলার কথা?
কথায় কথায় বা'ড়লে কথা, শুন্‌তে হয় দুকথা;
সুখীর কাছে দুঃখীর কথা, কহিলে লাগে বা কোথা?
র'য়েছ ভু'লে যে কথা, কি ফল তু'লে সে কথা।
এ যে কথা কথারই কথা;—
দে'খে আমার ব্রজের কথা মনে প'ল আজ কি?
যে গেছে সব তারই গেছে, কুল গেছে, মান গেছে,
রূপ গেছে, লাবণ্য গেছে, প্রাণ যেতে ব'সেছে,
তায় তোমার কি ব'য়ে গেছে, আরো বিষয় বেড়েছে,
পাঁচ পদে যে ব্যাপার করে, এক পদে যদি সে হারে,
হানি কি সে জানিতে পারে?
সে কথা সুধাই তোমার. বল রসরাজ কি?
ছিল ধেনু গোপের পাড়া, এথা কত হাতী ঘোড়া,

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

সেখানে পরিতে ধড়া, এথা জামা জোড়া,
রাই পদে লোটান মাথায় পাগ্‌ড়ি বেঁধেছ তেড়া ;
ছিলে নন্দের ধেনুর রাখাল—
—তার পরে রাই-রাজার কোটাল ;
এথা এ'সে হ'য়েছ ভূপাল,—
তাই বলি কপালীর কপাল, উচিত কথায় লাজ কি ?

———

কৃষ্ণ। চন্দ্রে ! তুমি আর আমায় বঞ্চনা ক'রো না। আমার আনন্দধাম ব্রজধামের প্রিয়জনবর্গ কে কেমন আছেন, তা'ই বল।

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা

চন্দ্রা। শুন নিঠুর বিদগ্ধ, বন যেন দাবদগ্ধ হে
মুগ্ধপ্রায় পশুপক্ষিগণ ;
—(তোমার বিরহেতে হে)—
শিশু আদি বৃদ্ধ যুবা, খেদান্বিত হ'য়ে কে বা হে,
দিবানিশি না করে রোদন ?
—(দুখ আর ব'ল্‌ব বা কত হে, ব্রজবাসিগণের)—
তব পিতা নন্দরাজে, না যান্ জনসমাজে হে,
গৃহ মাঝে থাকেন অন্ধপ্রায় হে ;

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

—(তোমায় হারা হ'য়ে হে)—
শোকেতে তব জননী, করে ক'রে ক্ষীর ননী,
'খা নীলমণি' ব'লে মূর্চ্ছা যায় হে !
—(রাণী প্রবোধ মানে না হে, তব মুখ না হেরিয়ে)—
শুন সখাগণ-তত্ত্ব, সবে যেন উনমত্ত হে,
—(কানাই কানাই ব'লে হে)—
না শু'নে তোমার বেণু, কাননে চরে না ধেনু,
রেণু খেয়ে রেখেছে জীবনে।
—(আছে ধরায় প'ড়ে হে, উঠিতে শকতি নাই)—
অনুগত গোপী যত, তা'দের দুখ আর বল্‌ব কত,
ভাবে, ধনী কখন জানি যায় হে ;
(সবে) আহার নিদ্রা উপেখিয়ে, রাধামুখ নিরখিয়ে,
দিবানিশি কাঁদিয়ে বেড়ায় হে।
—(বড় বিপদে আছে হে. বিধুমুখী রাইকে নিয়ে)—
সোণার ব্রজ ছারখার্, দিবসেতে অন্ধকার হে,
হাহাকার ধ্বনি মাত্র শুনি ;
—(সবাকার মুখে হে)—
যদি মনে ছিল এত, তবে প্রেম বাড়ান এত,
উচিত না ছিল গুণমণি।
—(সবার প্রাণ বধিতে হে, ওহে নিঠুর নিরদয়)—

———

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

ধুয়া, তাল—রূপক

কৃষ্ণ। বল চন্দ্রে ! বল, আমার শপথ লাগে,
রাধার কথা ব'লে আমায় বাঁচাও আগে।

রাগিণী—বাগেশ্রী, তাল—একতালা

চন্দ্রা।—শুধা শুধা সুধামুখী রাধার কথা সুধাও কি—
—আর ব্রজসুধাকর আমায়।
কইতে তার দুখ, মুখ হয় মূক,
মনে হ'লে রাধার বিধুমুখ—
বঁধু, ব'ল্‌ব কি আর, দুখে বুক ফেটে যায়।
হেম-কমলিনী, হ'য়েছে মলিনী,
দিনমণি বিনে যেন কমলিনী ;
(সে যে) নিরপরাধিনী, চিরপরাধিনী,
প্রেমে পরাধিনী—বঁধু হে,—
তবে কি অপরাধিনী হ'ল তব পায় ?
দিবানিশি ধনীর কি আগুন জ্বলে,
সে আগুন জলে গেলেও, দ্বিগুণ জ্বলে ;
মরি ! মরি জ্ব'লে, মন জ্বলে প্রাণ জ্বলে,
ব'লে ভেসে যায় দুটি নয়নের জলে ;
বিদ্যুত-লজ্জিতকৃত যে রূপসী—
সে রূপচ্ছেদক বিচ্ছেদরূপ অসি ;
মরি ! কি দারুণ অসি, পশি কৈল মসী,
শশিরাশিজিত যে শশী,—
হ'ল সে শশী অসিত চতুর্দ্দশীর প্রায়।
প্যারী হে'রে নিজ করে, নখর নিকরে,

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

ভেবে শীতকরে, আবরয় করে ;
পুনঃ দেখি করতল, জানি নবদল,
'এ কি হ'ল বলি, দূরে ক্ষেপ করে ;
তাতে হয় পুনঃ কঙ্কণ-ঝঙ্কার' ;
শু'নে ভ্রম হয় ভ্রমর-ঝঙ্কার ;
অম্‌নি করে উহুরব, ভাবে কুহুরব—
বলে, ডাকে এ কি কুহূরব—
তখন মূর্চ্ছাগত হ'য়ে ধরায় প'ড়ে যায়।
যে ভাবেতে রেখে এলাম রাধিকায়,
এতক্ষণ বুঝি, ত্যজেছে সে কায় ;
(হায় !) বিধি নিরদয়, তোমার হৃদয়,
ব্রজে গ'ঠেছিল বধিতে কি তায় ;
যার শ্বাসেতে না চলে কমলের আঁস,
তবে কি তার আর বাঁচার বিশ্বাস ;
সবে হ'য়েছে নিরাশ, প'ড়ে চারি পাশ,
নাহি কারও চেতন-প্রকাশ ,—
যদি দে'খ্‌তে থাকে আশ, চল হে ত্বরায়।

———

কৃষ্ণ। (সুরে) শুন চন্দ্রে ! কথায় আর নাহি প্রয়োজন ·
চলিলাম প্রিয়ার কাছে কর হে গমন।

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

দুই এক মধ্যে আমি যাব বৃন্দাবন ;
এ কথা অন্যথা মোর না হ'বে কখন।

চন্দ্রা। শঠ শিরোমণি ! কি ব'ল্‌লে ? দুই এক মধ্যে ?
দুই এক দিবস, কি মাস, বৎসর, কি যুগ ?

কৃষ্ণ। (ঈষৎ হাস্যমুখে) চন্দ্রে ! আমি কালই যা'ব।

চন্দ্রা। ওহে কিতব ! আর কি তব, (কাল) এ বিশ্বাস করি ?

কীর্ত্তনীয় সুরে, তাল—ঠুংরি

(ওহে) 'কাল যা'ব' ব'লে আর দিও না আশ্বাস ;
কালের কালেতে মোদের না হয় বিশ্বাস।
(দেখ) এক কাল ভেবে রাইয়ের সোণার বরণ কালি,
আবার কি বল, শঠ, যাব সেই কালি ?

কৃষ্ণ। চন্দ্রে ! আমিই কি স্বভাবে আছি !

চন্দ্রা। ওহে ! তোমার আর কি হ'য়েছে ? আরও দেখি, চিকনা বেড়েছে। (সুরে) ওহে নিরদয় ! এই বলি শুন হে !

ধুয়া, তাল—রূপক

—যদি কাল-বরণ তোমার গৌর হ'ত ;
রাধার চিন্তা তবে তোমার জানা যে'ত

কৃষ্ণ। চন্দ্রে ! আমারও অন্তরে যাই, তুমি দেখি ব'ল্‌লে তাই।

ধুয়া, তাল—রূপক

—আমার মনের কথা তোমায় বলি তবে ;
কাল ঘুচে, এক দিন গৌর হ'তে হ'বে।

চন্দ্রা। ভাল ভাল দেখা যা'বে ; এখন বল, কখন যা'বে ?

কৃষ্ণ। (উঠিয়া) চন্দ্রে ! তুমি যাও, আমি আসছি, সেখানে দেখা পা'বে।

চন্দ্রা। তবে শ্যাম, আমি চ'ললাম। (চন্দ্রার প্রস্থান)

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

প্রস্তাবনা

চন্দ্রা মুখে ধনী কৃষ্ণ আগমন শুনে ;
আনন্দে আনন্দ-বারি বহে দুনয়নে।
মনেতে উদয় হ'ল নানা ভাবোল্লাস ;
অকস্মাৎ কুঞ্জদ্বারে দেখে পীতবাস।
গোস্বামি-সিদ্ধান্ত মতে স্বয়ং ভগবান্,
বৃন্দাবন ত্যজি, এক পদ নাহি যান।
তবে যে গোপিকার হয় এতই বিষাদ ;
তার হেতু প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা-রসাস্বাদ।
স্ফূর্ত্তিরূপে মূর্ত্তি যখন দেখেন নয়নে ;
তখনি ভাবেন কৃষ্ণ এলেন বৃন্দাবনে।
অদর্শনে ভাবে বুঝি গেছে মধুপুরী ;
এইরূপে কত দিন কাটেন কিশোরী।
দন্তবক্র বধি ; হরি, ব্রজেতে আসিয়ে ;
বসন্তে করিল রাস গোপীগণ ল'য়ে।

—**—

নিকুঞ্জবন

নিকুঞ্জে সখীগণসহ রাধিকা আসীন।

(চন্দ্রাদূতীর প্রবেশ)

রাধিকা। (চন্দ্রাকে দর্শনপূর্ব্বক শশব্যস্তে উঠিয়া)—
(সুরে) তব পথ নিরখিয়ে ব'সে আছি সই !

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

তুমি চন্দ্রে ! একা এলে, প্রাণনাথ কই ?

চন্দ্রা। রাধে ! প্রেমময়ি !—(সুরে)—
অঘটন ঘটা'তে পারি কৃপা হ'লে তোর ;
ঘটন ঘটা'তে কি অসাধ্য হয় মোর ?

ধুয়া, তাল—রূপক

ধৈর্য্য ধর গো রাই বিনোদিনি !
পা'বি এখনি তোর সে শ্যাম-গুণমণি।

(কুঞ্জদ্বারে কৃষ্ণ দণ্ডায়মান)

রাধিকা। (কৃষ্ণদর্শনপূর্ব্বক সখীগণের প্রতি)—

রাগিণী—মনোহরসহি, তাল—লোভা

কুঞ্জের দ্বারে ঐ কে দাঁড়া'য়ে ?
—(দেখ্ দেখি গো, ওগো, ও বিশাখে !)
ও কি বারিধর, কি গিরিধর ?
ও কি নবীন মেঘের উদয় হ'ল ;
—(দেখ্ দেখি গো ওগো ও ললিতে !)—
না কি মদনমোহন ঘরে এল ?
ও কি ইন্দ্রধনু যায় দেখা ;
—(নবজলধরের মাঝে)—
না কি চূড়ার উপর ময়ূর-পাখা ?
ওকি বকশ্রেণী যায় চ'লে ;
—(নিশ্চয় করিতে নারি গো—)
না কি মুক্তামালা গলে দোলে ?
ও কি সৌদামিনী মেঘের গায় ;
—(দেখ্ দেখি গো সহচরি)—

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

না কি পীতবসন দেখা যায় ?
ওকি মেঘের গর্জ্জন শুনি,
—(বল্ দেখি গো ও সজনি।)—
না কি, প্রাণনাথের বংশীধ্বনি ?

বিশাখা। (কৃষ্ণের প্রতি) ওহে প্রাণবল্লভ! ওখানে দাঁড়া'য়ে কেন ? (অগ্রসর হইয়া কৃষ্ণের হস্তধারণপূর্ব্বক)
এস এস প্রাণনাথ,—
এস ওহে রাধানাথ! দাঁড়াও রাধা-সনে ;
মন নয়ন জুড়াই মোরা যুগল দরশনে।

(রাধাকৃষ্ণ-যুগলমিলন)

রাগিণী—মুলতান, তাল—খয়রা

সখীগণ।—ওগো, দেখ্ সহচরি! যুগল-মাধুরী,
শ্যামের বামে প্যারী কিবা সেজেছে!
রূপে কিশোর যেমন, কিশোরী তেমন ;
আর কি এমন জগতে আছে ?
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীতে দাঁড়া'ল ত্রিভঙ্গী,
দেখ না সঙ্গিনি! রঙ্গিনীর কি ভঙ্গী,
ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে মি'লেছে।—
দেখ, উভয়-উভয়াঙ্গে হেলা'য়ে শ্রীঅঙ্গে,
শ্যামাঙ্গে হেমাঙ্গ-ঝলক দিতেছে।
উভয়েরি নেত্র উভয়েরি আস্যে,
সুহাস্য প্রকাশ্য উভয়েরি আস্যে,
পীযুষে ঔদাস্য ক'রেছে ;
হের, তনুর সহিত তনুর মিলন,

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

মন-সহ মন, নয়নে নয়ন,
মরি ! কি মিলন হ'য়েছে ঃ—
যেন, তৃষিত চকোরে, পেয়ে সুধাকর,
সুধাপান ক'রে ম'জে র'য়েছে
নব কাদম্বিনী-সহ সৌদামিনী
জম্বুনদ-হেম, মরকত-মণি,
(সবে) এরূপে উপমা দিয়েছে—
নব-ঘনঘটায় কি লাবণ্য-আভা ?
সৌদামিনী, সেও হয় ক্ষণপ্রভা,
কিরূপে এরূপে মি'লেছে ?
সখি ! হেম-মরকত, কঠিন স্বভাবতঃ,
তা' কি হয় গণিত এ রূপের কাছে !
মরি ! কিবা শ্যামরূপের মাধুর্য্য,
রাধারূপ তাহে মাধুর্য্যের ধুর্য্য,
হে'রে মন অধৈর্য্য হ'য়েছে ;
কোটি নেত্র যদি দিত জড় বিধি.
হেরিতাম ওরূপ ব'সে নিরবধি,
বিধি তায় অবিধি ক'রেছে,—
যদি দিল দু-নয়ন, তাহে ক্ষণ-ক্ষণ,
পলক-মিলন ক'রে রেখেছে ।

—* সমাপ্ত *—

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi

Digitized by Sarayu Foundation Trust and eGangotri, Delhi